উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৫,৭৩৫.৯৬ (-২০৩.২২)

নিফটি : ২২,৯১৩.১৫ (-১৯.৭৫)

মাস্কের বিনিয়োগে ট্রাম্পের আপত্তি

ভারতে গাড়ি তৈরির কারখানা গড়তে চেয়েছেন টেসলা কর্তা এলন মাস্ক। তাঁর এই সিদ্ধান্তে চরম আপত্তি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। তাঁর মন্তব্য, 'এটা খুবই অন্যায় হচ্ছে।' » ৭

যাত্রা শুরু রেখার

২৭ বছর আগে সুষমা স্বরাজের ছেড়ে যাওয়া জুতোয় আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহস্পতিবার পা গলালেন রেখা গুপ্তা। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৫°	৩১°	১৪°	৩১°	১৬°	৩১°	১৬°

নাম না করে ভারতকে হুঁশিয়ারি » ৭

৮ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 21 February 2025 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 273

সামিয়ানা

সেঞ্চুরিতে দিল জিতলেন গিল

নীল সমুদ্রে ডুবল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-২২৮
ভারত-২৩১/৪ (৪৬.৩ ওভারে)

দুবাই, ২০ ফেব্রুয়ারি : চলুন আরও একবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেখাই।

দল প্রস্তুত। সর্বশক্তি নিয়ে এবার ঝাঁপানোর পালা। সমর্থকরাও এগিয়ে আসুন দলের হয়ে গলা ফাটাতে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযানের নামার আগে এমনই আবেগঘন ডাক স্বয়ং রোহিত শর্মার।

৬ উইকেটে বাংলাদেশ-বধ দিয়ে যে লক্ষ্যে শুভ সূচনা। রিংটোন সেট করে দেন মহম্মদ সামি। চাপের মুখে যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে পরিণত, লড়াকু ইনিংসে ভারতকে বৈতরণি পার করেন নায়ক শুভমান গিল। ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকা শুভমানের সঙ্গে লোকেশ রাহুলের যুগলবন্দির কাছে হার মানল বাংলাদেশ বোলারদের সম্মিলিত প্রয়াস।

২২৯ রানের লক্ষ্যে রোহিত শর্মার (৩৬ বলে ৪১) ঝোড়ো শুরুর পরও মাঝে কিছুটা বেলাইন হয়ে যায় ভারত। বিরাট কোহলি (২২), শ্রেয়স আইয়ার (১৫), অক্ষর প্যাটেলদের (৮) দ্রুত আউটে আশঙ্কার মেঘ ক্রমশ ঘন হচ্ছিল।

অক্ষর যখন আউট হন ভারতের স্কোর ১৪৪/৪। তখনও দরকার ৮৫ রান। স্পিন-পেসের ককটেলে ভারতীয় ইনিংসে কার্যত ব্রেক লাগিয়ে দিয়েছেন তাসকিন আহমেদ-রিশাদ হোসেনরা। কিন্তু টলানো যায়নি শুভমানদের। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে লোকেশের (১০ রানের মাথায়) ক্যাচ ফেলে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন জাকের আলি।

সামিকে সামনে রেখে মাঠ ছাড়ছেন সতীর্থরা। দুবাইয়ে।

ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট বলা যেতেই পারে। শেষপর্যন্ত শুভমানের (অপরাজিত ১০১) দুরন্ত ব্যাটিংয়ের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন পঞ্চম উইকেটে লোকেশের (অপরাজিত ৪১) যুগলবন্দিতে আশঙ্কার মেঘ কেটে উজ্জ্বল মেন ইন ব্লু। ৪৭তম ওভারের তৃতীয় বলে তানজিম হাসান সাকিবকে ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচে ইতি টানেন লোকেশই।

অথচ, শুরুতে একপেশে ম্যাচের স্ক্রিপ্ট তৈরি ছিল। ৮.৩ ওভারে বাংলাদেশ ৩৫/৫। হ্যাটট্রিকের মুখে অক্ষর। কিন্তু জাকেরের (তখন রানের খাতা খোলেননি) সহজ ক্যাচ স্লিপে ফেলে দেন রোহিত। হতাশায় বারবার মাটিতে চাপড় মারলেন। হাতজোড় করে ক্ষমাও চেয়ে নিলেন।

রোহিতের যে ভুলের খেসারত ভালোমতো চোকাতে হয়। ভুলের শুরু মাত্র। পরবর্তী সময়ে একঝাঁক সুযোগ হাতছাড়া করে বাংলাদেশকে ম্যাচে ফেরার রাস্তা করে দেয় ভারতীয় ফিল্ডাররা। হার্দিক, লোকেশদের যে ভুল কাজে লাগিয়ে ৩৫/৫ থেকে বাংলাদেশ পৌঁছে যায় ২২৮ স্কোরে।

ম্যাচ শুরুর আগে কয়েন যুদ্ধ থেকেই রেকর্ডের শুরু। ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনাল থেকে টানা ১১টি ওডিআইয়ে টসে হারল ভারত। অবশ্য রোহিতের প্রথমে ফিল্ডিংয়ের ইচ্ছেপূরণ বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুলের সৌজন্যে। প্রথম থেকেই ভারতীয় বোলারদের দাপট। গ্যালারিতে 'বুমরাহ মিস ইউ' ব্যানারের দেখা মিললেও এদিন অভাব বুঝতে দেননি সামি (৫৩/৫)।

প্রথম স্পেলে সৌম্য সরকার (০), মেহেদি হাসান মিরাজকে (৫) ফেরান। হর্ষিত রানার বলে নাজমুল হোসেন শান্ত (০) ক্যাচ প্র্যাকটিস দেন বিরাটকে। এরপর নবম ওভারে বল করতে এসে অক্ষরের জোড়া ধাক্কায় আউট তানজিদ হাসান তামিম (২৫) ও মুশফিকুর রহিম (০)।

৩৫/৫ রানে হাসফাঁস হাল টাইগারদের। বাকি সময়ে একঝাঁক ক্যাচ, *এরপর বারোর পাতায়*

হইহুল্লোড়

মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে উল্লাস ছাত্রীদের। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ পদ্মের 'ঘন বন'। তাই এখানকার ভোটব্যাংক বাঁচিয়ে রাখতে ছাব্বিশের আগে যেমন সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে পৃথক রাজ্যের আবেগে, তেমনই সামনে আনা হচ্ছে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি।

ফের পৃথক রাজ্যের জিগির শিখার

রাজভবন থেকে বেরিয়ে আসছেন বিজেপি বিধায়করা। বৃহস্পতিবার।

অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় বাংলাভাগের সওয়াল। নতুন করে পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্য গঠনের দাবি উঠল। উত্তরবঙ্গের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় জোর গলায় এই দাবির কারণও ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এ নিয়ে বিজেপির অন্দরের মতভেদ বেআব্রু হয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। বিধানসভায় তখন উপস্থিত অন্য বিজেপি বিধায়করা তো বটেই, উত্তরবঙ্গে শিখার দলীয় সতীর্থরা রা কাড়লেন না।

তৃণমূল সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভায় ওই সওয়ালের প্রতিবাদ জানালেও বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ সহ উত্তরবঙ্গের অন্য বিধায়করা চুপ করেই বসেছিলেন। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যও পরে বলে দেন, 'বিধানসভায় কেউ যদি এরকম কথা বলে থাকেন, তবে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মত বলে ধরতে হবে।' শমীকের স্পষ্ট কথা, 'বিজেপি রাজ্যভাগের বিরোধী। এই অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি।'

এর আগেও অনেক সময় উত্তরবঙ্গের বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের কেউ কেউ উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবি তুলেছিলেন। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ওই দাবিতে না বলে দিলেও বিভিন্ন সময় রাজ্যের কোনও কোনও নেতাও রাজ্যভাগের পক্ষে সওয়াল করেছেন। মনে করা হচ্ছে, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবিটি উসকে দিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক।

নিন্দা তৃণমূলের, বিরোধ বিজেপিতেও

গত কয়েকটি নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে বিজেপির সমর্থনে ধীরে ধীরে ধস নামার প্রবণতা স্পষ্ট। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের দাবি উসকানোর চেষ্টা বলে মনে করছেন কেউ কেউ। বুধবার বিধানসভার অধিবেশনের প্রথমার্ধে বাজেট নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শিখা রাজ্য সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'আপনাদের ১৪ বছরের শাসনকালে উত্তরবঙ্গ বঞ্চিতই রয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন আপনারা করতে পারেননি। আপনারা না পারলে ছেড়ে দিন।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক দাবি তোলেন, 'উত্তরবঙ্গের *এরপর বারোর পাতায়*

ছাব্বিশের লক্ষ্যে রাজবংশী তাস পদ্মের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : এবার পদ্মবনে 'ভাষার বীজ' পোঁতা হচ্ছে। সরাসরি উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য করার দাবি নয়, তার বদলে কেন অষ্টম তফশিলে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষা অন্তর্ভুক্ত হবে না, সেই প্রশ্ন তুলে দিল বিজেপি। পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে বিজেপির মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও ভাষার দাবি নিয়ে কিন্তু কোনও দ্বিমত নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে পাঠানো চিঠিতে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বিধায়কের স্বাক্ষরে তা স্পষ্ট। দাবিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে দাবিপত্রে সই করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার রাজভবনে থাকাকালীন তিনি বিষয়টি আলাদাভাবে তুলে ধরেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে। '২৬-

ভাষার স্বীকৃতি চেয়ে শা-কে চিঠি

এর ভোটের নকশা তৈরিতে যে বিজেপি উত্তরবঙ্গে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষাকে সামনে নিয়ে আসতে চাইছে, তা পরিষ্কার।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিজেপি অঙ্ক কষে পা ফেলে। ভোট এলেই পৃথক রাজ্যের দাবিকে সামনে নিয়ে আসা হয়। এবার ধর্মীয় মেরুকরণে বেশি নজর দিচ্ছে বিজেপি। কিন্তু উত্তরবঙ্গে ধর্মীয় তাস ফেলে বাজিমাত করা অসম্ভব। পৃথক রাজ্যের দাবিতেও নতুন করে চিঁড়ে ভিজবে না, তা বুঝতে পারছে গেরুয়া শিবির। যে কারণে, রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষার স্বীকৃতি বা অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দীর্ঘদিনের দাবিকে সামনে নিয়ে আসার কৌশল।

পৃথক রাজ্যের দাবির সপক্ষে থাকা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনও এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। মূলত তাঁর প্রস্তাবে সহমত হয়ে *এরপর বারোর পাতায়*

তার ছিঁড়ল সিসিটিভি ক্যামেরার, ভাঙল ফ্যান

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে ফালাকাটা হাইস্কুলে মোবাইল ফোন নিয়ে ধরা পড়ল এক পরীক্ষার্থী। এদিন পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১ ঘণ্টার মধ্যেই ওই পরীক্ষার্থীর মোবাইল ফোন নিয়ে বসা নজরে পড়ে যায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনভিজিলেটরের। মোবাইল নিয়ে বসায় এদিন সে আর পরীক্ষা দিতে পারেনি। পরীক্ষা রুমে মোবাইল ফোন নিয়ে ধরা পড়ার আগে ওই রুমের সিসিটিভি ক্যামেরার তার ছিঁড়ে ফেলা হয়। এমনকি পরীক্ষা রুমের সব ফ্যানও বাঁকিয়ে দেয় পরীক্ষার্থীরা বলে অভিযোগ উঠছে।

ফালাকাটা সদর সার্কেলের এসআই রাজা ভৌমিক বলেন, 'এক ছাত্র মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ধরা পড়ে। আমরা দ্রুত বিষয়টি বোর্ডকে জানিয়েছি। নিয়ম অনুযায়ী যা ব্যবস্থা নেওয়ার বোর্ড নেবে।'

উদ্বিগ্ন শিক্ষকরা

- বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থীরা তাণ্ডব চালায়
- ফালাকাটা হাইস্কুলে মোবাইল নিয়ে ধরা পড়ল এক পরীক্ষার্থী
- ফোন নিয়ে যাতে ধরা না পড়ে তার জন্য ছিঁড়ে ফেলা হয় সিসিটিভির তার
- পরীক্ষা শেষে ৯টি ফ্যানের ব্লেড বাঁকিয়ে ফেলে পরীক্ষার্থীরা

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফালাকাটা হাইস্কুলের ছাত্রদের এবার পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছিল যাদবপল্লি হাইস্কুলে। এই স্কুলে এবার মোট ২৯৬ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। তবে ৩ জন পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিন থেকে পরীক্ষার্থীরা ভালোভাবেই পরীক্ষা দিয়ে এসেছে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। অন্যদিনের মতো বৃহস্পতিবারও পরীক্ষা শুরু হয়। এদিন ছিল মাধ্যমিকের শেষ ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা। নির্দিষ্ট সময়েই ছাত্ররা পরীক্ষা রুমে ঢোকে। কিন্তু হঠাৎ এদিন যাদবপল্লি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন মণ্ডল তাঁর রুমে বসানো সিসিটিভি ক্যামেরার মেইন কম্পিউটারে লক্ষ করেন একটি ক্যামেরা অফ করে দেওয়া হল। দ্রুত তিনি অন্য শিক্ষকদের নিয়ে নির্দিষ্ট ৭ নম্বর রুমে ঢোকেন। রুমে ঢুকে তাঁর চোখ কপালে ওঠে। দেখেন ওই ক্লাসের একটি সিসিটিভি ক্যামেরার তার ছেঁড়া। সঙ্গে ক্লাসে লাগানো যাবতীয় ফ্যানের পাখা বাঁকিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে। যদিও পরীক্ষা শুরু হবে বলে ওই সময় বিষয়টি নিয়ে আর হট্টগোল করেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ।

নির্দিষ্ট সময়েই পরীক্ষা শুরু হয়। যেহেতু ৭ নম্বর রুমে সিসিটিভি ক্যামেরার তার ছেঁড়া ছিল তাই সেখানে বাড়তি নজর ছিল স্কুল কর্তৃপক্ষের। *এরপর বারোর পাতায়*

সাফারি বুকিংয়ের দায়িত্ব চেয়ে প্রশ্নে জেলা প্রশাসন

জলদাপাড়ায় জিপ সাফারি। -ফাইল চিত্র

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : আগামী মার্চ মাস থেকে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে জঙ্গল সাফারিতে অনলাইন বুকিংয়ের দায়িত্ব নিতে পারে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। বন দপ্তরের অধীনে থাকা জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে সাফারির দায়িত্ব কীভাবে জেলা প্রশাসন হাতে নিতে পারে, তা নিয়ে অবশ্য বন দপ্তরের কর্তাদের মধ্যেও প্রশ্ন রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরে রাজ্যের সব সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পর্যটকদের এন্ট্রি ফি নেওয়া বন্ধ হয়েছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ পর্যটকদের থেকে এন্ট্রি ফি নেওয়া বন্ধের সঙ্গে জঙ্গল সাফারির জন্যও অনলাইনের বুকিংও বন্ধ করেছে। এর জেরে পর্যটকরা আর অনলাইনে জলদাপাড়া জঙ্গল সাফারির জন্য বুকিং করতে পারছেন না। অন্যদিকে, জঙ্গল সাফারি বন্ধ থাকায় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ও সংলগ্ন পর্যটনকেন্দ্রগুলি একেবারে খাদের কিনারায়। বিশেষ করে পর্যটন ব্যবসায়ীরা এনিয়ে আপত্তি তুলছেন।

বৃহস্পতিবার জলদাপাড়া, চিলাপাতা কোদালবস্তির পর্যটন ব্যবসায়ী, গাইড, গাড়ির মালিক, চালক ও আদিবাসী নৃত্যশিল্পীরা অতিরিক্ত জেলা শাসক (এলআর) নৃপেন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন। দ্রুত অনলাইনে বুকিং চালুর জন্য তাঁরা আবেদন জানান। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেন।

এরপরই বন দপ্তরকে কার্যত অন্ধকারে রেখে জলদাপাড়ায় জঙ্গল সাফারির ঘোষণা করেছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। অতিরিক্ত জেলা শাসক বলেন, 'জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ দ্রুত অনলাইন ব্যবস্থা চালু না করলে প্রশাসনের তরফে সেই ব্যবস্থা করা হবে। এই বিষয়ে জেলা শাসক ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আগে কথা বলা হবে। পর্যটন ও পর্যটকদের স্বার্থে এই অনলাইন ব্যবস্থা করা হবে।'

যদিও এই প্রসঙ্গে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও প্রবীণ কাশোয়ানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ওঁরা যে আধিকারিককে স্মারকলিপি দিয়েছেন তিনিই এই বিষয়ে বলতে পারবেন। আমি এই বিষয়ে কিছু জানি না।' *এরপর বারোর পাতায়*

উত্তরের খোঁজে

দুই নেতার মুখে ধর্ম, বিচারপতির মুখে জনতা

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দৃশ্যটা বাস্তব। তবে কল্পনা করলে মজাই লাগবে। মাথায় তাঁর গেরুয়া রঙের পাগড়ি। একটু অবাঙালি ঘেঁষা উচ্চারণ। মনে হতে পারে, উত্তর ভারতের কোনও নেতা। তাই স্তোত্রপাঠ শুরুর সময় মুখ খুললে চেনা শব্দগুলো চিংড়ির মতো তিড়িংবিড়িং লাফাতে থাকে।

সব সময় উত্তেজনা তাঁর গলায়। সাধারণ কথাও চিৎকার করে না বললে মান যায়। যেমন বুধবার বলে উঠলেন, 'আমরা গর্বিত। কারণ আমরা সনাতনী। আমরা হিন্দু। উনি তোষণের নামে হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছেন।'

ও স্যর, বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খায়, এমন কোনও টুপি বিধায়কদের জন্য পাওয়া যায়নি?

দ্বিতীয় জন অবশ্য এমন উত্তেজক কথার পাশাপাশি রসিকতাও করেন। অনেক বেশি আন্তরিকতা তাঁর অভিব্যক্তিতে। অথচ বুধবার বিধানসভায় তিনি এ কী বললেন? এ যে স্পষ্ট ফাঁদে পা দেওয়া 'জেনে রাখুন, আমিও কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। আমার বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন।'

কী দিনকাল পড়ল বাংলায়, এখন বহু পার্টির নেতাদের স্তোত্র পাঠ করে বোঝাতে হচ্ছে, আমি কত বড় ধার্মিক! বলতে হচ্ছে, আমি ব্রাহ্মণকন্যা।

ওপার বাংলার মতো এপারেও সনাতনী শব্দটা বেশি চলছে এখন। ব্যাপকহারে কে এটা শুরু করেছেন বলুন তো? মনুস্মৃতি ও ভাগবত পুরাণে সনাতন ধর্ম শব্দগুচ্ছ মেলে। *এরপর বারোর পাতায়*

বিদেশি এলে ডাক পড়ে জেমস-সুভাষের

আ মরি মাতৃভাষা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : 'হ্যালো, দিস ইজ বক্সা ফোর্ট। সো মাচ হিস্টরি।'

একজন অষ্টম শ্রেণি পাশ। আরেকজন পার করেছেন নবম শ্রেণির গণ্ডি। তবে জেমস ভুটিয়া ও সুভাষ প্রধানের সঙ্গে কথা বললে কিন্তু সেটা বুঝতে পারা মুশকিল। আমেরিকা, চিন, জাপান, ফ্রান্স-পর্যটক যেখান থেকেই আসুক না কেন, তাঁদের সামনে বক্সার ইতিহাস তুলে ধরতে কোনও সমস্যা অনুভবই করেন না। বাংলা, হিন্দি, নেপালি হোক কিংবা ইংরেজি সব ভাষাতেই পারদর্শী বক্সার এই দুই পোড়খাওয়া গাইড।

দুজনেরই বাড়ি বক্সা পাহাড়ের সান্তালাবাড়িতে। এমনিতে তো বক্সায় আরও অনেক গাইড রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কারও কারও শিক্ষাগত যোগ্যতা জেমস বা সুভাষের থেকে বেশিই। তা সত্ত্বেও বিদেশি কোনও পর্যটক বক্সার সৌন্দর্য উপভোগ করতে এলেই ডাক পড়ে এই দুই গাইডেরই। পুঁথিগত বিদ্যা খুব বেশি না হলেও ভাষার দক্ষতায় বিদেশি পর্যটকদের বক্সার ইতিহাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁরা।

জেমসের কথাই ধরা যাক। বক্সার অন্যতম প্রবীণ এই গাইড একাধিক প্রতিভার অধিকারী। হাসিমুখে গান শোনানো হোক বা পাতাবাঁশির সুরে বক্সার দুর্গম পথে পর্যটকদের ক্লান্তি দূর করা, সবেতেই দক্ষ জেমস। সেইসঙ্গে জানেন হিন্দি, বাংলা, সাদরি, নেপালি, ডুকপা ও ইংরেজি ভাষা। বাকি সব ভাষা ঠোঁটস্থ হলেও ইংরেজি জিহ্বায় কিছুটা আটকায়। জেমসের কথায়, 'খুব ছোটবেলায় কালিম্পংয়ে গিয়ে পড়াশোনা করেছি। অষ্টম শ্রেণির পর আর পড়তে পারিনি। তখন অল্প ইংরেজি শিখেছিলাম। এরপর গাইডের কাজ শুরুর পর থেকে আরও শিখতে থাকি। এখন বিদেশি পর্যটকদের সঙ্গে সাবলীলভাবে কথা বলতে না পারলেও বুঝিয়ে দিতে পারি।'

ফ্রান্স থেকে আসা পর্যটকদের সঙ্গে জেমস ভুটিয়া।

বিদেশিদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে জেমসের একটা কায়দা রয়েছে। জানালেন, খুব ধীরে ইংরেজিতে বিদেশিদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। ছোট ছোট বাক্যে বিষয়গুলো বোঝানোর চেষ্টা করেন। শুধু যেটা বলা দরকার, সেটাই বলেন। যদি কোনও জিনিস দেখাতে হয়, তাহলে 'দিস ইজ' আর 'দ্যাট ইজ' বলে কাজ চালিয়ে দেন।

এ তো গেল জেমসের ইংরেজির কথা। আর বিদেশি পর্যটকরা ইংরেজি বললে জেমস কী করেন? বুঝতে অসুবিধা হয়, মানছেন অভিজ্ঞ গাইড। বিশেষ করে কেউ যদি দ্রুত ইংরেজিতে কথা বলেন, তখন জেমস সমস্যায় পড়ে যান। কয়েকদিন আগে ফ্রান্স থেকে আসা দুই পর্যটককে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে এই সমস্যায় পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

একইরকম অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন বক্সার আরেক গাইড সুভাষ প্রধানও। কালচিনিতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর বাড়ির আর্থিক *এরপর বারোর পাতায়*

বাড়ছে মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতের আশঙ্কা

পর্যটক নিয়ে দেদার নাইট সাফারি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : নিয়মকে তোয়াক্কা না করে জঙ্গলের পথে পর্যটক নিয়ে দেদারে চলছে নাইট সাফারি। অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে একশ্রেণির গাড়িচালক লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলের মাঝে, জাতীয় সড়ক ও চাপড়ামারির জঙ্গলের মাঝের সড়কে পর্যটকদের নিয়ে রাতের অন্ধকারে সাফারি করাচ্ছেন। এতেই বাড়ছে মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতের আশঙ্কা। পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাতেও এর প্রভাব পড়ছে।

বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অনির্বাণ মজুমদারের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরেই জঙ্গলের পথে এই সাফারি চলছে। এর ফলে বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটছে।'

বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন মূর্তি জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক মজিদুল আলমও। তিনি জানালেন, একশ্রেণির গাড়িচালকদের বদান্যতায় দিনের পর দিন এই কাজ চলছে। এমনকি এর জন্য পর্যটকদের কাছ থেকে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে। শুধু গাড়ির চালকরাই নয়, এর সঙ্গে কয়েকজন রিসর্ট ব্যবসায়ী ও ট্যুর অপারেটররাও জড়িত বলে সূত্রের খবর।

রাতের অন্ধকারে বন্যপ্রাণীদের ওপর এভাবেই আলো ফেলা হচ্ছে।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের বক্তব্য, 'রাতের বেলায় গাড়ি নিয়ে পর্যটকদের ঘোরানোর ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অবিলম্বে এই ধরনের কাজ বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।' বন দপ্তরের জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। কেউ এই ধরনের ঘটনায় জড়িত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

> এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। কেউ এই ধরনের ঘটনায় জড়িত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **বিকাশ ভি,** *ডিএফও জলপাইগুড়ি বন বিভাগ*

রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের মাঝে থাকা বিভিন্ন রাস্তার পাশে বেশিরভাগ সময় হাতি, বাইসন, হরিণ সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীদের দেখা মেলে। তাছাড়া রাতে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে ঘোরার আলাদা রোমাঞ্চ রয়েছে এক শ্রেণির পর্যটকদের কাছে।

সেটাকেই সুযোগ করে ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলের মাঝে লাটাগুড়ি-চালসা জাতীয় সড়ক ছাড়াও চাপড়ামারির জঙ্গলের মাঝ বরাবর থাকা শিবচু যাওয়ার রাস্তায় পর্যটকদের নিয়ে ছুটছেন একদল গাড়িচালক। এমনকি বন্যপ্রাণীদের দেখতে পাওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত গাড়ির চালকরা লাইট অফ করে জঙ্গলের মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকছেন। রাস্তার পাশে বন্যপ্রাণী দেখলেই তাদের দিকে টর্চলাইট মারা হচ্ছে। আর এতেই বিপদের আশঙ্কা দেখছেন পশুপ্রেমীরা।

জাতীয় উপদেষ্টা কৃষ্ণপ্রিয়

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের মুকুটে নয়া পালক। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতিরাজমন্ত্রক এখানকার ভূমিপুত্র কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্যকে একটি প্রোগ্রাম উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য মনোনীত করেছে। জাতীয় স্তরের ওই বোর্ডটি ভারতের পঞ্চম তফশিলভুক্ত ১০টি রাজ্যের প্রশাসনকে জনজাতির বৈশিষ্ট্যে ভরিয়ে তুলতে কাজ করবে। মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টকে ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় জনজাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্যগঠিত জনজাতি বিষয়ক সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাধ্যমে এই বোর্ড কাজ করবে।

১০ সদস্যের ওই উপদেষ্টা বোর্ডে বাকি ৯ জনই কোনও না কোনও

সরকারি দপ্তর কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পদাধিকারী। একমাত্র কৃষ্ণপ্রিয় কোনও সরকারি দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নন। তিনি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লোকভাষা, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গবেষণায় এককভাবে প্রায় চার দশক যুক্ত। কৃষ্ণপ্রিয়র গবেষণামূলক বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তরাই-ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ, সাইলেন্ট ডিপার্চার, ট্রাইবাল বেঙ্গল, দি টোটোস ইত্যাদি। উপদেষ্টা বোর্ডটি কাজ করবে অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, হিমাচলপ্রদেশ, রাজস্থান ও তেলেঙ্গানায়। কৃষ্ণপ্রিয় জানিয়েছেন, খুব তাড়াতাড়ি এই বোর্ড কাজ শুরু করবে। দিল্লি সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই বোর্ড বছরে ৪-৬ বার বৈঠক করবে এবং জনজাতি বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেবে।

সোচ্চার দুর্গা

ফাঁসিদেওয়া, ২০ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় রাজ্য বাজেট নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। বুধবার তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে চা শ্রমিকদের সমস্যা, অভাব ও অভিযোগের কথা তুলে ধরেন। তাঁর অভিযোগ, চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। এই চাষ করতে গিয়ে নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হন শ্রমিকরা। অথচ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত ওঁরা।

একইসঙ্গে দুর্গার দাবি, শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকায় চা বাগানের জমি প্লটিংয়ের পর বিক্রি করে দেওয়া হয়। অথচ চা শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার মাত্র ৫ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER,
SILIGURI

Advt. No. 95/ASHA/2025/SDO/SLG. *Date : 20-02-2025*

NOTICE

[For temporary engagement as Accredited Social Health Activist (ASHA) in the blocks of Siliguri Sub-Divison (SMP area)]

Required eligible Candidate for 11 no of posts of ASHA under Siliguri Sub-Division (SMP area) Detail information about No. of vacancy, Application forms, Eligibility criteria, Mode of application, documents to be attached etc. have been published in the District Website of Darjeeling (www.darjeeling.gov.in), Office notice boards of District Magistrate/SDO Office/BDO Office/CMOH Office/BMOH Office/GP Office/Health Sub-Centre.

Please contact : SDO Office, Siliguri / respective BDO Office and respective BMOH Office for any clarification.

Last date of Application : 13.03.2025
Place : Respective BDO Office
Time : Upto 5.00 pm

Sd/-
Sub-Divisional Officer
Siliguri

WEST BENGAL STATE RURAL DEVELOPMENT AGENCY
Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

The Executive Engineer (PIU-Head), WBSRDA Cooch Behar-II Division, invites E-tenders through E-Tendering Vide e-NIT No: 13/COB-II/WBSRDA/MISC/2024-25, Details may be seen in **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
HPIU, WBSRDA, Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে **প্রথম কদম ফুল** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ সংসার সংগ্রাম, ১০.০০ শত্রু, দুপুর ১.০০ শত্রুর মোকাবিলা, বিকেল ৪.০০ লভ ম্যারেজ, সন্ধে ৭.৩০ জোশ, রাত ১০.৩০ বাজি-দ্য চ্যালেঞ্জ, ১.০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ জীবন যুদ্ধ, দুপুর ২.০০ মহাজন, বিকেল ৫.০০ দান প্রতিদান, রাত ১০.০০ পুতুলের প্রতিশোধ, রাত ১২.৩০ সেভিংস অ্যাকাউন্ট
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রূপসী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শুভ দৃষ্টি, রাত ৯.০০ গল্প হলেও সত্যি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জ্যোতি
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১৮ আই, দুপুর ২.২৩ সূর্যা-এস থ্রি, বিকেল ৫.০৬ মক্ষী, সন্ধে ৭.৩০ রাধে, রাত ৯.৩০ মার্ডার মুবারক
জি সিনেমা : বিকেল ৩.১০ মঙ্গলাভরম, বিকেল ৫.৫৫ যুবরত্ন, রাত ১১.৩৪ তিস মার খান
সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.৩০ ডর @ দ্য মল, দুপুর ২.৩০ নো পার্কিং, বিকেল ৫.০০ চার্মস বন্ড, সন্ধে ৭.১৫ লুসিফার, রাত ৯.৪৫ বাদভা রাসকাল
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৫৮ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, বিকেল ৩.৩১ দ্য ট্রান্সপোর্টার, ৫.০২ ক্রিড-টু, সন্ধে ৭.০৯ হিটম্যান : এজেন্ট ৪৭, রাত ৮.৪৫ নো টাইম টু ডাই

গল্প হলেও সত্যি রাত ৯.০০ **কালার্স বাংলা**

দোনো সন্ধে ৬.২২ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

মার্লে অ্যান্ড মি দুপুর ২.০৫ **রমেডি নাউ**

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.২০ ফর্দিনান্দ, ২.০৫ মার্লে অ্যান্ড মি, বিকেল ৪.০০ হোয়াটস ইয়োর নম্বর?, সন্ধে ৭.১৫ গেস হু, রাত ১০.২৫ কারপুল, ১১.৫৫ দ্য ওয়ে ওয়ে ব্যাক

বিগ ক্যাট কান্ট্রি রাত ৮.০০ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরে শুরু হল কীর্তনমেলা। বৃহস্পতিবার। -সূত্রধর

কীর্তন মেলাবে রাশিয়া, ইউক্রেনকে

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : তিন বছর ধরে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলা যুদ্ধের কথা কারও অজানা নয়। যুদ্ধের ময়দানে দু'দেশেরই বহু মানুষ মারা গেলেও কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেননি। এই পরিস্থিতিতে প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরে শিলিগুড়িতে একসঙ্গে গান গাইতে চলেছেন দু'দেশের কীর্তনিয়ারা।

বৃহস্পতিবার থেকে শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরে শুরু হয়েছে এবছরের কীর্তনমেলা। চলবে ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা কীর্তনিয়ারা এই কীর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। বৃহস্পতিবার প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে কীর্তন করেন মায়াপুর ও বৃন্দাবনের কীর্তনিয়ারা। শুক্রবার রাশিয়া ও ইউক্রেন এই দুই দেশের কীর্তনিয়ারা একইসঙ্গে সুর মেলাতে চলেছেন।

রাশিয়া থেকে এসেছেন রাধারমণ দাস, ইউক্রেন থেকে এসেছেন দয়াল গৌরাঙ্গ দাস। ইসকনের জনসংযোগ অধিকর্তা নামকৃষ্ণ দাস বলেন, 'যুদ্ধ ভুলে একই মঞ্চে কীর্তন গাইবে ওঁরা।' নামকৃষ্ণ জানালেন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, মায়াপুর, বৃন্দাবন থেকে প্রায় ৪০ জন কীর্তনিয়া এসেছেন। ২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই কীর্তন চলবে।

কীর্তন মেলা উপলক্ষ্যে কয়েকদিন ধরেই মন্দির চত্বরকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। চম্পাসারি থেকে আসা ভারতী প্রধান বললেন, 'আগের বছরও এসেছিলাম, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তাই এবছরও আর না এসে পারলাম না।' আশিঘরের বাসিন্দা রত্না বণিকের কথায়, 'মন শান্ত হয়ে গেল। প্রতিবছরই যেন এই মেলা হয়।'

TENDER NOTICE

Notice inviting Tender by the undersigned vide NIT No - 10,11,12 & 13 Memo no - 81, 82, 83 & 84/EGP/25, Date - 20/02/25 of Enayetpur Gram Panchayat. For details Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Enayetpur Gram Panchayat
Manikchak Dev. Block, Malda

পূর্ব রেলওয়ে

২০২৫ সালের মার্চ মাসের পূর্ব রেলওয়ের ই-অকশন কর্মসূচী

নং : এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫, তারিখ ১৯.০২.২০২৫। চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/অ্যাডমিন, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ২০২৫ সালের মার্চ মাসের জন্য নিম্নলিখিত ই-অকশন কর্মসূচী আহ্বান করছেন :

ক্রঃ	ডিপো/ডিভিশন	অধিক্ষেত্র	তারিখ			
১.	বেলুড় ডিপো	বেলুড় ডিপো, হাওড়া এবং আসানসোল ডিভিশন	০৫.০৩.২০২৫	১১.০৩.২০২৫	১৯.০৩.২০২৫	২৬.০৩.২০২৫
২.	হালিসহর ডিপো	হালিসহর ডিপো এবং শিয়ালদহ ডিভিশন	০৪.০৩.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫	২৫.০৩.২০২৫
৩.	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো এবং মালদা ডিভিশন	০৬.০৩.২০২৫	১২.০৩.২০২৫	২০.০৩.২০২৫	২৭.০৩.২০২৫
৪.	হাওড়া ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	১২.০৩.২০২৫	১৯.০৩.২০২৫	২৪.০৩.২০২৫	২৭.০৩.২০২৫
৫.	আসানসোল ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	০৬.০৩.২০২৫	১১.০৩.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫	২৫.০৩.২০২৫
৬.	শিয়ালদহ ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	০৪.০৩.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১৭.০৩.২০২৫	২৬.০৩.২০২৫
৭.	মালদা ডিভিশন	মালদা ডিভিশন	০৫.০৩.২০২৫	১২.০৩.২০২৫	১৯.০৩.২০২৫	২৬.০৩.২০২৫

(STORES-79/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা এজেন্সী
National Testing Agency
Excellane in Assessment

(উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রালয়, ভারত সরকার কে অধীন এক স্বায়ত্ত সংগঠন)
(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India)

IIM BODH GAYA
IIM JAMMU

অনলাইন দরখাস্ত ফর্ম জয়েন্ট ইন্টিগ্রেটেড -এতে ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশন টেস্ট ২০২৫

দ্য ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬'এর জন্য আইআইএম বোধ গয়া এবং আইআইএম জম্মুতে ৫ বছরের ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্টে ভর্তির জন্য জেআইপিএমএটি ২০২৫ পরিচালনা করবে।

অনলাইন দরখাস্ত ফর্ম দাখিল	১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে ১০ই মার্চ, ২০২৫ (রাত্রি ১১:৫০ টা পর্যন্ত)
অনলাইন দরখাস্ত শুল্ক দাখিল	১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে ১১ই মার্চ, ২০২৫ (রাত্রি ১১:৫০ টা পর্যন্ত)
বিবরণে সংশোধন	১৩ই মার্চ, ২০২৫ থেকে ১৫ই মার্চ, ২০২৫
পরীক্ষার তারিখ	২৬শে এপ্রিল, ২০২৫ (শনিবার)
পরীক্ষার সময়	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৫.৩০টা পর্যন্ত
পরীক্ষার পদ্ধতি	কম্পিউটার ভিত্তিক টেস্ট (সিবিটি)
পত্র বিন্যাস	মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন

পরীক্ষার সিলেবাস পরিকল্পনা/মেয়াদ/মাধ্যম/পরীক্ষার পাঠ্যসূচি/যোগ্যতার মান, সাময়িক প্রয়োজনে সংস্থার মধ্যে গৃহীত লোকের সংস্থা, আসন সংরক্ষণ, পরীক্ষার শহর, প্রয়োজনীয় তারিখ সমূহ ইত্যাদি ইনফরমেশন বুলেটিনে উল্লেখিত আছে যা https://exams.nta.ac.in/JIPMAT/ এতে দেওয়া আছে। পরীক্ষার শুল্ক অনলাইনে দিতে হবে SBI ও HDFC ব্যাংক Payment Gateway Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI 'এর মাধ্যমে। আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট IIM সমূহের যোগ্যতার মান পরীক্ষা করে নিতে হবে। প্রার্থীদেরকে এনটিএ ওয়েবসাইট https://exams.nta.ac.in/JIPMAT/ এর সংস্পর্শে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রার্থীরা jipmat@nta.ac.in 'এতে লিখতে পারবেন বা NTA 'এতে 011-40759000 'এ ফোন করতে পারবেন।

স্বা/-
ডিরেক্টর (পরীক্ষাসমূহ)

CBC 21354/12/0007/2425

বিক্রয়

ফার্স্ট ফ্লোর, 2 BHK ফ্ল্যাট কিনতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সরাসরি যোগাযোগ করুন 8486492373 এই নম্বরে, দালালের প্রয়োজন নেই। ঠিকানা : শিবমন্দির, মেডিকেল মোড়, শিলিগুড়ি। (C/115073)

●

Flat for Sale. A 3BHK Flat (1350 Sq.Ft.) with Parking Space Opposite of Auxilium School, Siliguri is on Sale. Price Negotiable. Contact : 7384380714, 9434153500.

নিউ বানেশ্বর-গোসাইগাঁও হাট-লুপ লাইনের ৬.১৪৫ টিকেএমের অটোএসডি

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১২১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৮-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ৫২-এপি-I-২০২৪। কাজের নামঃ নিউ বানেশ্বর-গোসাইগাঁও হাট-লুপ লাইনের ৬.১৪৫ টিকেএমের অটোএসডি। টেন্ডার রাশিঃ ১,৬৮,৯৩,০৫৮.১৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৩৪,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১১-০৩-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১১-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সংলগ্ন ভবনে ২ টি যাত্রী এলিভেটরের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/আরই-II/এমএলজি/০৩/২০২৫ তারিখঃ ১৪-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ইএল-সি-ডিওয়াই-সিইই-I-এমএলজি-৮-২৪-২৫। কাজের নামঃ জিএম/সিওএন/এনএফআর পরিসরের সংলগ্ন ভবনে (তিন) (৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ২ টি যাত্রী এলিভেটরের রক্ষণাবেক্ষণ (আনুমানিক ১০৯৫ দিন)। টেন্ডার রাশিঃ ১৩,৩৩,৬৮৯.৫৪/-টাকা। ডাক সুরক্ষা রাশিঃ ২৬,৬০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০৩-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১২-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিইই/সিওএন/এইচকিউ/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে সাংসারিক কাজে 40 উর্ধ্বে মহিলা প্রয়োজন (9 A.M. - 1 P.M.)। বেতন - ৫০০০/-। (M) 8967966908. (C/114873)

জ্যোতিষ

সব তান্ত্রিক বারবার, সুলেমানি তান্ত্রিক কেবলই একবার। 'সেখ নঈম'- প্রেম, বিদ্যা, শিক্ষা, ব্যবসা, বাস্তু, বশীকরণে স্থায়ী সমাধান। শিলিগুড়ি- 23/2, 24/2. M : 9007753711. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমি Jahara Beowa, গ্রাম- লছমনডাবরি, পোস্ট- ময়রাডাঙ্গা, P.S.- Falakata, Dist- Alipurduar, Bank-এর কাগজে ভুল থাকায় 20.02.2025 আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Jahara Beowa এবং Jahara Bibi একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

●

আমার L.R. খতিয়ান নং- 2932, J.L. নং 016, মৌজা- গোপালপুর, আমার এবং স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 20-3-24, সদর, কোচবিহার J.M. 1st Court-এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jharna Barman, W/o. Shiben Barman এবং Minati Barman, W/o Shiben এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। বার কোদালী, কোতোয়ালি, কোচবিহার, W.B. (C/114625)

সভা/সমিতি

আগামী 28/02/25 (শুক্রবার) সকাল 10টায় স্থানীয় 'দেশবন্ধুপাড়া আর্য্য সমিতি'-র (বুট পার্ক) হল ঘরে আমাদের প্রিয় সংগঠনের ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সকল সদস্য/সদস্যাকে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। আপনাদের মুল্যবান উপস্থিতি একান্তই কাম্য। ধন্যবাদান্তে, বিনীত- সাধারণ যুগ্ম সম্পাদক, Siliguri Municipal Corporation Contractor Welfare Association. (C/114871)

সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে ২৫টি এলএইচবি এসি কোচের মিড-লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন

টেন্ডার নং. : এম-২৪৯-আরএসপি-২০২৪-২৫-ডিআরজি-০৫৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নামঃ সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, এন. এফ. রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ে ২৫টি এলএইচবি এসি কোচের মিড-লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ১৮,৫৭,৫৪,৮২১.৬৫ টাকা, বায়নার ধনঃ ১০,৭৮,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম/এনবিকিউএস
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
CHHAAVA
Time : 1.15, 7.15 (2 shows)
SANAM TERI KASAM
Time : 4.15 (one show)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়িতে সামান্য কারণে অশান্তি হতে পারে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **বৃষ :** সমাজে বিশেষভাবে সম্মানিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বজায় থাকবে। **মিথুন :** বেড়াতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। ব্যবসায় গুপ্তশত্রুর কারণে ক্ষতির আশঙ্কা। **কর্কট :** নায্য পাওনা আদায় করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। **সিংহ :** বেসরকারি কোনও সংস্থায় উচ্চপদের চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। **কন্যা :** বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বাড়িতে অপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। **তুলা :** উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রার বাধা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। **বৃশ্চিক :** কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। ব্যবসায় মন্দা কেটে যাবে। **ধনু :** ব্যবসায় টাকা লগ্নি নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। পড়াশোনার ক্ষেত্রে শুভ ভাব বজায় থাকবে। **মকর :** পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা বিবাদ আলোচনার মাধ্যমে কেটে যাবে। সন্ধের পর ভালো খবর পেতে পারেন। **কুম্ভ :** লটারি বা ফাটকায় আজ প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ। লোহা, পিতল ব্যবসায়ীদের উল্লেখযোগ্য দিন। **মীন :** প্রিয়জনদের সঙ্গে সারাদিন খুব আনন্দে কাটবে। মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ২ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৮ ফাগুন, সংবৎ ৮ ফাল্গুন, বদি, ২২ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১১, অঃ ৫।৩১। শুক্রবার, অষ্টমী দিবা ৮।২৮। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ১।০। ব্যাঘাতযোগ দিবা ৯।৩৬। কৌলবকরণ দিবা ৮।২৮ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৯।৬ গতে গরকরণ। বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৮।২৮ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৯।১ গতে ১১।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪১ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে ঈশানেও বায়ুকোণে নিষেধ, দিবা ৮।২৮ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১।০ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১।১২ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৬।৭ গতে উত্তরেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৮।২৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ, দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৮।২৮ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষ দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ৮।১৬ গতে ১০।৩৭ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৪।৫ গতে ৫।৩১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৪।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২৩ মধ্যে ও ৪।১৭ গতে ৬।১০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের শতাধিক ভাষা এখন বিপন্ন

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : ‘বুকের রক্ত মুখে তুলে যারা মরে/ ওপারে ঢাকায় এপারের শিলচরে/ তারা ভালোবাসা-বাংলাভাষার জুড়ি/ উনিশে মে আর একুশে ফেব্রুয়ারি...’ লিখেছিলেন অমিতাভ দাশগুপ্ত। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি এলেই ভাষা নিয়ে লেখা এইসব কবিতা, গান আমাদের আবেগপ্রবণ করে তোলে। বাঙালিদের বাংলা ভাষার প্রতি আরও ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা যেন আরও জাগিয়ে তোলে। অথচ ভাষা দিবসের এই সময় উত্তরবঙ্গেই আজ বিপন্নের পথে শতাধিক ভাষা। টোটো, অসুর সম্প্রদায়ের ভাষা মারাত্মক বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে। মূলত ভাষার আগ্রাসনের জন্যই উত্তরের শতাধিক স্থানীয় ভাষা আজ হারিয়ে যেতে বসছে বলে মত ভাষা বিশেষজ্ঞদের।

আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ বলেন, ‘একটা ভাষা বিপন্ন মানে সেই জাতির সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম সবকিছুতেই আধার নেমে আসা। একদিন ইতিহাসের পাতা থেকে পুরোপুরি মুছে যাওয়া। উত্তরবঙ্গে প্রায় একশোর ওপরে এমন জনজাতির ভাষাই আজ বিপন্নের পথে। তাই ভাষা বিপন্ন মানে জনজাতিরাও বিপন্ন।’

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ সঞ্জয় পালের কথায়, ‘আলিপুরদুয়ার জেলাতেই বেশ কিছু স্থানীয় ভাষা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। ওই ভাষায় কথা বলার পরবর্তী প্রজন্ম পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চারদিক বিচার করে আমরা বিপন্ন ভাষাগুলিকে বাঁচাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সার্টিফিকেট কোর্স চালুর প্রস্তাব দিয়েছি। এতে অন্তত বিপন্ন ভাষাচর্চা বাড়বে, বাঁচবে জনজাতির নিজস্ব ভাষা।’

ক্রমেই হারাচ্ছে

- ধিমাল জনজাতির ভাষা
- কুরুখ ভাষা
- টোটোদের ভাষা
- দোবাশিয়ারাদের ভাষা
- অসুরদের ভাষা

কলকাতায় শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বিটিডব্লিউইউয়ের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতারা।

দ্বন্দ্ব বিটিডব্লিউইউয়ে

শুভেন্দুকে ‘নালিশ’ বিক্ষুব্ধ নেতাদের

সমীর দাস

কালচিনি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ২৩ ফেব্রুয়ারি কালচিনি ব্লকে শুভেন্দু অধিকারীর জনসভা নিয়ে বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যেন কিছুতেই থামছে না। কয়েক দিন আগেই সংগঠনের বিক্ষুব্ধ নেতারা দাবি করেছিলেন বিরোধী দলনেতার জনসভা যদি বিটিডব্লিউইউয়ের ব্যানারে হয় তাহলে তাঁরা আইনের দ্বারস্থ হবেন। এমনকি জনসভায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতারা। সেই বিতর্কে অবশ্য ইতিমধ্যে জল ঢেলেছেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। কয়েকদিন আগেই তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে জনসভা হচ্ছে বিজেপির ব্যানারে। এবারে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতাদের দাবি, জনসভায় সংগঠনের বর্তমান পদাধিকারীদের ছবি ব্যবহার করা যাবে না। বুধবার রাতে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর বেশ কিছু নেতা কলকাতায় শুভেন্দু অধিকারীর বাসভবনে গিয়ে ওই দাবি জানান। পাশাপাশি তাঁরা শুভেন্দুকে বিটিডব্লিউইউয়ের বর্তমান সংগঠনকে ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিরালাল ঝা বলেন, ‘আমরা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে আমাদের দাবিগুলো তুলে ধরেছি। তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন জনসভায় ব্যবহৃত ব্যানারে সংগঠনের পদাধিকারীদের ছবি রাখা হবে না। এছাড়াও তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন আগামী মার্চ মাসে সংগঠনের নতুন কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেবেন।’

এদিকে সংগঠনের বিক্ষুব্ধ নেতাদের দাবিকে খুব বেশি আমল দিতে চাইছেন না সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা। তিনি দাবি করেছেন আসন্ন জনসভা নিয়ে বিভিন্ন চা বাগানে বিজেপি ও বিটিডব্লিউইউয়ের যৌথ ব্যানার নিয়ে আমাদের প্রচার শুরু হয়েছে। তাঁর দাবি, ‘২০১৫ সালে সংগঠন তৈরি হয়েছে। সংগঠনের সমস্ত নথি আমার কাছে রয়েছে। সংগঠনের নিয়ম মেনে চলছি। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে যে কেউ দেখা করতেই পারেন। তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। আমরা চাই জনসভা সফল হোক।’

কয়েক মাস ধরেই সংগঠনের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছে। সেই আগুন ঘি পড়ে যখন শুভেন্দু অধিকারীর জনসভার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। চা বলয়ে জনসভা সফল করতে গেলে চা শ্রমিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেকথা বিজেপি নেতারাও জানেন। তবে বিটিডব্লিউইউয়ের ব্যানারে সভা হলে তার বিরোধিতা করা হবে বলে প্রথম থেকেই দাবি জানাচ্ছেন সংগঠনের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতারা। তাঁদের দাবি সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে যুগল ঝা ও রাজেশ বারলা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের বঞ্চিত করে একতরফাভাবে নতুন কমিটি গঠন করেছে। আবার রাজেশ বারলার পালটা অভিযোগ, ‘বিক্ষুব্ধ কয়েকজন নেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় চা বাগানের শ্রমিকদের গত বছরের পুজোর বোনাস থেকে ৪ শতাংশ আমরা পকেটে পুরেছি বলে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছেন। এর বিরুদ্ধে আমরা আদালতে খুব শীঘ্রই মামলা করব।’ কলকাতায় শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করা নেতাদের মধ্যে ছিলেন সংগঠনের অন্যতম নেতা তৌফিল সোরেং।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

- বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতাদের দাবি, জনসভায় বিটিডব্লিউইউয়ের বর্তমান পদাধিকারীদের ছবি ব্যবহার করা যাবে না
- বুধবার রাতে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন কলকাতায় শুভেন্দু অধিকারীর বাসভবনে গিয়ে ওই দাবি জানান
- পাশাপাশি তাঁরা শুভেন্দুকে বিটিডব্লিউইউয়ের বর্তমান সংগঠনকে ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বসন্তের আগমন।। *ফালাকাটার দুই মাইলে ছবিটি তুলেছেন শুভঙ্কর পরিডা।*

মাধ্যমিকের শেষদিনে অসুস্থ দুই ছাত্রী

আধ ঘণ্টা চিকিৎসার পর পরীক্ষা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিকের শেষদিন পরীক্ষা দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল এক পরীক্ষার্থী। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের ভাটিবাড়ি হাইস্কুলের ঘটনা। ভাটিবাড়ি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী ওই পড়ুয়ার নাম বর্ষা রায়। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের ভাটিবাড়ি হাইস্কুলে তার পরীক্ষার সিট পড়েছিল।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, আধ ঘণ্টা পরীক্ষা দেওয়ার পরই ওই ছাত্রীর প্রচণ্ড পেট ব্যথা শুরু হয়। শিক্ষকরা বুঝতে পেরেই তড়িঘড়ি তাকে ভাটিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।

খবর পেয়ে ছুটে আসেন ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার। তাঁকে সেখানে চিকিৎসা করানোর পর কিছুটা সুস্থবোধ করে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে আবার সেন্টারে এসে পরীক্ষা দেয়। জানা গিয়েছে, বর্ষার বাড়ি ভাটিবাড়ি এলাকায়।

শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় বলেন, ‘শিক্ষক এবং ভাটিবাড়ি থানার ওসি অসুস্থ পরীক্ষার্থীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। মেয়েটি পরীক্ষা দিতে পেরেছে শুনে ভালো লাগছে।’ উত্তর ভাটিবাড়ি গার্লস হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা দেবশ্রী রায় বলেন, ‘মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমরা চিন্তিত ছিলাম। শেষ পর্যন্ত সুস্থবোধ করায় আবার পরীক্ষাকেন্দ্রে এসে পরীক্ষা দিয়েছে। এটাই স্বস্তি।’

হাসপাতালে পুলিশ ও শিক্ষকরা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার কুমারগ্রাম ব্লকের খোয়ারডাঙ্গা জলেশ্বরী হাইস্কুলে রিমা সরকার নামে এক ছাত্রী পরীক্ষা শেষে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ছাত্রীটি খোয়ারডাঙ্গা নিরবালা স্মৃতি গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়া। তার বাড়ি খোয়ারডাঙ্গা বেলতলা এলাকায়। এই অসুস্থতার খবর পাওয়া মাত্রই কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল খোয়ারডাঙ্গা জলেশ্বরী হাইস্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওই সময় ওই স্কুলে এএসআই পঞ্চম রায় কর্মরত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ওসির নির্দেশে স্কুলের কর্মরত শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। স্কুলের কর্মরত শিক্ষকরা তৎপরতার সঙ্গে ওই ছাত্রীকে নিয়ে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই ছাত্রীকে চিকিৎসকরা ছেড়ে দেন। আপাতত ওই ছাত্রী সুস্থ আছে বলে স্কুল সূত্রে খবর।

ওই ছাত্রী গত কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিল বলে জানা যায়। তাই পরীক্ষার দিন সকালে কিছু খেয়ে আসেনি। এতেই ঘটে বিপত্তি। পুলিশকর্মীরা লক্ষ করেন, পরীক্ষা শেষে ওই ছাত্রীর মাথা ঘুরছিল ও সে অসুস্থবোধ করছিল। তখনই খবর দেওয়া হয় শিক্ষকদের। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছাত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে এবং খবর দেওয়া হয় তার পরিবারে।

ছাত্রীর অসুস্থতার খবর পেয়ে খোয়ারডাঙ্গা হাইস্কুলের শিক্ষক সত্যব্রত কর বলেন, ‘আমরা জানতে পারি ছাত্রীটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার জন্য ছাত্রীটিকে আমরা কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাই। ছাত্রীটি আপাতত সুস্থ আছে।’ অসুস্থ ছাত্রীর বাবা রাজকুমার সরকার জানান, কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি ও খোয়ারডাঙ্গার জলেশ্বরী হাইস্কুলের শিক্ষকরা তৎপরতার সঙ্গে মেয়ের সহযোগিতা করেছেন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। এবিষয়ে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি বললেন, ‘আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি, মেয়েটি আপাতত সুস্থ আছে জানতে পেরে ভালো লাগছে।’

চিকিৎসার জন্য ছাত্রীটিকে আমরা কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাই। ছাত্রীটি আপাতত সুস্থ আছে।

- সত্যব্রত কর শিক্ষক খোয়ারডাঙ্গা হাইস্কুল

আগাম জামিনের আবেদন খারিজ

জয়গাঁ ও জলপাইগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আর্থিক তছরুপের ঘটনায় অভিযুক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পার্থসারথি দাসকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার দ্বারস্থ হয়েছিলেন হাইকোর্টের। তিনি আবার পালটা অভিযোগ করেছিলেন জেডিএ চেয়ারম্যান ও জেলা শাসকের বিরুদ্ধে। আবেদন জানিয়েছিলেন আগাম জামিনের। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি ডিভিশন বেঞ্চ তা খারিজ করে। তদন্তে পুলিশকে সাহায্য না করলে ‘অ্যান্টি করাপশন সেকশন’ কার্যকর হবে তাঁর বিরুদ্ধে বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চ এই জামিনের আবেদন খারিজ করেন।

তার বিরুদ্ধে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত বেশ কয়েক বছর আগেই। ২০২১-’২২ এবং ২০২২-’২৩ আর্থিক বছরে ২৮টি কাজের বরাত অনৈতিকভাবে পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। পাশাপাশি নিয়মবহির্ভূতভাবে টেন্ডার ছাড়াই নিজের স্ত্রীর নামে ৫ লক্ষ টাকার মশারি সরবরাহ করার কাজের বরাত দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল সহকারী ওই বাস্তুকারের বিরুদ্ধে। গত বছর ডিসেম্বর মাসে বিষয়টি নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসে জেডিএ।

জেডিএ দুর্নীতি

- জেডিএ’র আর্থিক তছরুপ কান্ডে অভিযুক্ত সহকারী বাস্তুকার পার্থসারথি দাসের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল সার্কিট বেঞ্চ
- তাছাড়া তদন্তে পুলিশকে সাহায্য না করলে তাঁর বিরুদ্ধে অ্যান্টি করাপশন সেকশন কার্যকর হবে
- টেন্ডার ছাড়া একাধিক কাজ এবং ফাইল লুকিয়ে রাখার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে

জানা গিয়েছে, এই আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি নজরে আসতেই সেই সময় জেডিএ’র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা আলিপুরদুয়ার জেলা শাসকের নজরে এনেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের তরফে যেমন তদন্ত শুরু হয়, একইভাবে জেডিএ’র এক কার্যনির্বাহী আধিকারিক আলিপুরদুয়ার থানায় পার্থর আর্থিক অনিয়ম নিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে সরকারি আইনজীবী ছিলেন অদিতিশংকর চক্রবর্তী এবং অনিরুদ্ধ বিশ্বাস। অদিতিশংকর চক্রবর্তী বলেন, ‘এই মামলায় পুলিশের তদন্তে তিনি কোনওভাবে সহযোগিতা করছেন না। তিনি হাইকোর্টের কাছে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।’ এই প্রসঙ্গে পার্থসারথি দাসের আইনজীবী শুভম ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কিছু বলতে চাননি।

সাসপেন্ড করার আগে পার্থসারথি দাসকে বলা হয়েছিল তাঁর কাজ যেন তিনি অন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু তিনি তা না করে সব ফাইল লুকিয়ে নিয়ে যান বলে অভিযোগ গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার। মোট ২০টির মতো ফাইল এবং প্রচুর সফট কপি উধাও। কম্পিউটার ঘেঁটেও সেগুলি মেলেনি। গঙ্গাপ্রসাদ বলেন, ‘হাইকোর্ট মামলা পুরো জেনে যা রায় দেওয়ার দিয়েছে।’

গ্রেপ্তার মদ পাচারকারী

কুমারগ্রাম, ২০ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ইন্দো-ভুটান সীমান্তের কালিখোলা লাগোয়া কুমারগ্রাম বিটের জঙ্গলে যৌথ অভিযান চালিয়ে বড়সড়ো সাফল্য পেল আবগারি দপ্তর। জঙ্গল পথে ভুটানি মদ পাচার হচ্ছে শুনে সীমান্তে মোতায়েন ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের এসএসবি জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে দ্রুত তল্লাশি অভিযান শুরু করেন কুমারগ্রাম সার্কেলের আবগারি বিভাগের আধিকারিকরা। জঙ্গলপথে ভারী বুটের আওয়াজ পেয়ে সচেতন হয়ে যায় পাচারকারীরা। গ্রেপ্তারি এড়াতে ভুটানি মদ সহ সাইকেল ফেলে দিয়ে পালাতে শুরু করে পাচারকারীরা। ৬ জন পালিয়ে গেলেও পিছুধাওয়া করে একজনকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন আধিকারিকরা। ধৃত অমল মঙ্গর কুমারগ্রাম বনবস্তির বাসিন্দা। রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এরাজ্যে ভুটানি মদ পাচারের দায়ে ধৃত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে জেলা আদালতে পাঠিয়েছে আবগারি বিভাগ। ১০ কার্টন বিলিতি মদ এবং ২২ কার্টন বিয়ার উদ্ধারের পাশাপাশি ৭টি পুরোনো সাইকেল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রীর আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ লক্ষেরও বেশি।

বেঙ্গালুরু থেকে উদ্ধার যুগল

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে বেঙ্গালুরু থেকে প্রেমিক যুগলকে উদ্ধার করল আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। গত বছর মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছিল সূর্যনগর এলাকার এক পরিবার। এতদিন কেটে গেলেও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত সামাজিক মাধ্যমে প্রেম করে ঘর ছাড়ার অভিযোগ সামনে আসে। জামালদহ এলাকার এক তরুণের সঙ্গে বেঙ্গালুরু চলে যান আলিপুরদুয়ার শহরের সেই তরুণী। দুই পরিবারের অবশ্য দাবি, ওই দুজন এখন প্রাপ্তবয়স্ক। তাই দুই পরিবারের তরফে সামাজিকভাবে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণকে বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হয়। তরুণীকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় শারীরিক পরীক্ষার জন্য। আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রেমিক যুগলকে পরিবারের হাতে তুলে দিতে চাইছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা আলম হোসেন - কে 17.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99J 43570 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সম্পূর্ণরূপে ডিয়ার লটারিকে বিশ্বাস করি কারণ এটি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি দ্বারা পরিচালিত হয়, যা কোনও ব্যাতিক্রম ছাড়া সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চলে। লাইভ ড্রও সরাসরি দেখানো হয়। আমরা ডিয়ার লটারির স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারি। আমাদের আশেপাশে আমি অনেক ডিয়ার লটারির প্রথম পুরস্কার বিজেতাকে দেখতে পাই । আমি সবাইকে ডিয়ার লটারির টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে বলবো।"

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মালদা ডিভিসনে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের ব্যবস্থার জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর-জামালপুর শাখায় ০৩টি স্থানে তথা নাথনগর-আকবরনগর শাখায় লেভেল ক্রশিং গেট নং ২এ, আকবরনগর-সুলতানগঞ্জ শাখায় লেভেল ক্রশিং গেট নং ০৭ এবং সুলতানগঞ্জ-কল্যাণপুর রোড শাখায় লেভেল ক্রশিং গেট নং ১১-তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের ব্যবস্থা করার জন্য, ২৩.০২.২০২৫ তারিখে নাথনগর-আকবরনগর ও আকবরনগর-সুলতানগঞ্জ শাখায় সকাল ৯টা ১৫ থেকে বিকেল ৩টে ১৫ পর্যন্ত এবং সুলতানগঞ্জ-কল্যাণপুর রোড শাখায় সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি ২৩.০২.২০২৫ তারিখে নিম্নোক্তমতো নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ

● **বাতিল (২৩.০২.২০২৫) ঃ** ৬৩৪২৩ জামালপুর-কিউল প্যাসেঞ্জার এবং ৬৩৪২৪ কিউল-জামালপুর প্যাসেঞ্জার, ৭৩৪৩০ জামালপুর-ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার এবং ৭৩৪২৯ ভাগলপুর-জামালপুর প্যাসেঞ্জার। ● **পথ পরিবর্তন ঃ** ১৩৩৩৪ পাটনা-দুমকা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) কিউল-ঝাঝা-জসিডি-দুমকা হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে। ● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু ঃ** ১৩৪০৯ মালদা টাউন-কিউল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ভাগলপুরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ১৩৪১০ কিউল-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ভাগলপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে, ১৩২৪২ রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল-বাঁকা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০২.২০২৫) কিউল-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ১৩২৪১ বাঁকা-রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) কিউল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে, ৬৩৪৩১/৬৩৪৩২ সাহেবগঞ্জ-জামালপুর-সাহেবগঞ্জ এমইএমইউ (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ভাগলপুরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/ভাগলপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ● **পুনর্নির্ধারণ ঃ** ১২৩৬৭ ভাগলপুর-আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ভাগলপুর থেকে ৩ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং ১৩৪১৯ ভাগলপুর-মুজফ্ফরপুর জনসেবা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ১৫.২০ ঘ.তে পুনর্নির্ধারিত হবে। ● **নিয়ন্ত্রণ ঃ** ১৩৪২৪ আজমের-ভাগলপুর এক্সপ্রেস যেটি ২৩.০২.২০২৫ তারিখে ভাগলপুরে পৌঁছাবে পথিমধ্যে ৯০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জাতীয় স্তরে নেটবল খেলবে পলাশবাড়ির ১০

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক শেষ হতেই রাজ্য দলের হয়ে জাতীয় স্তরের নেটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে হরিয়ানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল পলাশবাড়ির দশ পড়ুয়া। তাদের মধ্যে সাতজনই মাধ্যমিকে বসেছিল। জাতীয় স্তরে ফার্স্ট জুনিয়ার ন্যাশনাল মিক্সড নেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ, ফার্স্ট ফাইভ জুনিয়ার ন্যাশনাল নেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ও ৩৭তম জুনিয়ার ন্যাশনাল নেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ- এই তিন প্রকারের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়েছে দশজন। নেটবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত সব স্তরের জাতীয় প্রতিযোগিতা আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে হরিয়ানায় শুরু হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা নেটবল অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা যায়, নেটবলের মিক্সড খেলায় ছেলেমেয়ে একইসঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারে। আর এই খেলায় খেলোয়াড়ের সংখ্যাও কম। স্বাভাবিক নেটবলের ক্ষেত্রে একটি দলে খেলোয়াড় থাকে ১২ জন। তারমধ্যে খেলে ৭ জন। মিক্সড খেলায় এক দলে খেলোয়াড় থাকে ১০ জন। খেলে পাঁচজন। রাজ্য দলের হয়ে জাতীয় স্তরে খেলার জন্য মিক্সড নেটবলে পলাশবাড়ির রুপালি বর্মন, পায়েল বর্মন ও মৌসুমি বর্মন সুযোগ পেয়েছে। তিনজনই শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। আবার মিক্সড দলে ছেলেদের মধ্যে পলাশবাড়ির সুযোগ পেয়েছে অভীক বর্মন ও পবন বর্মন। শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের অভীক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। আর পবন একই স্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া।

আবার ফার্স্ট ফাইভ জুনিয়ার ন্যাশনাল নেটবলেও রাজ্য দলের হয়ে খেলবে পলাশবাড়ির দশজন। এক্ষেত্রে ছেলেদের দলে অভীক, পবন ছাড়াও সুযোগ পেয়েছে অসীম সরকার, রকি বৈদ্য, কুশল বর্মন। অসীম ফালাকাটা কলেজের পড়ুয়া। বাকি দুজন শিলবাড়িহাট হাইস্কুলে পড়ে। রকি একাদশ শ্রেণির ছাত্র। আর কুশল এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মেয়েদের দলে রুপালি, পায়েল, মৌসুমি ছাড়াও খেলবে বর্ণালি বর্মন ও ভূমিকা ওরাওঁ। বর্ণালি ফালাকাটা কলেজ পড়ুয়া। এছাড়া ৩৭তম জুনিয়ার ন্যাশনাল নেটবলেও পলাশবাড়ির ওই পাঁচ ছেলে রাজ্য ছেলেদের দলের হয়ে খেলবে। আবার রাজ্য মেয়েদের দলের হয়েও খেলবে পলাশবাড়ির ওই পাঁচ ছাত্রী।

মাধ্যমিক দিয়েই হরিয়ানার পথে রওনা। বৃহস্পতিবার। - সংবাদচিত্র

জেলা নেটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জীবন সরকারের কথায়, ‘স্বাভাবিক ক্ষেত্রে রাজ্য টিমে ১২ জন থাকবে। তারমধ্যে পলাশবাড়িরই পাঁচজন। বাকি ৭ জন রাজ্যের অন্য জেলার। আবার মিক্সডের ক্ষেত্রেও পলাশবাড়ির খেলোয়াড়ের সংখ্যাই বেশি। এখানকার ১০ জনের মধ্যে ৭ জনই এদিন মাধ্যমিক শেষ করে হরিয়ানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।’ পলাশবাড়িতে নিখরচায় নেটবলের কোচিং দিচ্ছেন কোচ সরোজকুমার বসু। তিনি বলেন, ‘এবারই প্রথম পলাশবাড়ির পড়ুয়ারা জাতীয় স্তরে তিন প্রকারের নেটবল খেলতে যাচ্ছে। সকলে ভালোভাবেই খেলবে।’

টুকরো খবর

প্রশিক্ষণ

সোনাপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও অফিসে শেষ হল মৎস্যজীবীদের তিনদিনের প্রশিক্ষণ শিবির। ১৮ ফেব্রুয়ারি শিবির শুরু হয়েছিল। শিবিরে মাছ চাষ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় শেখানো হয়। ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৩০ জন মৎসজীবী প্রশিক্ষণে শামিল হন। বৃহস্পতিবার প্রশিক্ষণ শেষে সকলকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পীযূষকান্তি রায়।

শ্মশানের দাবি

সোনাপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতার পাকরিতলা এলাকায় শ্মশানঘাট নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিন। সেই দাবি আজও পূরণ হয়নি। বাসিন্দাদের সমস্যার কথা বৃহস্পতিবার 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'র নম্বরে ফোন করে জানালেন এলাকার তরুণ বিদ্যুৎ দাস। বিষয়টি নির্দিষ্ট দপ্তরে জানানো হবে বলে তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বিবাদ রুখতে

সোনাপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : বুধবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতা হাইস্কুলে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে সোনাপুর বিকে হাইস্কুল ও রবিকান্ত হাইস্কুলের কিছু ছাত্র। বৃহস্পতিবার শেষ পরীক্ষার দিনও তাদের মধ্যে বিবাদের সম্ভাবনা ছিল। অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে এদিন আলিপুরদুয়ার থানা থেকে একটি পুলিশভ্যান এসেছিল পরীক্ষাকেন্দ্রে। পরীক্ষা শেষে দুই স্কুলের ছাত্রদের দ্রুত বাড়ি পাঠানো হয়। দুই স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকও পরীক্ষাকেন্দ্রে হাজির হয়েছিলেন।

প্রয়াণ

শালকুমারহাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : শালকুমারহাটের সমাজকর্মী জ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল প্রয়াত। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। বুধবার রাতে নিজের বাড়িতেই প্রয়াত হন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি শালকুমারহাট হাইস্কুল পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক। এছাড়া শালকুমারহাট নাগরিক মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায়মঞ্চের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

নতুন কমিটি

হাসিমারা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার পুরোনো হাসিমারা ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় একটি ক্লাব ভবনে। সেখানে সংগঠনের পুরোনো কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কালচিনি ব্লক চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক রাকেশ পান্ডে।

সংবর্ধনা

কুমারগ্রাম, ২০ ফেব্রুয়ারি : কুমারগ্রাম অঞ্চল কমিটির তরফে বৃহস্পতিবার বিজেপির কুমারগ্রাম বিধানসভার ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি নলিত দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। এই উপলক্ষ্যে কুমারগ্রামে দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বুথ, শক্তিকেন্দ্র, অঞ্চল নেতৃত্ব ও দলের টিকিটে জয়ী পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিরা।

শিবচতুর্দশীতে এমন ছবি এবারও চোখে পড়বে ছোট মহাকালে।

শিবচতুর্দশীতে বাড়তি নিরাপত্তা মহাকালে

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে জয়ন্তী মহাকালে পর্যটকদের নিরাপত্তা দিতে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ ও প্রশাসন বিপর্যয় মোকাবিলা দলের ৫০ জন প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করবে। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, জেলা শাসক ডঃ আর বিমলা, জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী সহ অন্য আধিকারিকরা জয়ন্তীর ছোট মহাকাল পরিদর্শন করেন। এই প্রথম জয়ন্তী থেকে নদীপথে পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে জেলা পরিষদ রাস্তা তৈরি করে দেবে। একটি হেল্প ডেস্ক থাকবে। সেখানে স্যাটেলাইট ফোন রাখা হবে। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব বলেন, 'এই প্রথম জেলা পরিষদের তরফে জয়ন্তী ছোট মহাকাল এলাকায় ৫০ জনের একটি বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যদের নিয়োগ করব। যাতে পুণ্যার্থীরা কোনও বিপদে না পড়েন। ওই বিপর্যয় মোকাবিলা দলের হাতে স্যাটেলাইট ফোন, দড়ি ও সিঁড়ি সহ অন্য সামগ্রী থাকবে। যাতে পাহাড় থেকে ওঠানামার সময় কেউ সমস্যায় পড়লে দ্রুত তাঁকে নীচে নামিয়ে আনা যায়।' স্নিগ্ধার সংযোজন, 'এই প্রথম নদীপথে সাত কিলোমিটার রাস্তা নির্মিত হবে। যা আগে কখনও জেলা পরিষদ করেনি। আগে জয়ন্তী মহাকালে পৌঁছাতে স্থানীয় বাসিন্দা এবং ভাণ্ডারার সদস্যরা এই সাত কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতেন। ফলে সেই অর্থে রাস্তা ঠিকমতো তৈরি সম্ভব হত না। নদীপথে বেশিরভাগ পুণ্যার্থীকে পদে পদে হোঁচট খেতে হত। এবার সেই সমস্যা থেকে তাঁরা মুক্তি পাবেন।'

জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের উদ্যোগে জয়ন্তীতে প্রথম মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি হাতের কাজের কয়েকটি স্টল বসবে। পুণ্যার্থীদের জন্য ২৪ ঘণ্টা অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা এবং হেলথ সেন্টার চালু করা হবে। অসুস্থ পুণ্যার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর চারটি স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করছে। এদিন ছোট মহাকালের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি ভাণ্ডারায় দুটি করে বড় ডাস্টবিন দেওয়া হবে। যাতে বক্সার কোর জঙ্গলের ওই এলাকায় প্লাস্টিকজাত দূষণ কিংবা আবর্জনা ছড়িয়ে পরিবেশ নষ্ট না হয়। সেদিকেও জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদ নজর রাখবে। অন্য বছর শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে জঙ্গল ও পাহাড়ি পথে মহাকাল পৌঁছাতে পর্যাপ্ত আলোর অভাবে ভক্তরা নানা ধরনের সমস্যায় পড়ত। তাই এবছর প্রশাসন ও জেলা পরিষদ সেই অসুবিধা দূর করতে উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের তরফে জয়ন্তীতে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। গত বারের তুলনায় এবছর সিভিক ও পুলিশ মিলিয়ে অন্তত শ-খানেক কর্মী বাড়ানো হবে।

উদ্যোগ

- পর্যটকদের নিরাপত্তা দিতে জেলা পরিষদ ও প্রশাসন বিপর্যয় মোকাবিলা দলের ৫০ জন প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করবে
- এই প্রথম জয়ন্তী থেকে নদীপথে পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে রাস্তা তৈরি হবে
- একটি হেল্প ডেস্ক থাকবে। সেখানে স্যাটেলাইট ফোন রাখা হবে

আয় তবে সহচরী

কোচবিহারে তোর্ষা নদীতে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

সাড়ে তিন ঘণ্টা সড়ক অবরোধ

মেজবিলে ধুলোর ঝড়ে অতিষ্ঠ জনজীবন, ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে যা হয়। বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ কেন্দ্রে পৌঁছাতেই পথে নামেন এলাকাবাসী। দীর্ঘদিন ধরে নির্মীয়মাণ মহাসড়কে ধুলোর কারণে নাজেহাল জনসাধারণ। পরীক্ষার্থীদেরও সমস্যা হচ্ছিল। তাই এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ মেজবিলে পথ অবরোধ শুরু করেন স্থানীয়রা। সেই অবরোধ চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আটকে যায় প্রচুর ডাম্পার, ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাস। ভোগান্তিতে পড়েন দূরের যাত্রীরা। তবে স্থানীয়রা এতটাই ক্ষিপ্ত ছিলেন যে অবরোধস্থলে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ এলেও কেউ আন্দোলন থেকে সরেননি। আড়াইটা নাগাদ সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি এসে জল ছেটানোর আশ্বাস দেন। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাংকার দিয়ে জল দেওয়া শুরু হলে অবরোধ ওঠে।

মহাসড়কের প্রোজেক্ট ইনচার্জ বিবেক কুমারের অবশ্য সাফাই, 'ধাপে ধাপে সব জায়গায় ধুলো রুখতে নিয়মিত জল ছেটানো হয়। মেজবিল এলাকাতেও জল দেওয়া হয় অবরোধ ওঠার পর।' তবে যেহেতু এত বড় একটি রাস্তায় নির্মাণের কাজ চলছে তাই কখনও কিছুটা ধুলোর সমস্যা হবে বলেই তিনি জানিয়েছেন।

তবে বেশ কয়েকদিন ধরেই মেজবিলে ধুলোর জন্য আন্দোলনে নামার কথা ভাবছিলেন স্থানীয়রা। কিন্তু মাধ্যমিক চলায় তা হয়নি। আবার আন্দোলনের আঁচ পেয়ে গত মঙ্গলবার রাতে তড়িঘড়ি একবার ট্যাংকার দিয়ে মেজবিল থেকে শিশাগোড় পর্যন্ত রাস্তায় জল ছিটানো হয়। কিন্তু বুধবার বিকেল বা সন্ধ্যায় জল দেওয়া হয়নি। এদিন সকালের দিকে বইতে থাকে ঝোড়ো হাওয়া। ডাম্পার ও যাত্রীবাহী বাস চললেই যেন বেশি করে ধুলো উড়তে থাকে।

স্থানীয় তপনকুমার বর্মনের কথায়, 'শিশাগোড় থেকে মেজবিল হয়ে নিউ পলাশবাড়ি পর্যন্ত রাস্তার অপরিকল্পিতভাবে কাজ চলছে। এক মাস আগে এই এলাকায় রাস্তার দু'পাশে ডাম্পারে করে মাটি ফেলে স্তূপাকারে রাখা হয়। তারপর আর কাজও হচ্ছে না, মেশিনও দেখা যাচ্ছে না। আর দু'পাশের স্তূপ থেকে মাটি সরে মূল রাস্তায় নেমে পড়ছে। এভাবে মূল রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ধুলোর সমস্যাও বাড়ছে।' অবিনাশ বর্মন নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, 'দ্রুত শেষ হোক মহাসড়কের কাজ, এটা আমরাও চাই। কারণ, এই নরকযন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু মেজবিলে মাটি ফেলে রেখে কাজ এগোচ্ছে না। আর দু'পাশে মাটি ফেলে রাখারও কোনও মানেই হয় না। আগে এক পাশে কাজ করলে এতটা সমস্যা হত না।' এসব কারণেই এদিনের পথ অবরোধ বলে সঞ্জীব দে, পরেশচন্দ্র বর্মন, সহদেব বর্মনরা জানান।

এদিনের অবরোধে আটকে পড়েন বারবিশার পার্থ সাহা। তিনি ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক। বলেন, 'ধুলো যে ওড়ে তা তো রোজই দেখি। তবে অবরোধের জন্য পরে এক কিমি রাস্তা হেঁটে এসে ছোট গাড়িতে চেপে ফালাকাটায় পৌঁছাই।' এদিনের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন শিশাগোড়ের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাবা বিশ্বনাথ দাস। তিনি বলেন, 'মেয়েকে বাইকে নিয়ে মহাসড়ক দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়াই যেত না। অনেকটা ঘুরপথে যাতায়াত করেছি। তাই এদিন অবরোধ করায় ভালোই হয়েছে। কারণ সড়ক কর্তৃপক্ষ নিয়মিত ধুলো রুখতে জল দেয় না।'

দাবি উঠছে

- ডাম্পার কিংবা বাস চললে ধুলো ওড়ে
- সেই ধুলোর আস্তরণে নষ্ট হয় দোকানের জিনিসপত্র, সমস্যা হচ্ছে যাতায়াতেও
- তাই একাধিক দাবি রেখেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা
- রোজ একাধিকবার রাস্তায় জল দিতে হবে
- যাতায়াতের মূল রাস্তা ঠিক রাখতে হবে

রাস্তায় ধুলোর প্রতিবাদে মেজবিলে অবরোধ। বৃহস্পতিবার।

মেজবিলের রাস্তায় ধুলোর আস্তরণ।

মরাতোর্ষা নদীর সেতুটি বছর দশেক ধরে বেহাল। মেরামত চান বাসিন্দারা।

পাঁচ মাইলে বিপজ্জনক মরাতোর্ষার সেতু

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২০ ফেব্রুয়ারি : রাঙ্গালিবাজনা-ফালাকাটা রোডে মরাতোর্ষা নদীর সেতুটি বছর দশেক ধরে বেহাল। ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও এবং ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায় অবস্থিত সেতুটির রেলিং বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। মাঝে মাঝেই ঘটছে দুর্ঘটনা। সেতু থেকে নদীতে একাধিকবার যানবাহন পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে, জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। অথচ সেতু পুনর্নির্মাণ তো দূরের কথা, রেলিং মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেই। এনিয়ে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। অবশ্য ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস বলছেন, 'বহু বছরের পুরোনো সেতুটি ভেঙে নতুন সেতু তৈরি করা দরকার। এনিয়ে ব্লক প্রশাসনে কথা বলেছি। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসনেও জানাব। পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব না হলে অন্তত সেতুটি সংস্কারে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

ব্লক সদর ফালাকাটায় যেতে ওই সেতু পেরোতে হয় দেওগাঁওয়ের সিংহভাগ বাসিন্দাকে। আবার মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি থেকে ওই রাস্তা দিয়ে ফালাকাটা শহর পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ম্যাক্সিক্যাব, অটো চলে। শিশুবাড়ির বাসিন্দারাও ওই সেতু পেরিয়ে ফালাকাটা যাতায়াত করেন।

আবার ময়রাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দারা সেতু পেরিয়ে বেলতলি হয়ে জটেশ্বরে যান। ফলে ওই রাস্তায় প্রচুর ট্রাক, ছোট গাড়ি চলাচল করে। সব মিলিয়ে কমবেশি ৫০ হাজার মানুষ নির্ভরশীল সেতুটির ওপর।

পশ্চিম দেওগাঁওয়ের বাসিন্দা শিক্ষক পলাশ এলাহি বলছেন, 'এলাকার প্রচুর স্কুল পড়ুয়া সেতুটি পারাপার করে। রেলিং ভেঙে যাওয়ায় যে কোনও সময় পড়ুয়াদের দুর্ঘটনায় পড়ার আশঙ্কা থাকে। অন্তত পক্ষে সেতুর ভাঙা রেলিংগুলি পুনর্নির্মাণ করা দরকার।'

একসময় মরাতোর্ষার ওপর কাঠের একটি সেতু ছিল। তিন দশকেরও আগে পাকা সেতুটি তৈরি করা হয়। ১৯৯৮ সালে রাস্তাটি পাকা করা হয়। এরপর যানবাহনের চাপ বাড়ে ওই রাস্তায়। গাড়ির ধাক্কা এবং পুরোনো হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন সময় রেলিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া রেলিং ভেঙে লোহার রড চুরির ঘটনাও ঘটেছে প্রচুর। ফলে বিভিন্ন অংশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে রেলিং।

১৯৯৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের তৎকালীন স্থানীয় সদস্যা শেফালি বর্মন বেশ কয়েকবার সেতুটি মেরামতের আশ্বাস দিলেও পদক্ষেপ করেননি। জেলা পরিষদের বর্তমান সদস্যা তনুশ্রী রায় বলছেন, 'সেতুটি মেরামত করা অত্যন্ত জরুরি। বিষয়টি জেলা পরিষদের নিবাহী বাস্তুকারকে জানানো হয়েছে। এছাড়া সেতু পুনর্নির্মাণে দিদিকে বলো-তেও আবেদন করা হয়েছে।'

কড়া নজরদারির আশ্বাস

লোকালয়ে বন্যপ্রাণীর হানা কমায় স্বস্তি

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২০ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিকের জন্য জঙ্গল ও গ্রামের সীমানায় কড়া নজরদারি ছিল বন দপ্তরের। বিভিন্ন গ্রামে যৌথ বন পরিচালন কমিটির প্রতিনিধিরাও সতর্ক থাকছেন। আবার গত এক সপ্তাহ ধরে রাতে তেমন ঘন কুয়াশাও পড়ছে না। ঠান্ডাও তুলনামূলক কম। এজন্য গত কয়েকদিন ধরে স্বস্তিতে বন লাগোয়া গ্রামবাসী। কারণ গত এক সপ্তাহে রাইচেঙ্গা, পারপাতলাখাওয়া, যোগেন্দ্রনগরের মতো গ্রামগুলিতে সেভাবে হাতি ও বাইসন ঢোকেনি। তাই মাধ্যমিকের পরও একইভাবে বন দপ্তর যাতে নজরদারি জারি রাখে সেই দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী। বন দপ্তরের আশ্বাস, নজরদারি একইভাবে চলবে।

গ্রামবাসীর মুখে শোনা গেল, এবার শীতকালে সবচেয়ে বেশি হাতি, বাইসন বের হয় লোকালয়ে। গত দু'মাসে ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের একাধিক গ্রামে বন্যপ্রাণীর হানা ঘটে। গত ১০ ডিসেম্বর ফালাকাটা বংশীধরপুর হয়ে পারপাতলাখাওয়া গ্রামে একদল হাতি তাণ্ডব চালায়। সেই রাতে পারপাতলাখাওয়া গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা নিমাই সরকার ঘর থেকে পালিয়ে কাঁঠাল গাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নিমাই বলেন, 'আগে কখনও আমাদের বাড়িতে হাতি ঢোকেনি। এবারই প্রথম হাতির হানায় এতটা ক্ষতি হয়।' তারপর দেড় মাস আগে রাইচেঙ্গা গ্রামে হাতির দল চলে আসে। সেখানে অনেকের আলুখেত তছনছ করে। গত ১৮ জানুয়ারি দুটি হাতি চলে যায় ফালাকাটার গুয়াবরনগর ও জটেশ্বর এলাকায়। সেখানেও ঘরবাড়ি ও জমির ফসলের ক্ষতি হয়। গত ২৩ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি, বালাসুন্দর, গুদামটারি গ্রামে দাপিয়ে বেড়ায় জোড়া বাইসন। প্রায় তিনদিন ওইসব এলাকায় তাণ্ডব চালায় বাইসন। পরে একটি বাইসন জঙ্গলমুখী হয়। আরেকটি বাইসনকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে বন দপ্তর। গত ২৮ জানুয়ারি রাইচেঙ্গা ও পারপাতলাখাওয়া গ্রামে ফের তিনটি হাতি হামলা চালায়। দু'দিন পর ওই দুই গ্রামে ফের হাতি ও বাইসন চলে আসে। তখনও অনেকের সবজিখেতের ক্ষতি হয়।

৬ ফেব্রুয়ারি শালকুমারহাটের প্রধানপাড়ায় চলে আসে চিতাবাঘ। দশদিন পর সেটি খাঁচাবন্দি হয়। এদিকে ৭ ফেব্রুয়ারি পারপাতলাখাওয়া গ্রামে অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ দেখে আতঙ্ক ছড়ায়। মাধ্যমিকের আগের দিন ফালাকাটার বংশীধরপুরে দাপিয়ে বেড়ায় একটি বাইসন। ১১ ফেব্রুয়ারি যোগেন্দ্রনগর গ্রামে তিনটি হাতি হামলা চালায়। ১২ ফেব্রুয়ারি শালকুমারহাটের কলাবাড়িয়ায় বের হয় একটি বাইসন।

তবে পরীক্ষা চলাকালীন বন দপ্তর কড়া নজরদারি চালায়। সেজন্য গত এক সপ্তাহ ধরে এইসব গ্রামে আর বন্যপ্রাণীর হানা সেভাবে ঘটছে না। রাইচেঙ্গার বাসিন্দা কমল শিকদারের কথায়, 'এখন জমিতে ভুট্টা। গত এক সপ্তাহ ধরে সেভাবে হাতি, বাইসন আসছে না। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বন দপ্তর নজরদারি চালাচ্ছে। সেজন্যই হয়তো আমরা চিন্তামুক্ত আছি।' তবে পরীক্ষার পরেও যাতে একইরকমের নজরদারি চলে। সেই দাবি করেন পারপাতলাখাওয়া গ্রামের বিমল সরকার, গোবিন্দ সরকারদের মতো অনেকেই। তবে বন দপ্তর বলছে, এবারের শীতে ঘন কুয়াশার কারণে বন্যপ্রাণীরা পথ ভুলে গ্রামে ঢুকে পড়ে। এখন কুয়াশা সেরকম হচ্ছে না।

জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, 'এই গ্রামগুলিতে এখন বন্যপ্রাণী ঢুকছে না। কুয়াশা কমেছে। নজরদারিও চলছে।' মাধ্যমিকের পরেও একইভাবে নজরদারি চলবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

একের পর এক

- ২৮ জানুয়ারি রাইচেঙ্গা ও পারপাতলাখাওয়া গ্রামে ফের তিনটি হাতি হামলা চালায়
- ৬ ফেব্রুয়ারি শালকুমারহাটের প্রধানপাড়ায় চলে আসে চিতাবাঘ
- মাধ্যমিকের আগের দিন ফালাকাটার বংশীধরপুরে দাপিয়ে বেড়ায় একটি বাইসন
- ১১ ফেব্রুয়ারি যোগেন্দ্রনগর গ্রামে তিনটি হাতি হামলা চালায়
- ১২ ফেব্রুয়ারি শালকুমারহাটের কলাবাড়িয়ায় বের হয় একটি বাইসন

শব্দহীন দাম্পত্যে ভালোবাসার শব্দ

না বলা কথায় সব কথাই বুঝিয়ে দেন সুকুমার-মামণি। দুজনেই জন্ম থেকে বধির। কথাও বলতে পারেন না। তবে কারও কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতেন না। স্বামী, স্ত্রী দুজনে মিলেই পরিশ্রম করেন। সংসারের চাকা ঘোরে। গাঢ় হয় দাম্পত্য।

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : 'আমি একা ঝগড়া করি নাকি? ও-ও তো করে।' রীতিমতো ঝংকার দিয়ে উঠলেন মামণি কর দে সরকার। তবে সেই ঝংকার শোনা গেল না। বুঝে নিতে হল তাঁর হাত নাড়া দেখে। সুকুমার দে সরকারও অবশ্য সেভাবেই বুঝে নেন। হাজার হোক, এতদিন সংসার করছেন। বৌয়ের মেজাজ বুঝতে তাঁর ভুল হয় না।

আনন্দ হোক বা দুঃখ, রাগ হোক বা অভিমান। প্রত্যেকটি মানুষের কাছেই এইসব যাবতীয় অনুভূতি প্রকাশের বিশ্বস্ত মাধ্যম হল ভাষা। তবে ভালোবাসার সত্যিই কি কোনও নির্দিষ্ট ভাষা হয়? আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মধ্য পারোকাটার সুকুমার ও মামণির সুখের রাজ্যের গল্প শুনলে একবার হলেও এই প্রশ্নটা মনে আসা স্বাভাবিক। মনের ভাব মুখের ভাষায় ফুটিয়ে তোলার সুযোগ ওঁদের নেই। জন্মগত মূক ও বধির ওঁরা দুজন, রাগ-অভিমান বিনিময় করেন ইশারায়। শুধু অনুভূতিতেই প্রকাশ পায় ওঁদের ভালোবাসা।

কবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, তা জিজ্ঞাসা করলে হয়তো উত্তর দিতে পারবেন না বছর ৫২-র সুকুমার দে সরকার এবং তাঁর স্ত্রী মামণি কর দে সরকার। ভালোবাসার মাস নিয়েও অবগত নন তাঁরা। তবুও দুজনের সংসারে ভাষার অভাবে ভালোবাসার অভাব হয় না। ইশারাতেই প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা একে অপরের সঙ্গে দিব্যি ভাগ করে নেন তাঁরা। শুধু অনুভূতির জোরেই একই ছাদের তলায় তাঁদের ছয় বছরের সুখের সংসার। সম্বন্ধ করেই বিয়ে হয়েছিল। এখন তাঁদের চার বছরের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই জীবনসংগ্রামে এগিয়ে চলছেন মামণি ও সুকুমার।

জীবনসংগ্রামে এগিয়ে চলছেন মামণি ও সুকুমার।

সুকুমার রাজমিস্ত্রির শ্রমিকের কাজ করেন। রোজ কাজে বেরোনোর আগে ইশারাতেই স্ত্রীকে 'আসছি' বলে যান। একমাত্র সন্তানকে কোলে নিয়ে জড়িয়ে ধরে বুঝিয়ে দেন ভালোবাসা। ইশারা করেই সুকুমার জানালেন, কথা বলতে পারেন না বলে তাঁর মনের মধ্যে জমে থাকা অনেক যন্ত্রণা হয়তো প্রকাশ করতে পারেন না। কিন্তু সংসারজীবনের আনন্দ তাঁকে সেইসব যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়েছে। স্ত্রী মামণির সঙ্গে তাঁর প্রায়শই মান-অভিমানের পালা চলে। মামণিও নীরবে নিজের ভালোবাসায় ঝগড়া-অভিমান মিটিয়ে নেন।

মামণি ইশারায় জানালেন, সংসার যতদিন আছে এই রাগ-অভিমান তো চলবেই। তাতে ভালোবাসা কমে না একটুও। সংসার সামলে কিছু বেশি রোজগারের আশায় মামণি বিকেলবেলায় মহিলাদের পোশাক নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করতে বের হন। তিনি লিখতেও পারেন না। তবে সংখ্যা চিনতে পারেন। বাড়ি বাড়ি পোশাক ফেরি করার সময় ইশারায় কাগজে দাম লেখার কথা বলেন। এভাবেই তাঁদের দিন কাটে।

মামণি ও সুকুমারের সুখের দাম্পত্য নিয়ে এলাকারই এক বাসিন্দা বলাই সরকার বললেন, 'ওরা হয়তো কথা বলতে পারে না, কিন্তু একজন অপরজনকে ছাড়া কিছু ভাবতেও পারে না। ওদের দাম্পত্য বাকিদের কাছে একটা উদাহরণ হয়ে আছে। ওদের আগামী জীবন আরও সুখের হোক, এটাই চাই।' আর সুকুমারের ভাইপো ছোট্টু দে সরকারের মন্তব্য, 'কথা বলতে না পারলেও আমার কাকা খুব সহজ সরল, ভালো মানুষ।'

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত সবজিখেত। - ফাইল চিত্র

वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
सत्यमेव जयते

কৃষিক্ষেত্রকে বিকশিত করছে

केन्द्रीय बजट 2025-2026

অগ্রগতির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে অন্নদাতা

কৃষকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ, যা আত্মনির্ভর ও উন্নত ভারতের পথ সুগম করছে

১০০টি জেলার উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পিএম ধন ধান্য কৃষি যোজনা, উপকৃত হচ্ছেন ১.৭ কোটি কৃষক

কিষান ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি)-এ ঋণের সীমা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি, উপকৃত হচ্ছেন ৭.৭ কোটি মৎস্যজীবী, কৃষক এবং ডেয়ারি চাষি

রপ্তানি শুল্ক কমিয়ে ভারতের সামুদ্রিক খাদ্য ব্যবসা ও মৎস্যজীবীদের উন্নতি। হিমায়িত মাছের পেস্টের বহিঃশুল্ক ৩০% থেকে কমিয়ে ৫% এবং মৎস্য হাইড্রোলাইসেট-এর কর ১৫% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে

স্থানীয় কৃষির বিকাশ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে সর্বাত্মক গ্রামীণ সমৃদ্ধি ও সহনশীলতা কর্মসূচি; প্রয়োজনীয়তা নয়, পছন্দ অনুযায়ী স্থানান্তর (১০০টি কৃষি-জেলায় সূচনা

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সদস্য এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের ঋণের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ‘গ্রামীণ ক্রেডিট স্কোর’ কাঠামোর সৃষ্টি

অড়হর, বিউলি এবং মশুর ডালের উপর বিশেষ গুরুত্ব সহ ডালে স্বনির্ভরতা অর্জনে আত্মনির্ভরতা মিশন চালু

CBC 15201/13/0011/2425

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৭৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ৮ ফাল্গুন ১৪৩১

শিকড় ওপড়ানোর গর্জন

আমার আমিকে সত্যিই কি এই বাংলায় খুঁজে পাচ্ছি আমরা? বাংলা ভাষার মাঝে সীমানার কাঁটাতার দূরত্ব তৈরি করেছে অনেকদিন। এখন চড়া বিভেদের সুর বাংলা ভাষায়। গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা... সেই মা যেন বিভাজিত। দুই বাংলায় বাঙালিও যেন ভিন্ন। একই আকাশের নীচে বাতাসে ভাসছে ঘৃণা। ভাষা দিবসে খণ্ডিত বাঙালি। রাষ্ট্রীয় কূটনীতি, সংকীর্ণ দলীয় নীতি ইত্যাদি যেন সমস্বরে গাইতে 'আমি বাংলায় গান গাই' বাধা দিচ্ছে।

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গানের মর্মার্থকে যেন প্রতিপদে ব্যঙ্গ করছে বাস্তব পরিস্থিতি। উত্তরবঙ্গের ওপারে বাংলাদেশের লালমণিরহাটে দু'দিন আগে সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে বাঙালির বিভেদের বার্তা উচ্চারিত হল। তিস্তার জলের সুষ্ঠু বণ্টনের দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার মেগা ইভেন্টের পরতে পরতে ছিল এপার বাংলার প্রতি ঘৃণার বর্ষণ। জলবণ্টনের মতো বিষয় আসলে দুই দেশের কূটনৈতিক স্তরের বিষয়। কিন্তু সেটা দুই বাংলায় ঢেলে দিচ্ছে বিভেদের বিষ।

তিস্তা নিয়ে কত গান, কবিতা, রোমান্টিকতা দুই বাংলায়। দু'দেশেই তিস্তাকে ঘিরে লালিত, সংরক্ষিত রাজবংশী সংস্কৃতি। সেই তিস্তার জলের ভাগাভাগির দাবি উভয় দেশের রাজবংশী সমাজেও অনৈক্যের বীজ পুঁতে দিল। নদী কোনও দেশের হয় না। নদী কোনও রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক সীমারেখা মেনে চলে না। নদী আপনবেগে যে যে দেশে বয়ে যায়, সেই সেই দেশের মানুষের সমান অধিকার সেই নদীতে।

এই চিরকালীন সত্যকে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদের স্লোগানে। অনেক বাধা অগ্রাহ্য করে একসময় গঙ্গার জল নিয়ে চুক্তি হয়েছিল। যে চুক্তির শর্ত, নিয়মাবলি পরিস্থিতি বদলের নিরিখে আর পালটানো হয়নি। পুনর্নবীকরণ পর্যন্ত হয়নি। এখন তিস্তা হয়ে উঠেছে বিরোধের নতুন ফ্রন্ট। যেখানে যুযুধান দুই পক্ষের মুখের ভাষা বাংলা। আত্রেয়ী নদী বাংলাদেশ ছুঁয়ে ফের ভারতে আসার আগে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়ে বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের কারণে।

তিস্তার মতো আত্রেয়ীর জলেও তাই বাঙালির বিভেদের স্রোত ভাষা দিবসে আরও প্রবল বেগে বইছে। এক ভাষা, কিন্তু এক প্রাণ না হওয়ার বেদনা নীল করে দিচ্ছে বাঙালিকে। ভাষা দিবসের আন্তর্জাতিক আহ্বান ধাক্কা খাচ্ছে জাতীয়তাবাদের নামে তৈরি করা মিথ্যার দেওয়ালে। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে 'বাংলা আমার জীবনানন্দ' আর একসঙ্গে গাইতে পারছে না দুই বাংলা। বরং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল থেকে জীবনানন্দের নাম মুছে দেওয়া হল ভাষা দিবসের ক'দিন আগেই।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বদলের দাবি উঠছে রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের হিন্দু পরিচয়ের কারণে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে! বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সাধক তসলিমা নাসরিনকে এই বাংলায় ঠাঁই দেয় না কোনও শাসক। ধর্মীয় ভোটব্যাংক মজবুত রাখতে দুই বাংলাই তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখে। ভাষা দিবসের আগে ওপার বাংলায় কোতলের হুমকি শোনানো হয় তসলিমাকে।

রাষ্ট্রীয় কূটনীতি, রাজনৈতিক সংকীর্ণতার বেড়াজালে বাঙালির এই ভেদাভেদ বিপন্ন করে তুলছে বাংলাকে। তার ওপর রয়েছে ইংরেজিমাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে পড়ানোর হুজুগে বাংলার প্রতি অবহেলা। বাংলাচর্চার পথ রুদ্ধ করে মুখ বুজে ইংরেজি শেখার ইঁদুর দৌড়ে নেমেছে নবীন বাঙালিরা। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী চর্চার পরিসরে অবশ্য বাংলার পাশাপাশি তখনকার প্রজন্মকে ইংরেজিতে শিক্ষিত করে তুলেছিল।

বিভেদের সংকীর্ণতায় সেই ঐতিহাসিক সত্যকেও আমরা ভুলে যাই। যাতে মিথ্যা হয়ে যায় অমর একুশের স্লোগানের মাহাত্ম্য, বাঙালির গর্ব। 'গর্বের সঙ্গে বলো আমি হিন্দু' ডাকে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় গর্বের সঙ্গে নিজেকে বাঙালি বলার আত্মবিশ্বাস। সেইসঙ্গে অন্য ভাষাকে মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে যাওয়ার প্রবণতায় ছন্দপতন ঘটাচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের মূল সুরে। বাংলা সহ নানা ভাষার আকাশে অনাকাঙ্ক্ষিত কালো মেঘে শিকড় উপড়ে ফেলার গর্জন শোনা যাচ্ছে।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছে। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

– শ্রীশ্রী রবি শংকর

বাংলা ভাষা রক্ষায় বাংলাদেশই এগিয়ে

গুগলে বাংলায় অনুবাদ করলে জলের বদলে 'পানি' পাবেন, প্রাতরাশের বদলে 'নাস্তা', কখনও বাবার বদলে 'আব্বা'।

সেবন্তী ঘোষ

শুনতে একটু তেতো লাগলেও পৃথিবীতে বাংলাভাষী বলতে এখনও বাংলাদেশের কথাই লোকে ভাবে। কমনওয়েলথের যে সাহিত্য পুরস্কার তাতে বাংলা লেখার বিচারক হিসেবে বাংলাদেশের লেখকরা ঠাঁই পান। পুরস্কারও যায় তাঁদের দেশের লেখকদের ঝুলিতে।

সুইডেনের এক বাংলা কবিতার সংকলনে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বাংলা ভাষার কবিদের নাম না দেখে সংকলক, সম্পাদক সুইডিশ কবিকে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তর পেয়েছিলাম, 'টেগোর ছিলেন অবিভক্ত ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের কবি। তারপর তো বাংলা ভাষার লেখক মানেই বাংলাদেশের'। একে স্বল্প জ্ঞানী বলে উড়িয়ে দিতে পারি কিন্তু কঠোর সত্য থেকে চোখ ফেরাতে পারি না।

কম্পিউটারে বাংলা ফন্টগুলির প্রাথমিক ও সফল আবিষ্কর্তা বাংলাদেশিরা। গুগলে বাংলায় অনুবাদ করতে গেলে জলের বদলে আপনি 'পানি' পাবেন, প্রাতরাশের বদলে, 'নাস্তা' কখনও বাবার বদলে 'আব্বা'। সেই সংখ্যাগুরু বাংলাভাষী দেশ বাংলাদেশে, এখন আমূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পটপরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। দেশটা যেন একাত্তর পূর্বের উর্দুভাষী, বাংলা ও বাঙালি বিরোধী পাকিস্তানের অংশ হতে চাইছে। তীব্র ভারত বিরোধিতার সুর সোশ্যাল মিডিয়ায় অকথ্য গালিগালাজে আছড়ে পড়ছে।

কিন্তু রাজনীতি এখন আগের মতো সাদা-কালোয় বিভাজিত নয় বলেই সরল সমীকরণে আপনি কোনওভাবেই পৌঁছাতে পারবেন না। যেমন বাংলাদেশে গত মঙ্গলবার মানে ১৮ ফেব্রুয়ারিতে, সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ সব প্রতিষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশ এসেছে, যথাযথ সম্মানের সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি, ভাষা দিবস পালন করতে হবে। মোটেই উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার কথা বলা নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশের এক বিখ্যাত লেখকের বিশ্লেষণ, 'বলা যেতে পারে অধুনা প্রভাবশালী জামায়াতের অন্যতম প্রধান গোলাম আজম ভাষা আন্দোলনে জেল খেটেছেন বলেই বাংলা ভাষাময় একুশে ফেব্রুয়ারি তাদের অ্যাজেন্ডায় ব্রাত্য নয়।'

যে জামায়াতের আমির পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার জমানায় জেলে গিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকার কিন্তু এখনও তাঁকে জেল মুক্ত করেননি। গতকাল আর একটি ফরমান নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আইন আদালতে ইংরেজ আমল থেকে চলে আসা যে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার, সেটিকে তুলে ফেলতে হবে। আদালতে রায়ের পরেও উপেক্ষিত বাংলা এই নিয়ে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী সাইনবোর্ড বিলবোর্ড ব্যানার গাড়ির নম্বর প্লেট বাংলায় লিখতে হবে, একইভাবে সব দপ্তরের নাম ফলক মিশ্র ভাষায় না লিখে বাংলায় লেখার নির্দেশনা আছে। সিটি কর্পোরেশন যেন এই বিষয়ে তৎপর থাকে, অবহেলা না করে, এমন উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

এবার মনে মনে একটা প্রশ্ন তৈরি হয় কট্টরপন্থীদের বাংলা ভাষার প্রতি এই মমত্ব কি এই কারণে যে, তাদের মধ্যে নতুন করে উর্দু শেখার আলস্য বা মেধার জড়তার অভাব? এক অধ্যাপক সঙ্গে সঙ্গে শুধরে দিয়ে বললেন, 'মোটেও এমনটা ভাববেন না, কট্টরপন্থীদের নতুন প্রজন্ম অশিক্ষিত। তাদের অনেকেই বিদেশে উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু তাদের সমস্যা যে তারা বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চমানের প্রযুক্তিবিদ হয়ে ফিরছে, ভাষা, সাহিত্য ইতিহাস নিয়ে তারা চর্চা করেনি, ফলে 'লিবারেল' হতে গেলে তাদের যে পড়াশোনার দরকার সেটির অভাব আছে।'

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ : ঢাকা কলা ভবনে ১৪৪ ধারা ভাঙার ঠিক আগে। ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩ : প্রভাতফেরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

এঁদের বিষয়ে বলতে গেলে নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটি মনে পড়বে আপনাদের, 'আমপারা' অর্থাৎ কোরানের প্রারম্ভিক ও সংক্ষিপ্ত অংশটি পড়েই নিজেদের ধর্মজ্ঞানী মনে করেন যাঁরা, তাঁরাই যখন রাষ্ট্রযন্ত্রের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠেন তখন এমনই অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

এই গেল প্রতিবেশী বাংলাভাষী রাষ্ট্রের কথা। নিজের দেশে বরাক উপত্যকা বা উত্তর-পূর্বে বাংলা ভাষার দৈনন্দিন চর্চা বাড়িতে নিজেদের কথাবার্তায় মধ্যে সীমিত হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। কারণটি এই যে, সরকারি কাজে ব্যবহার না থাকলে সে ভাষার গুরুত্ব কমে যায়। যেভাবে কেন্দ্রীয় বোর্ডের আওতাধীন হয়ে দিল্লির বিখ্যাত বাংলা স্কুলগুলিতে বাংলা হয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা।

দিল্লির সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতিশী মারলেনা, যাঁর স্বনির্বাচিত পদবির মধ্যে মার্কস ও লেনিনের অর্ধাংশ ঢুকে আছে, তিনি শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন এই বাংলা স্কুলগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটে। এর ফলে বাংলা স্কুলগুলি একভাবে বেঁচে যায়। একেবারে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচতে মন্দের ভালো হয়ে, দ্বিতীয় ভাষা, তৃতীয় ভাষায় নেমে এল বাংলা। দুঃখের বিষয় আমার পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার দৈনন্দিন ব্যবহার এর চেয়ে থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। তথাকথিত দুটি উচ্চশিক্ষিত মানুষ নিজেদের মধ্যে কথা বলেন ইংরেজিতে।

একজন বড় মাপের উকিলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি উত্তর দেন ইংরেজিতে, মেসেজের উত্তর দেন ইংরেজিতে। ডাক্তার থেকে ইঞ্জিনিয়ার যত উঁচু ডিগ্রি, যত উঁচু প্রতিষ্ঠা তত তিনি ইংরেজি বলেন এবং লেখেন। বাঙালি অভিভাবক বেসরকারি স্কুলগুলিতে কোন অলৌকিক যুক্তি ভাবনায় হিন্দিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নির্বাচন করেন, আপনার বোধগম্য হবে না। এই পশ্চিমবঙ্গেই বাংলা পক্ষের মতো জোরালো পক্ষ থাকার পরেও কোনও কোনও বেসরকারি স্কুলে এগারো বারোতে বাংলার অপশন রাখা হয় না। সেই সব স্কুলে আবার ঘটা করে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়। তাতে ইংরেজিতে ভাষণ দেওয়া হয়। অবশ্য আপনি বলতে পারেন ইংরেজি ভাষাতে লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, বাংলার জন্য তো আর পাননি। একুশে ফেব্রুয়ারি গায়ে মাখে, না মাথায় দেয় এ বিষয়ে বিপুল সংখ্যক ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে কোনও চর্চা চলে না। এলিট অভিজাতদের ভাষা থেকে বাংলা আসলে চলে আসে নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের কাজের জগতে। একটি ক্যালেন্ডার ঝোলানো ছাড়া আমি, আপনি বাংলা তারিখ মাস মনে রাখতে পারি না। আমার, আপনার বাড়ির পরিচারিকা কিন্তু মনে রাখে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছি, বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা পড়াই বলে অপরপক্ষ আমাকে খানিকটা কম নম্বর দিয়ে বিচার করে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, যিনি বাংলা পড়াচ্ছেন তিনিও মনে মনে দুঃখ পাচ্ছেন, খানিকটা ইংরেজি জানলে বা ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ পেলে তিনি হয়তো অন্য কিছু নিয়ে পড়তেন। যথাযথ উচ্চারণে (যেটি অবশ্য ইংল্যান্ড আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়া ভেদে আলাদা) ইংরেজি বলতে পারছেন না বলে রাজ্য ও রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে আমরা হাসাহাসি করছি। পশ্চিমবঙ্গে থেকে, স্বামী-স্ত্রী বাঙালি হয়ে, নিজের সন্তানের জন্যে বাংলাকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে নির্বাচন যে মূর্খের আত্মপ্রসাদ লাভ করছি আমরা, তা আসলে আত্মঘাতী বাঙালির এক সেমসাইড গোল।

গ্যালিলিওর সঙ্গে চার্চের সংঘাত লাগার অন্যতম একটি কারণ ছিল মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা। লাতিন বুঝতেন না সাধারণ ইতালিওরা। ইতালিও ভাষায় গ্যালিলিও বিজ্ঞান আবিষ্কারের কথা লিখতে শুরু করলেন। জ্ঞান সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছাতে গেলে ভাষা তার অন্যতম হাতিয়ার। আমরা বাংলা ভাষাকে সরকারি বাংলা স্কুলের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের ছেলেপুলেদের জন্যে, অর্থবানদের একটা অন্য জগত তৈরি করে ফেলেছি, যেখানে বাংলা এক শখ বা ভালোবাসার উপাদান মাত্র, কাজের নয়।

যে ভাষায় জগদীশচন্দ্র থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী থেকে রাজশেখর বসু সাহিত্যের বাইরের বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন, আমরা তার ব্যাটন এগিয়ে না নিয়ে গিয়ে রেসের বাইরে ছিটকে গেলাম। সরকারি কাজের ভাষা হিন্দির সর্বগ্রাসী দৌড় নিয়ে ব্যঙ্গ করা যায়, তার পিছনে রাষ্ট্রীয় সহায়তা নিয়ে এবং আমাদের বঞ্চনা নিয়ে সরব হওয়া যায় কিন্তু নিজেদের দায়িত্বটুকু এড়ানো যায় না। মনে রাখতে হবে, ভাষা দিবস জন্মদিন পালনের মতো বছরে একবার কেক কাটা, পায়েস খাওয়ার দিন নয়। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তার উপযুক্ত মর্যাদা আমাদেরই দিতে হবে।

(লেখক সাহিত্যিক ও শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

২০২২

আজকের দিনে বিশিষ্ট সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন।

১৯৬১

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন আজ।

আলোচিত

এলন মাস্কের কোম্পানি যদি ভারতে গাড়ি কারখানা তৈরির কোনও পরিকল্পনা নেয়, সেটা খুবই অন্যায্য হবে। অন্য দেশে আমাদের তৈরি একটা গাড়িও বিক্রি করা অসম্ভব। মাস্ক যদি ভারতে কারখানা তৈরি করতে পারেন, আমাদের জন্য সেটা অত্যন্ত খারাপ হবে।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

তাকে বলা হচ্ছে বিস্ময় বালক। মহারাষ্ট্রের ১৪ বছরের আরিয়ান শুক্লা একই দিনে ৬টি বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছে। 'হিউম্যান ক্যালকুলেটর' সংখ্যা নিয়ে ভেলকি দেখায় মাঝে মাঝেই। মুহূর্তে পঞ্চাশটি পাঁচ ডিজিটের নম্বর নিয়ে নিখুঁত অঙ্ক কষে দেয়।

ভাইরাল/২

কর্ণাটকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে ৪০ ফুট গভীর এক কুয়ো তৈরি করেছেন গৌরী নামে এক গৃহবধূ। উদ্দেশ্য পৃথিবীতে আবার গঙ্গাকে আনা। প্রয়াগরাজে যাওয়ার তাঁর টাকা ছিল না। ওই জন্যই এরকম পরিকল্পনা।

জনমন জনমত

'তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো'

রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল বিপ্লব। গর্ববোধ হয় আমার বাংলাকে নিয়ে, যখন দেখি ভারত-বাংলাদেশ বিশ্ব ক্রিকেটের আসরে রবি ঠাকুরের লেখা জনগণমন আর আমার সোনার বাংলা গাওয়া হচ্ছে এবং কুর্নিশ জানাচ্ছে গোটা স্টেডিয়াম। অহংকার হয় বাংলার উপর যখন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নোবেল মঞ্চ মাতান। বাংলার নদী, মাঠ ঘুরে অপু-দুর্গা যখন সত্যজিতের হাত ধরে অস্কার নিয়ে আসে, তখন এই ভাষাকে আরও আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু অনুকরণের অ্যাডিকশনটাও ছাড়তে পারি না। তাই মাঝে মাঝে বাংলা হয়ে পড়ে দ্বিতীয় ভাষা। পাশাপাশি গাজন, চড়ক, অষ্টমীর স্নান, শিবরাত্রির মেলা প্রভৃতি বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গগুলি এক্সপো, ওয়াটার কিংডম- এসবের মাঝে পড়ে কিছুটা চিন্তামগ্ন। নববর্ষের ভোরে আমাদের ঘুম ভাঙে না, কিন্তু নিউ ইয়ারে লেট নাইট পার্টিতে আমরা সর্বদা রাজি। এসবের ঊর্ধ্বে উৎসব পরিণত হয়েছে ফেস্ট, শুভেচ্ছা বদলে গিয়েছে কঙ্গো, আর ভালো আছি ব্যাপারটা বিন্দাস বলে চালিয়ে দিই। বরং এসব থেকে কিছুটা রেহাই পেয়েছে দুর্গাপুজোর অষ্টমী আর সরস্বতীপুজো- পাঞ্জাবি আর শাড়িতে বাংলা কিছুটা হলেও নিজেকে খুঁজে পায়। তবে ভয় পেও না বাংলা, তুমি তো শুধুমাত্র ভাষা নও, তুমি আবেগ, অস্তিত্ব, বলিদান, তুমি 'ভাইহারা একুশের গান'। তাই পরিস্থিতি যাই আসুক 'তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেবো না'।

রাহুল ভট্টাচার্য
মোদকপাড়া, আলিপুরদুয়ার।

চোদ্দোদিনে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত

ধ্রুপদি সম্মানে সম্মানিত হওয়ার পরেও বাংলা ভাষার কপালে দুর্দশা আছেই। বেশ কিছু বাংলা স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আরও কিছু বন্ধ হতে চলছে। বেশিরভাগ বাঙালি ছেলেমেয়ে বাংলা বিষয় হিসেবে রাখতে চায় না, ঝোঁক শুধু ইংরেজি ও কিছুটা হিন্দির দিকে, কিন্তু বাংলার প্রতি নয় মোটেই। এমনকি ইংরেজি স্কুলে দ্বিতীয় ভাষা বাংলা থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ বাঙালি ছাত্রছাত্রী তা নিতে রাজি নয়। অভিভাবকরাও চান না ওরা বাংলা শিখুক। হায় রে ভাগ্য!

অন্য ভাষা শিখলে, জানলে আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে বাংলা নয়, এমনকি ঘরে ঘরে বাংলা চর্চা নয়? অবাক হওয়ার বিষয়, প্রতি চোদ্দোদিনে পৃথিবী থেকে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আরও অবাক হওয়ার বিষয়, এই শতাব্দী শেষে ভারত থেকে ১৯৭টি ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটা বেশ কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রসংঘের তথ্য।

দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে মোট ভাষা ছিল এক কোটি দশ হাজার। বর্তমানে পৃথিবীর ভাষা আনুমানিক সাড়ে ছয় হাজার। এবার বুঝুন কী হবে আগামীদিনে! তাই বলি পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা বাংলাকে ভালোবাসুন, চর্চা করুন ঘরে ঘরে। আরেকটি কথা না বললেই নয়, পৃথিবীর ভাষা আন্দোলনে বাঙালিদের মতো এত বলিদান আর কোনও জাতির নেই। তাই বলি, মাতৃভাষাচর্চা করুন অবশ্যই।

সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পরিচর্যা ছাড়া ভাষা শুধু শুধু বাঁচে না

বাংলা ভাষার দুর্দিনে রাজ্যজুড়ে অজস্র দোকানের নাম অন্য ধারার। সেখানে এমন চমকপ্রদ বাঙালি নাম আশাবাদ জাগায়।

সন্দীপন নন্দী

দিবসরজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি! কী সেই দুর্লভের আহ্বান? কসমোপলিটান শিলিগুড়িতে আজ ঋজু দাঁড়িয়ে নির্বিঘ্ন কিছু নার্সিংহোম। পথিকের রাত্রিবাসের আয়োজক বালুরঘাটের সরকারি দালানবাড়ি ক্ষণিকা কিংবা হিলি মোড়ে চিরকালের এককোণে গুম মারা দুর্দান্ত নামের দোকান, দিনের শেষে।

প্রশ্ন জাগে? কে দিয়েছে এই নাম? বার্তা রটে ক্রমে, শোরগোল আক্রান্ত সুভাষপল্লি বাজারেও আলোড়ন নামক বৈদ্যুতিক দ্রব্যের দোকানটি সগৌরবে চলিতেছে। কে বলে বাংলা ভাষা গৌরব হারিয়েছে?

এখানেই শেষ নয়! জলপাইগুড়ি প্রভাত মোড়ের ব্যস্ততম চৌমাথায় উইমেন গারমেন্টসের সঞ্চয় নিয়ে কালে কালে বেষ্টিত দোকানের নাম হয়েছিল আধুনিকা, মফসসলের বিহ্বল গিফট শপের নাম ছিল সবভালো।

তাই আশা জাগে। যখন বরিস্তা, আশিয়ানা নামক রেস্টুরেন্টের মাঝেও তিস্তাপাড়ে থমকে থাকা হোটেলের নাম হয়ে যায় যাযাবর আর সেই ছায়াবৃত ভাতডালের সাম্রাজ্য নিয়ে বসে থাকা বৃদ্ধ মালিকের ক্যাশ বাক্সের পাশে অবলীলায় অমিয়ভূষণ, দেবেশ রায়, সমরেশের সমাবেশ দেখে মনে হয়েছিল নেপথ্যে এ ভাষার আলো মরে নাই, এ ভাষা অনুপম!

তাইতো জলঘরের প্রত্যন্ত রুরাল এলাকায় ভরা বসন্তেও ব্যবসা করে যায় অনন্ত এক চায়ের দোকান চুমুক। কোন নক্ষত্রবীথিতলের রায়গঞ্জ বিদ্রোহী মোড়ে ধাবমান মানবের ভেসে আসা ডাকনামে ঝিলমিল লাগে নাইটবাস চালকের। সহন মার্ডি।

ভাবি কী অপূর্ব জন্ম তার।

এমনই এক নিখুঁত বিশ্বের চৈতালি দ্বিপ্রহরে কুসুমতোড় গ্রামের ট্রাইবাল ভিলেজে ঝরে পড়া সজনে ফুল কুড়োয় কিশোরী কন্যা তীব্রতা মুর্মু। বাংলার বাড়ি এনকোয়ারি টিমের সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে আসে কৃষ্ণকায় তরুণ চমক মুন্ডা। দেখি দরদি বাস্কে একমনে সহাস্য বদনে পুড়ে যাওয়া পাতিলের কালি তোলে ওই অদূর পুকুরপাড়ে।

ফলে জানার মাঝে অজানার সন্ধান মেলে এবং যে ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে এ মর্মের বাংলায়। আবার সে পৃথিবীরই কোথাও জেগে থাকে মাধুর্যের আশ্চর্য গ্রাম তালমন্দিরা, হলদিডাঙ্গা, বিরহি, ফুলঘরা অথবা ঊষাহরণেরা। শতাব্দীর নামমুগ্ধতায় যারা ছিল অকল্পনীয়, খানিক অভূতপূর্ব! তবু বাংলা নামের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে প্রকৃতির কাছে গচ্ছিত থাকে কিঞ্চিত আজন্ম মায়া!

মায়ের এ ভাষাতেই নাকি গোপন ছিল আমাদের পূর্বপুরুষের অরহিত কান্নাহাসির পৌষফাগুনের গানগুলি, দেশভাগের স্মৃতিমালারা।

স্বাভাবিক। তবু দুনিয়া কাঁপানো দিনেও কীভাবে দূরে রাখা যায়, পূর্বাশা নামক ক্লাবকে! যে ধারায় অগ্নিশিখা, যাত্রিক, কবিতীর্থ, সৃজনী, উত্তমাশা, অভিযাত্রীও নামমাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠতম ক্লাব হতেই পারত।

শোনা যায়, একদিন এই বাংলাদেশ লাগোয়া শহরের ভাড়াবাড়িতে যমজ ভাই উষ্ণ আর স্পর্শকে একত্রে ভাত খেতে ডেকেছিল তাদের মা। কারণ ভাষা তো নদীর মতো, বয়ে যায় দুর্নিবার, হেঁটে যায় মুখে মুখে।

কোথায় নেই সে কৃষ্টি? আগরতলায় নগণ্য চাল, চিনি, ডাল বিক্রেতার দোকানের মাথায় লেখা ছিল শঙ্খচিল। যাদবপুরে এক বিচিত্র গৃহবাসীর মুক্তদুয়ার পেরিয়ে অন্দরমহল সেজে ওঠে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষায়। যার ঐশ্বর্যের শু র্যাকের নাম জুতোর বাড়ি। কিচেনের ডাকনাম পাকস্থান আর বাতানুকূল যন্ত্রের পাশে গৃহকর্তা সাদরে লিখেছেন মা শীতলা। এ-ও হয়? যে বাড়ির কন্যার নাম বিভাবরী আর পুত্র বৈভব। এটুকুই তো বঙ্গভাণ্ডারের বিবিধরতন।

তবু তনুশিয়া, আরুথিরা, ফ্রেয়া, আন্বিকা, আইলিতার বঙ্গে নাম বিপর্যয়ের তালিকা দীর্ঘ হয় রোজ। যে নামের অর্থ খুঁজতে হন্যে হয় সরল অভিধান থেকে নাটোরের বনলতা সেন। আসলে ভাষা এমনি এমনি বাঁচে না, তাকে ইতস্তত জলবাতাসের লালনে, আদরে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা, প্রবন্ধকার)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৭১

পাশাপাশি : ১। অগভীর ঘুম অথবা লোকসংগীত ৩। পুজোর যজ্ঞের জন্য আনা ঘি ৫। গোটা নয়, সম্পূর্ণ বস্তুর সিকিভাগ ৬। ভক্ত প্রহ্লাদের মা, হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী ৮। রোগে আক্রান্ত হয়ে বহু প্রাণীর মৃত্যু ১০। এক মেয়ের আগে যে মেয়ের জন্ম হয়েছে ১২। উদ্দীপনা, হুড়োহুড়ি বা গেঁজে ওঠা ১৪। রূপকথার ডানাওয়ালা মেয়ে ১৫। নিরেট মূর্খ, অপদার্থ বা কাঁঠাল ১৬। ভৃত্য বা পরিচারক।

উপর-নীচ : ১। ছানা দিয়ে তৈরি লম্বা মিষ্টি ২। শ্মশানে সাধনা করেন বামাচারী তান্ত্রিক ৪। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের দিন ৭। সন্ন্যাসীদের জ্বালানো আগুন ৯। বৌদ্ধ পুরোহিত বা তিব্বতের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু ১০। বন্দি করে রাখা ১১। প্রাচীন জিনিসের সংগ্রহশালা ১৩। সারা মাসের মাইনে।

সমাধান ■ ৪০৭০

পাশাপাশি : ১। কার্মুক ৩। সসেমিরা ৪। বিহঙ্গ ৫। দোজবর ৭। সখা ১০। তাগা ১২। লেখাজোখা ১৪। মাকাল ১৫। তোতাপাখি ১৬। তামাদি।

উপর-নীচ : ১। কালিদাস ২। কবিতা ৩। সঙ্গদোষ ৬। বশ্যতা ৮। খামোখা ৯। মাখামাখি ১১। গাদাগাদি ১৩। চালতা।

ভালো খবর

গত ১৭ বছর ধরে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে স্কুলে যান অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আন্নালক্ষ্মী। বেশ কয়েকবার হাতির সামনে পড়েছেন। তবু ভয় পাননি। কয়েকদিন আগে ওই পথেই একজন বনকর্মীকে মেরে ফেলেছিল হাতি। তাতেও নিজের কাজ ছাড়া অন্য কিছু ভাবেননি আন্নালক্ষ্মী। প্রতিদিন হাঁটেন অন্তত ১২ কিমি।

শপথের মঞ্চে ঐক্যের বার্তা এনডিএ'র

সুষমার ছায়ায় যাত্রা শুরু রেখার

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ২৭ বছর আগে সুষমা স্বরাজের ছেড়ে যাওয়া জুতোয় বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে পা গলালেন রেখা গুপ্তা। এদিন বেলা ১২টার কিছু পরে ৩০ হাজার বিজেপি কর্মী, সমর্থকের 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে মুখরিত রামলীলা ময়দানে তাঁকে জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা। প্রয়াত সুষমার ছায়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে এদিন রেখার পরনে লাল শাড়ি ও জ্যাকেট। তবে সুষমা মাত্র ৫২ দিন কুর্সিতে ছিলেন। পুরো পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রিত্বে টিকে থাকাই এখন রেখার চ্যালেঞ্জ।

এদিন রামলীলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার পাশাপাশি হাজির ছিলেন বিভিন্ন বিজেপি এবং এনডিএ-শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রীরাও।

নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য শ্রীমতী রেখা গুপ্তাকে অভিনন্দন। তৃণমূল স্তর থেকে উনি উঠে এসেছেন। ছাত্র রাজনীতি, রাজ্যে সংগঠনের দায়িত্ব, পুর প্রশাসনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের পর এবার উনি বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আমি মনে করি, উনি দিল্লির উন্নয়নে সর্বতোভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন। ওঁর প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল।' মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পর রেখা বলেন, 'আমরা বিকশিত দিল্লি গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাব। যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমরা সেগুলি পূরণ করব।' যমুনাকে দূষণমুক্ত করার বার্তা দিয়ে এদিন নদীর পাড়ে আরতিও করেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী।

১৯৯৮ সালের পর জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে গেরুয়া শিবিরের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঐতিহাসিক ঘটনার রূপ দিতে আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখেননি বিজেপি নেতৃত্ব। রেখার পরই শপথবাক্য পাঠ করেন পরবেশ সাহিব সিং ভার্মা। তিনি দিল্লির নতুন উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এদিন আরও যাঁরা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন, তাঁরা হলেন কপিল শর্মা, মনজিন্দর সিং সিরসা, আশিস সুদ, পঙ্কজ কুমার সিং এবং রবীন্দর ইন্দ্রজ সিং। মন্ত্রীসভা গঠনে জাতপাতের সমীকরণের দিকে লক্ষ রেখেছে বিজেপি। কারণ, পরবেশ প্রভাবশালী জাঠ নেতা, মনজিন্দর সিং সিরসা শিখ, প্রাক্তন আপ নেতা কপিল মিশ্র ব্রাহ্মণ, আশিস সুদ পঞ্জাবি খাতরি সম্প্রদায়ের নেতা, রবীন্দর সিং দলিত নেতা। পঙ্কজ কুমার সিং পূর্বাঞ্চলী এবং ভোটের আগে আপ থেকে বিজেপিতে যোগ দেন।

মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টনও করেছেন রেখা। মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে রেখেছেন স্বরাষ্ট্র, অর্থ, পরিষেবা, ভিজিল্যান্স ও পরিকল্পনা। উপমুখ্যমন্ত্রী পরবেশ সাহিব সিং ভার্মা পেয়েছেন শিক্ষা, পূর্ত এবং পরিবহণ। মনজিন্দর সিং সিরসা পেয়েছেন স্বাস্থ্য, নগরোন্নয়ন এবং শিল্প। কপিল মিশ্র পেয়েছেন জল, পর্যটন ও সংস্কৃতি।

দিল্লিতে আয়ুষ্মান ভারত চালুর ফাইলেও সই করতে পারেন তিনি। শপথের পর দিল্লি সচিবালয়ে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠক বসে।

তবে সামাজিক মাধ্যমে রেখার পুরোনো পোস্ট ঘিরে শোরগোল পড়েছে। তাতে আপ সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে যে চাঁচাছোলা কথা বলেছিলেন তিনি। তা নিয়ে আপের তরফে উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছে।

টিম রেখা

উপমুখ্যমন্ত্রী পরবেশ সাহিব সিং ভার্মা
দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সাহিব সিং ভার্মার ছেলে। তিনি শিক্ষা, পূর্ত ও পরিবহণ দপ্তর পেয়েছেন।

কপিল মিশ্র
কেজরি সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী। দিল্লি হিংসায় উসকানি ভাষণ দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। এবার জল, পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী হয়েছেন।

মনজিন্দর সিং সিরসা
নতুন সরকারের শিখ সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি। দিল্লি শিখ গুরদোয়ারা ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রাক্তন সভাপতি। স্বাস্থ্য, নগরোন্নয়ন এবং শিল্পমন্ত্রী হয়েছেন।

আশিস সুদ
অতীতে দক্ষিণ দিল্লি পুরসভার প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এবার রাজস্ব, খাদ্য, গণবণ্টন মন্ত্রী।

পঙ্কজকুমার সিং
পেশায় দন্ত চিকিৎসক। দিল্লির আইন, আবাসন মন্ত্রী।

রবীন্দর ইন্দ্রজ সিং
এই দলিত নেতা শ্রম, সমাজকল্যাণ, এসসি, এসটি বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী।

শপথ নিলেন রেখা গুপ্তা। হাজির প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

বৈঠকে কাটল না সীমান্ত জট

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : চারদিন ধরে বিএসএফ-বিজিবির ডিজি পর্যায়ের বৈঠকের পরও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত জট কাটল না। যদিও ৫৫তম সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলনের পর দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ডিজিরা দাবি করেছেন, বৈঠক সফল হয়েছে। জানা গিয়েছে, উভয়পক্ষ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৫০ গজের মধ্যে বেড়া নির্মাণ, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান এবং অনুপ্রবেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেননি। বিএসএফের ডিজি দিলজিত সিং চৌধুরী বলেন, 'ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত একটি গতিশীল অঞ্চল। এখানে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয়, তবে আমাদের স্থানীয় কর্মকর্তারা সর্বদা সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করেন।'

বিজিবি-র ডিজি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী বলেন, 'আন্তর্জাতিক চুক্তি

বিএসএফ-বিজিবি ডিজি সম্মেলন শেষ

অনুযায়ী ১৫০ গজের মধ্যে কোনও পক্ষই স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করতে পারে না। সীমান্তের এত কাছাকাছি বেড়া নির্মাণ করলে দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগের দূরত্ব তৈরি হয়, যা সুসম্পর্কের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সীমান্ত বেড়া সংক্রান্ত যে কোনও সিদ্ধান্ত পারস্পরিক আলোচনা ও যৌথ পরামর্শের মাধ্যমে নেওয়া উচিত।' মালদা জেলার শবদলপুর গ্রামে সীমান্ত খুঁটির ১৫০ গজের মধ্যে একক সারির বেড়া নির্মাণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন আপত্তি জানিয়ে আসছে।

শুধু সীমান্ত জট নয়, বাংলাদেশে ইউনূস জমানায় হিন্দু সহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার যে সমস্ত খবর সামনে এসেছে সেগুলিকে অতিরঞ্জিত বলেও দাবি করেছেন বিজিবির ডিজি। তিনি বলেন, 'দুর্গাপূজার সময় আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৮ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত পূজা মণ্ডপগুলিতে বিজিবি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। ফলে উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।' বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের যে অভিযোগ ওঠে সেই সম্পর্কে বিএসএফের ডিজি বলেছেন, 'শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।' তবে এই দাবি মানতে চাননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।

ইউনূসের হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি : শেষ মুহূর্তে কোনও পরিবর্তন না হলে আগামী এপ্রিলে ব্যাংককে বিমস্টেক সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা হতে পারে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের। দুই নেতারই ওই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে প্রধান উপদেষ্টা বৃহস্পতিবার যা বলেছেন তাতে নাম না করে ভারতকেই বার্তা দেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস। তার আগে বৃহস্পতিবার একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে ইউনূস বলেন, 'অতীতের যে কোনও সময়ের চেয়ে আমরা এখন বেশি শক্তিশালী, উদ্যমী এবং সৃজনশীল। আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন অতীতের যে কোনও প্রজন্মের স্বপ্নের চেয়ে দুঃসাহসী। তারা যেমন নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে চায়, তেমনই একই আত্মবিশ্বাসে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে চায়।' এদিন ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশের ১৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি

মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা এপ্রিলে

এবং বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে একুশে পদক প্রদান করেন প্রধান উপদেষ্টা। দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তরুণ সমাজ প্রস্তুত বলেও দাবি করেছেন তিনি। ইউনূসের সাফ কথা, 'গতবছর ৫ অগাস্ট ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা এক নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। এই বিজয়ের মধ্যে দিয়ে নতুন এক বাংলাদেশ নির্মাণের সুযোগ এসেছে।'

মোদির সঙ্গে ইউনূসের এখনও পর্যন্ত সাক্ষাৎ বা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক কোনওটাই হয়নি। গতবছর অগাস্টে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে পালিয়ে আসার পর থেকে নয়াদিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে তিক্ততা ক্রমশ বেড়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ইস্যুতে ভারত বারবার সরব হয়েছে। অন্যদিকে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের দাবিতে সুর চড়েছে বাংলাদেশের। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে তিস্তা ইস্যু। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের। বিমস্টেকে বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতার বার্তা দিয়েছিল ভারত। অন্যদিকে সার্ককে সক্রিয় করার আর্জি জানিয়েছে বাংলাদেশ। মোদি শেষবার বিমস্টেক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ২০১৮ সালে। ২০২২-এর সম্মলনে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ঘাড়ধাক্কা খাওয়া বিজেন্দর এবার স্পিকার

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : এভাবেও ফিরে আসা যায়! বৃহস্পতিবার রোহিণীর বিধায়ক বিজেন্দর গুপ্তাকে দিল্লি বিধানসভার স্পিকার হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। তাঁর এই পদে নিয়োগের ঘটনায় একটি বৃত্ত পূর্ণ হল। ৩০ নভেম্বর ২০১৫ সালে কুমন্তব্য করা নিয়ে আপের সঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের ব্যাপক তর্জা, গোলমাল বেধেছিল। গোলমালে ক্ষুব্ধ তৎকালীন স্পিকার রামনিবাস গোয়েল বিজেন্দর গুপ্তাকে বিকাল চারটের মধ্যে সভা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করায় স্পিকারের নির্দেশে আধডজন মার্শাল বিজেন্দরকে কার্যত পাঁজাকোলা করে সভাকক্ষের বাইরে বের করে দেন।

বানিয়া সম্প্রদায়ের নেতা বিজেন্দর রোহিণী থেকে এবার নিয়ে টানা তিনবার জয়ী হয়েছেন। গত বিধানসভায় তিনি ছিলেন বিরোধী দলনেতা। ১৯৯৭ সালে তিনি প্রথমবার দিল্লি পুরসভায় কাউন্সিলার হয়েছিলেন। এদিন নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর বিজেন্দর গুপ্তা বলেন, 'আমাকে যে দায়িত্ব দল দিয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আশা করি, বিধানসভায় সুস্থ আলোচনা হবে।' বিজেন্দর স্পিকার হওয়ায় আপের চাপ আরও বাড়ল। আপ সরকারের দুর্নীতি নিয়ে ক্যাগের ১৪টি রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ হওয়ার কথা।

বন্ধু চল...

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রেখা গুপ্তার শপথগ্রহণের সময় তিন দশক আগের স্মৃতি রোমন্থন করলেন কংগ্রেস নেত্রী অলকা লাম্বা। রেখা এবং অলকা দুজনেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি করতেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করেছেন। তাতে ১৯৯৫ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভানেত্রী হিসেবে অলকা এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রেখা গুপ্তাকে শপথগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। অলকা লিখেছেন, 'রেখা গুপ্তার নাম যখন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হল তখন আমি ৩০ বছর আগে ফিরে গিয়েছিলাম। ও ছিল এবিভিপি থেকে। আমি এনএসইউআই থেকে। আমাদের মধ্যে আদর্শগত লড়াই হত।' ৩০ বছরে যমুনার জল অনেকটাই গড়িয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে গত তিনদশকে আর কখনও দেখা হয়নি সেই কথাও জানিয়েছেন অলকা লাম্বা। তবে দিল্লির নতুন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে কংগ্রেস নেত্রী বলেছেন, 'আমি চাই ও সফল হোক। তবে বিজেপিতেও ওর জন্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে। পরবেশ ভার্মা ভেবেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হবেন। আমি আশা করি, বিজেপি রেখা গুপ্তাকে পুরো পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রী পদে রেখে দেবে।'

কেন্দ্রের কাছে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি কংগ্রেসের

সুর মিলিয়েও ট্রাম্পের আপত্তি বিনিয়োগে

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ভারতে ভোটারদের বুথমুখী করতে মার্কিন অনুদানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। কেন্দ্রের শাসকদলের অভিযোগ, এদেশে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে ২.১০ কোটি ডলার বরাদ্দ করেছিল আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সরকার। ক্ষমতায় এসেই সেই অনুদান বন্ধ করে দিয়েছেন প্রেসিডেন্টে ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই ইস্যুতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। মার্কিন বরাদ্দে কাদের সুবিধা হয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলেছে গেরুয়া ব্রিগেড। এবার তাদের সুরেই কার্যত সুর মেলালেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও। তাঁর মতে, ভারতের মতো আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং দৃঢ় গণতান্ত্রিক কাঠামো বিশিষ্ট দেশে ভোটের হার বাড়ানোর জন্য আলাদা করে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। ভারতে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার পালে হাওয়া তুলতেই যে ওই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রাখেননি ট্রাম্প। তাঁর বয়ান এদেশে শাসক শিবিরকে রাজনৈতিক সুবিধা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

খবর, ইতিমধ্যে ভারতের নির্বাচনে ইউএসএআইডি এবং মার্কিন শিল্পপতি জর্জ সোরসের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে তদন্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে মোদি সরকার। কেন্দ্রের কৌশল আঁচ করে পালটা সরব হয়েছে কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র পবন খেরার প্রশ্ন, 'বিরোধীরা কেন ২০২৪-এর ভোটে হারার জন্য বিদেশ থেকে টাকা নেবে?' কংগ্রেসের রাজ্যসভা সদস্য জয়রাম রমেশ বলেন, 'আজকাল ইউএসএআইডি খবরে রয়েছে। এটি ১৯৬১-র ৩ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি অর্থহীন। ভারত সরকারের উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা যাতে কয়েকদশক ধরে ভারতে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় শ্রেণির প্রতিষ্ঠানে ইউএসএআইডি-র সহায়তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।'

মায়ামিতে সৌদি আরব সরকার আয়োজিত এফআইআই প্রায়োরিটি সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'ভারতে ভোটারদের বুথে উপস্থিতির জন্য আমাদের কেন ২.১০ কোটি ডলার (প্রায় ১৮২ কোটি টাকা) দিতে হবে? আমার ধারণা, ওরা (বাইডেন প্রশাসন) অন্য কাউকে নির্বাচিত করার চেষ্টা করছিল।' ভোট-অনুদান ইস্যুতে তাঁর মন্তব্য কেন্দ্র-বিজেপিকে খুশি করলেও এদেশের মার্কিন বিনিয়োগ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সৌজন্যে সেই ট্রাম্প। ভারতে টেসলার গাড়ি উৎপাদন কারখানা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়ে মাস্কের সামনেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।

মাস্কের সঙ্গে যৌথ সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, 'উনি (মাস্ক) এখন ভারতে গাড়ি উৎপাদন করতে চাইছেন। ঠিক আছে। কিন্তু এটা আমাদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। খুবই অন্যায় হচ্ছে।' ভারতে গাড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ শুল্ক দেওয়ার দায় এড়াতেই মাস্ক গাড়ি কারখানা তৈরি করতে চাইছেন, তাঁর কথায়, 'সব দেশ আমাদের কাছ থেকে সুবিধা নিচ্ছে। আবার আমাদের পণ্যের ওপর শুল্ক চাপাচ্ছে। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে গাড়ি বিক্রি করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে।' এলন মাস্কের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির সাক্ষাতের পরেই টেসলা পাওয়ার ভারতে কর্মী নিয়োগ করছে। এপ্রিলেই ভারতে আসতে পারে টেসলার প্রতিনিধিদল। প্রাথমিকভাবে ৩০০ থেকে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার লগ্নি করবে মাস্কের সংস্থা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর বয়ান যেমন ভারতের শাসক শিবিরকে বার্তা দিয়েছে, তেমনই অস্বস্তিতে ফেলেছে পূর্বতন সরকারকে। একইভাবে আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাস্ককে গুরুত্ব দিলেও নীতিগত প্রশ্নে ট্রাম্প যে তাঁর সঙ্গেও আপস করবেন না, সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

ডন উবাচ

- ভারতে ভোটারদের বুথে উপস্থিতির জন্য আমাদের কেন ২.১০ কোটি ডলার দিতে হবে? আমার ধারণা, ওরা (বাইডেন প্রশাসন) অন্য কাউকে নির্বাচিত করার চেষ্টা করছিল
- উনি (মাস্ক) এখন ভারতে গাড়ি উৎপাদন করতে চাইছেন। ঠিক আছে। কিন্তু এটা আমাদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। খুবই অন্যায় হচ্ছে

শিন্ডেকে হুমকি

মুম্বই, ২০ ফেব্রুয়ারি : মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের গাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ই-মেল মুম্বইয়ের গোরেগাঁও, জেজে মার্গ থানায় আসার সঙ্গে সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করতে নেমে পড়ে পুলিশ। বৃহস্পতিবার মেলকে কেন্দ্র করে হুলুস্থুল পড়ে যায় পুলিশ প্রশাসনে। কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে উপমুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ও দপ্তর। পুলিশ জানিয়েছে, উপমুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই পুলিশকে খবর দিতে বলা হয়েছে।

ওমরের ডিগবাজি

শ্রীনগর, ২০ ফেব্রুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে নিজের আগের মন্তব্য গিলে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। বৃহস্পতিবার আচমকাই তাঁর আগের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ওমর বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার কোনও সুযোগ নেই। সম্প্রতি উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী হামলার বাড়বাড়ন্তের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, পাকিস্তান কাশ্মীরে নাক গলানো চালিয়েই যাচ্ছে। এই অবস্থায় দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয় না।

ওমর বলেন, 'পাকিস্তান কখনওই জম্মু ও কাশ্মীরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ বন্ধ করেনি। এটা ভাবলে ভুল হবে, উপত্যকায় যা হচ্ছে, তা সবই অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাইরের কোনও প্ররোচনা নেই। এই হামলা যতদিন চলবে, ততদিন দিল্লির কোনও সুযোগই নেই ইসলামাবাদের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে কথা বলার।'

২০২৪ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে ৬০টি জঙ্গি হামলায় ১২২ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৩২ জন সাধারণ নাগরিক এবং ২৬ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য।

লোকপালের কাজে সুপ্রিম অসন্তোষ

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : লোকপালের সিদ্ধান্তে তুমুল অসন্তোষ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত। হাইকোর্টের বর্তমান এক বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করেছিল লোকপাল। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট সেই সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দিয়ে বলেছে, লোকপালের এহেন কর্মকাণ্ড 'খুবই বিরক্তিকর ও উদ্বেগজনক'।

এটা বিচারবিভাগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলেও মনে করছে সুপ্রিম কোর্ট। এই বিষয়ে বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিশেষ বেঞ্চ কেন্দ্র, লোকপাল রেজিস্ট্রার এবং অভিযোগকারীকে নোটিশ পাঠিয়েছে।

হাইকোর্টের এক বিচারপতির বিরুদ্ধে লোকপাল দুটি অভিযোগ গ্রহণ করেছিল। অভিযোগ ছিল, বিশেষ একটি সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিতে অভিযুক্ত বিচারক এক জেলা বিচারক এবং হাইকোর্টের আরেক বিচারপতির ওপর প্রভাব খাটিয়েছিলেন।

২৭ জানুয়ারি লোকপাল বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি এএম খানউইলকার জানিয়েছিলেন, লোকপাল বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ যাচাই করেনি, বরং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বিবেচনার জন্য বিষয়টি পাঠিয়েছে।

লোকপালের কথায়, 'আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত হাইকোর্টের কোনও বিচারপতি ২০১৩ সালের লোকপাল আইনের ১৪ নম্বর ধারার আওতায় পড়েন কি না, সেটুকুই কেবল বিচার করা হয়েছে। আমরা এর উত্তর ইতিবাচক দিয়েছি। এর বেশি কিছু নয়। আমরা অভিযোগের সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করে দেখিনি।' তবে সুপ্রিম কোর্ট মনে করছে, এই ঘটনা বিচারবিভাগের স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক।

সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, ২০১৩ সালের লোকপাল ও লোকায়ুক্ত আইনের আওতায় কোনও হাইকোর্টের বিচারপতি পড়েন না। লোকপালের ক্ষমতাই নেই বিচারপতির বিচার করার।

শীর্ষ আদালত অভিযোগকারীর নাম গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। বলেছে, অভিযোগের নথি গোপন রাখতে হবে। এছাড়া লোকপালের আদেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। এই বিষয়ে পরবর্তী শুনানি ১৮ মার্চ হবে।

বাঁচার জন্য আর্তি বন্দিদের

পানামা সিটি (পানামা), ২০ ফেব্রুয়ারি : 'দয়া করে আমাদের বাঁচান। সাহায্য করুন। আমরা নিরাপদে নেই।' মধ্য আমেরিকার পানামা সিটির ডেকাপোলস হোটেলের জানলার গায়ে এমনই চিহ্ন এঁকেছেন বন্দিরা। তাঁদের একটা বড় অংশ ভারতীয়। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, আফগানিস্তান, চিন, ভিয়েতনাম, ইরানের নাগরিকরাও আছেন।

জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়ার লক্ষ্যে নিজেদের সবটুকু সম্বল বিক্রি করে এক ভয়ংকর যাত্রার মধ্যে দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন ভারতীয় সহ ভিনদেশিরা। স্বপ্নের জীবন পাওয়া দূরের কথা, এখন তাঁদের হাতে বেড়ি, পায়ে শিকল। এক দুঃসহ পরিস্থিতি। তা থেকে উদ্ধার পেতে করুণ আর্তিসূচক চিহ্ন তাঁরা ফুটিয়ে তুলেছেন পানামার হোটেলের জানলায়।

এদিকে বন্দিদের আবেদন সম্বলিত বার্তার পরে পানামার ভারতীয় দূতাবাস জানাল, হোটেলে থাকা অভিবাসী ভারতীয়রা নিরাপদে রয়েছেন। তাঁদের মৌলিক সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয়েছে।

এক্স হ্যান্ডেলে ভারতীয় কনস্যুলেট জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ফেরত ভারতীয়রা পানামায় রয়েছেন, তা ভারতকে জানিয়েছে পানামা। দূতাবাসের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে।

আমেরিকা থেকে অবৈধ প্রায় ৩০০ জন পানামায় রয়েছেন। পানামার নিরাপত্তা মন্ত্রী ফ্র্যাঙ্ক অ্যাবরে জানিয়েছেন, 'অভিবাসীরা নিরাপত্তার কারণে আমাদের হেপাজতে রয়েছেন। তাঁদের স্বাধীনতা বঞ্চিত করা হয়নি।'

আমেরিকা ও পানামার অভিবাসন চুক্তির অংশ হিসেবে নির্বাসিতদের খাবার, ওষুধ, স্বদেশে ফেরত ইত্যাদি সব খরচ আমেরিকার। যাঁরা এখান থেকে নিজের দেশে যেতে চাইছেন না তাঁদের পাঠানো হবে পানামা ও কলম্বিয়া সীমান্তের ডারিয়েন জঙ্গলে। পানামায় বন্দি ১৭১ জন স্বদেশে ফিরতে চান। ৯৭ জনের অন্য দেশে যাওয়ার ইচ্ছে। তাঁদের পাঠানো হবে ডারিয়েনে।

তাঁরা নিরাপদে, জানাল ভারত

কেসিআর-কে কাঠগড়ায় তোলা সমাজকর্মী খুন

হায়দরাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি : তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে ছিল সেই মামলার শুনানি। কিন্তু তার আগের দিনই খুন হয়ে গেলেন সমাজকর্মী তথা কংগ্রেস নেতা নাগবল্লি রাজলিঙ্গ মূর্তি। বুধবার রাতে ভূপালপল্লিতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা তাঁকে তাড়া করে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর শাসকদল ও বিরোধীদের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি এই মামলার জন্যই ওই সমাজকর্মীকে খুন হতে হল?

যদিও পুলিশের দাবি, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে খুন হয়েছেন নাগবল্লি। হায়দরাবাদের পুলিশ সুপার সম্পত রাও বলেন, 'সন্দেহ করা হচ্ছে জমি বিবাদের জেরেই খুন করা হয়েছে নাগবল্লিকে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এলাকারই কয়েকজনের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল রাজালিঙ্গের। তবে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।'

কংগ্রেস এই হত্যাকাণ্ডকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে দাবি করে এর জন্য রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওকে দায়ী করেছে। রাজ্যের সড়ক ও ভবন নির্মাণ মন্ত্রী কোমাটিরেড্ডি বেঙ্কট রেড্ডির অভিযোগ, 'কেসিআর ও কেটিআর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কালেশ্বরম সেচ প্রকল্পে দুর্নীতি ফাঁস করায় মরতে হল রাজালিঙ্গাকে।' তাঁর আরও অভিযোগ, ওয়ারাঙ্গল ও কোডাঙ্গলে কংগ্রেস কর্মী ও সমাজকর্মীদের ওপর হামলার পিছনেও বিআরএস নেতাদের উসকানি ছিল। তাঁর কথায়, 'বিআরএস-এর একমাত্র লক্ষ্য খুনিদের ভাড়া করা। তেলেঙ্গানায় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জায়গা নেই। আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রত্যেককে রক্ষা করব।' ভূপালপল্লির কংগ্রেস বিধায়ক গন্দ্র সত্যনারায়ণ রাও এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

মণিপুরে এক সপ্তাহের মধ্যে অস্ত্র ফেরানোর নির্দেশ

ইম্ফল, ২০ ফেব্রুয়ারি : বেআইনি অস্ত্র ফেরানোর জন্য ঠিক এক সপ্তাহ সময় দিলেন মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লা। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সাতদিনের মধ্যেই তিনি বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেন। ভাল্লা জানিয়েছেন, লুট করা ও অবৈধভাবে রাখা অস্ত্র ও গুলি আগামী সাত দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে।

রাজ্যপালের ঘোষণায় বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেরত দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কিন্তু সময়সীমা পার হওয়ার পর যদি কেউ অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র রাখেন, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যপালের কথায়, 'গত ২০ মাস ধরে মণিপুরের জনগণ, পাহাড় ও উপত্যকার বাসিন্দারা ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোর স্বার্থে সব সম্প্রদায়ের উচিত সংঘাত বন্ধ করা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করা।' রাজ্যের তরুণ সমাজের প্রতি আমার আহ্বান, 'আপনারা লুঠ করা ও অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র নিকটবর্তী থানায় জমা দিন। আপনার সহযোগিতায় রাজ্যে শান্তি ফেরাব, কথা দিলাম।'

নামকরণ রূপান্ন

বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারের প্রদর্শনীর নাম করা হল রূপান্ন। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই প্রদর্শনী ঘুরে এই নামকরণ করেন। সেইসঙ্গে বাংলার হাটেরও উদ্বোধন করেন তিনি।

রিপোর্ট তলব

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে রিপোর্ট তলব করল শিয়ালদা আদালত।

স্বাধিকারভঙ্গ

বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও স্বাধিকারভঙ্গের অভিযোগ তুলল শাসকদল। যদিও হিরণের দাবি, মন্তব্যের সপক্ষে তিনি ডেপুটি স্পিকারের কাছে একটি পেপার কাটিং জমা দিয়েছেন।

সময় চাইল রাজ্য

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বৃহস্পতিবার রিপোর্ট জমা দিতে পারল না রাজ্য। এদিন রাজ্যের তরফে হাইকোর্টে দু'সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়।

বই চুরির তদন্তভার সিআইডি-কে

কলকাতা ও ইসলামপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : 'এতগুলি বই অটোরিকশা করে উধাও হয়ে যেতে পারে না। এই ঘটনার নেপথ্যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে', উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর সার্কেলের এসআই অফিস থেকে বই চুরির ঘটনায় এমনটাই মন্তব্য করল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের (দাস) ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার এই মামলার তদন্তভার সিআইডি-কে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, দুজনের পক্ষে কখনওই এই ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়। তাই গভীর ও ব্যাখ্যামূলক অন্তর্নিহিত কারণ প্রকাশ্যে আসা জরুরি। সিআইডি'র এডিজি-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি একজন দক্ষ অফিসারকেই মামলার তদন্তভার দেবেন। নিম্ন আদালতে নিয়মমাফিক তদন্তের অগ্রগতির বিষয়ে জানাবেন তদন্তকারী আধিকারিক। এই প্রসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) রজনী সুব্বার বলেন, 'আমি দায়িত্বভার নতুন করে নিয়েছি। এই বই চুরির বিষয়টি আমার জানা। বিভাগীয় স্তরেও তদন্ত হয়েছে বলে জানি। হাইকোর্টের এই মামলার তদন্তভার সিআইডি'কে সঁপে দেওয়ার বিষয়ে সরকারি কোনও নির্দেশ হাতে পাইনি।'

২০২২ সালে ইসলামপুরের এসআই অফিস থেকে এই বইচুরির ঘটনা ঘটে। পুলিশি তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলে আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। এদিন ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যানের তরফে আদালতি রিপোর্ট দিয়ে জানানো হয়, ২০২৩ সালের শিক্ষাবর্ষের ২,৭৬,২৭৫টি বই ছিল। এর মধ্যে ১,৯৯,০৭৫টি বই চুরি হয়ে যায়। ৪০,৮৪৫টি বই উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে ১,৫৮,২৩০টি বই এখনও উদ্ধার করা যায়নি। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'দুই অভিযুক্ত গোডাউনের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ছিলেন। এত বই নিয়ে যেতে অন্তত দুটো ট্রাক তো লাগবে। এই ঘটনায় শিক্ষা দপ্তরের কোনও আধিকারিক ও পুলিশের মিলিতভাবে তদন্ত করা উচিত ছিল।'

এদিকে, আদালতের নির্দেশের পরেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন ইসলামপুর সদর সার্কেলের এসআই শুভঙ্কর নন্দী। তিনি বলেন, 'আমি এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।' উত্তর দিনাজপুর তৃণমূল শিক্ষা সেলের (প্রাথমিক) জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ চৌহান বলেন, 'হাইকোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানাই। বই চুরির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কড়া শাস্তি হওয়া উচিত।'

সাজছে রাজপথ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আগের দিন। কলকাতায় রবীন্দ্রসদনের কাছে আকাদেমির সামনে। ছবি : আবির চৌধুরী

গরিবের থেকে বিচ্ছিন্ন বামেরা, স্বীকার খসড়ায়

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : মেহনতি মানুষের দল হিসেবে জনসমক্ষে একসময়ে পরিচিত ছিল সিপিএম। কৃষক-শ্রমিক-নিম্নবিত্ত মানুষই ছিল সিপিএমের ভোটব্যাংক। কালক্রমে প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে। খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গেই দূরত্ব বাড়ছে সিপিএমের। রাজ্য সম্মেলনের আগে ৮০ পাতার খসড়া প্রতিবেদনে এমনটাই উল্লেখ করেছে সিপিএম। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর চারটি সম্মেলন পেরিয়েছে। কিন্তু সাংগঠনিক শক্তি তলানিতে ঠেকেছে। দলে মহিলা ও তরুণদের অগ্রভাগে আনার শতচেষ্টাও ফলপ্রসূ হচ্ছে না। দলে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি উদ্বেগজনক বলেও স্বীকার করা হয়েছে।

শনিবার থেকে হুগলির ডানকুনিতে শুরু হচ্ছে সিপিএমের তিনদিনের ২৭তম রাজ্য সম্মেলন। তার আগে খসড়া প্রতিবেদনের ছত্রে ছত্রে দলের নেতা, কর্মীদের ব্যর্থতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগের বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে। খসড়ার ২০ থেকে ৪৭ পাতার মধ্যে জানানো হয়েছে, দলের সঙ্গে গরিবের বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। গরিব মানুষ ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে ক্রমেই দল বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। যা একপ্রকার উদ্বেগজনক। এর নেপথ্যে বুথ স্তর থেকে সাংগঠনিক দুর্বলতাই রয়েছে বলে মনে করছে আলিমুদ্দিন। বহু নেতা রয়েছেন যাঁরা এখনও নেতৃত্বসুলভ মনোভাব থেকে বেরিয়ে

আসতে পারেননি। দলের নীচু স্তর থেকে কর্মীদের একত্রিত করা ও ইস্যুভিত্তিক পথে নামার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা রয়েছে নেতাদের। অনেক নেতারই একক শক্তিতে লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও ভীতি রয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে সিপিএম।

এই সম্মেলনের পরেই রাজ্য কমিটি গঠন করা হবে। বিধানসভা নির্বাচনের গতিপ্রকৃতির মূল ভিত্তি হবে এই রাজ্য কমিটি। তাই এই ভাবনা নিয়েই তরুণ ও মহিলা মুখকে জায়গা দেওয়ার কথা বিশেষভাবে ভাবনাচিন্তা চলছে। তাছাড়াও দলে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা ও এগিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়াস নেওয়ার চেষ্টা করছে সিপিএম। তবে দলীয় খসড়ায় স্বীকার করা হয়েছে, মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি উদ্বেগজনক। তিন বছরে পার্টি সদস্য ২৫ হাজার কমেছে। অনেকে দলের সদস্যপদ নিলেও একবছরের মধ্যে তা ছেড়েও দিচ্ছে। এই বিষয়টিও চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। সদস্য সংখ্যা কমার ফলে বিভিন্ন কমিটিও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। নির্বাচনের সময় বুথে দুর্বলতার বিষয়টিও স্বীকার করা হয়েছে। আর এর ফলেই নির্বাচনি বিপর্যয় ও জনসমর্থন কমেছে বলেও মেনে নেওয়া হয়েছে। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই সিপিএম রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাংগঠনিক ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতি স্বীকার করেছে। ফলে একক শক্তিতে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় কাটিয়ে কীভাবে ঘুরে দাঁড়ানো যাবে, তার সমাধানসূত্র খুঁজবে আলিমুদ্দিন।

গোয়ার রাজ্যপালের বই প্রকাশ

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : তিনি একজন আইনজীবী। বর্তমানে গোয়ার রাজ্যপাল। আবার একজন লেখকও। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সর্বজনবিদিত। বৃহস্পতিবার বহুমুখী প্রতিভাবান পিএস শ্রীধরন পিল্লাই-এর লেখা 'দেবদূতের সান্নিধ্যে' বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় কলকাতার রাজভবনে। উদ্বোধন করেন এই রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

এর আগে ১২৫টি বই লিখেছেন পিল্লাই। মালয়ালম ভাষার অন্যতম জনপ্রিয় লেখক তিনি। তাঁর লেখা 'অন দ্য সাইড অফ দ্য অ্যাঞ্জেল' বইটির বাংলায় অনুবাদ করেন প্রমোদরঞ্জন সাহা। এদিন বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় পিল্লাই ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালয়ালম ভাষার অপর জনপ্রিয় লেখক, দু'বার কেরল সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ই সন্তোষকুমার। এছাড়াও ছিলেন এবছর পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত রাজবংশী ভাষা আন্দোলনের নেতা, শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর হাতে বইটির প্রথম কপিটি তুলে দেন বোস। পিল্লাইয়ের লেখা বইটি প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা, সুখপাঠ্য ও হৃদয়স্পর্শী বলে মন্তব্য করেন নগেন্দ্রনাথবাবু।

মমতার মন্তব্য রেকর্ড থেকে বাদের দাবি

কুম্ভমেলা মুক্তি মেলা : রাজ্যপাল

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের সংঘাত ফের তুঙ্গে উঠল। কুম্ভমেলায় পরপর মৃত্যুর ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন। বৃহস্পতিবার তারই পালটা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কুম্ভমেলাকে তিনি 'মুক্তি মেলা' বা 'মৃত্যুঞ্জয় মেলা' বলে মন্তব্য করেন। রাজ্যপালের এই মন্তব্য ঘিরে রীতিমতো তোপ দেগেছে শাসকদল।

প্রয়াগরাজে এবছর মহাকুম্ভে স্নান করার জন্য কোটি কোটি মানুষ যাচ্ছেন। তারই মাঝে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। শুধু কুম্ভমেলা অঞ্চলে নয়, দিল্লি স্টেশনেও ট্রেন ধরার জন্য হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে বেশকিছু পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এভাবে প্রতিনিয়ত পুণ্যার্থীদের মৃত্যুর ঘটনাকে হাতিয়ার করে আক্রমণে নেমেছে তৃণমূল সহ বিরোধীরা। প্রশ্ন উঠেছে, মোদি সরকার ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের ব্যবস্থাপনা নিয়েও। সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবে এভাবে পুণ্যার্থীদের মৃত্যু হচ্ছে বলে তোপ দেগেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী। মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে মঙ্গলবার মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর প্রতিবাদেই সরব হয় বিরোধী বিজেপি। বৃহস্পতিবার রাজভবন অভিযানও করেন বিজেপির বিধায়করা।

বিজেপির অভিযানের মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কার্যত তোপ দাগেন রাজ্যপাল। এদিন রাজভবনে বই প্রকাশের এক অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মত প্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে কেউ মত প্রকাশ করতে পারেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে স্বাগত জানাই।' একইসঙ্গে রাজ্যপালের মন্তব্য, 'রাজ্যপাল হিসেবে কুম্ভমেলা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না। আমিও কুম্ভমেলায় গিয়েছি। তবে বলতে পারি, এই মেলা দেশের মহান ঐতিহ্যের ধারক। ভক্তরা এখানে আত্মশুদ্ধির জন্য আসেন। এই মেলাকে আমি 'মুক্তি মেলা' বা 'মৃত্যুঞ্জয় মেলা' বলে মনে করি।'

> মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মতপ্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে কেউ মতপ্রকাশ করতে পারেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে স্বাগত জানাই।
>
> **-সিভি আনন্দ বোস,** *রাজ্যপাল*

রাজ্যপালের এই মন্তব্যের পালটা তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'বিজেপি ও আরএসএস হিন্দু ধর্ম নিয়ে ফুটবল খেলছে।' তাঁর মতে, যদি কথা শুনতেই হয়, তাহলে শংকরাচার্যের কথা কেন শুনছে না ওঁরা? শংকরাচার্যই হলেন হিন্দু ধর্মের ধারক ও বাহক। তাঁরাও তো পক্ষান্তরে মুখ্যমন্ত্রীর কথাই বলছেন। বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ অবশ্য রাজ্যপালের মন্তব্যকে সঠিক বলেছেন। তাঁর কথায়, এত মৃত্যুর পরেও কিন্তু কুম্ভমেলায় পুণ্যার্থীদের সংখ্যা কমছে না। ভাবা হয়েছিল, ৪৫ কোটি ভক্ত আসবেন। এখন দেখা যাচ্ছে, এই সংখ্যা ৭০ কোটি ছাড়াবে। দিলীপ তাঁর বক্তব্যের পক্ষে বলেন, 'কুম্ভ বা কাশীতে মৃত্যু হলে সরাসরি স্বর্গে যাওয়া যায়। এটা হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস। জানি না, মুখ্যমন্ত্রী কোন ধর্মের বিশ্বাস থেকে তাঁর ওই মন্তব্য করেছেন। যে কোনও বড় ধরনের ব্যবস্থায় কিছুটা সমস্যা থাকে। গঙ্গাসাগর মেলাতেও মৃত্যু হয়েছে। এজন্য কাউকে দায়ী করতে নেই। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর মন ছোট। তাই এই সমস্ত বলছেন। যেখানে সারা বিশ্বের মানুষ প্রশংসা করছেন, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা মনের মধ্যে পাপেরই প্রতিফলন।'

অন্যদিকে, মহাকুম্ভ ইস্যুতে সুর চড়াতে এদিন বিধানসভায় আরও একদফা বিক্ষোভ দেখানোর পর বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পরে রাজভবনের বাইরে শুভেন্দু বলেন, 'মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে বিধানসভার রেকর্ড থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আমরা রাজ্যপালের কাছে দাবি জানিয়েছি। বিরোধী দলনেতা সহ চার বিজেপি বিধায়ককে অসংবিধানিকভাবে সাসপেন্ড করেছেন স্পিকার। স্পিকারের সেই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও আমরা রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়েছি। শাসকদলের দুই বিধায়ক সংবিধান বহির্ভূতভাবে শপথ না নিয়েও বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন, এমনকি বক্তব্য রাখছেন। এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।'

ইউজিসি'র প্রস্তাবের পালটা প্রস্তাব রাজ্যের

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা কাড়তে চাইছে কেন্দ্র। সেই লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন বা ইউজিসি'র মাধ্যমে দেশের সব রাজ্যকে খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়েছে কেন্দ্র। অভিযোগ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় কেন্দ্রের পাঠানো এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পালটা প্রস্তাব গ্রহণ করল রাজ্য।

প্রস্তাবের ওপর আলোচনার শেষে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'চলতি বছরে ইউজিসি যে খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়েছে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নিয়োগের জন্য গঠিত সার্চ কমিটিতে রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধি রাখা হয়নি। সংবিধানে শিক্ষা কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ বিষয় বলে চিহ্নিত। অথচ ইউজিসি'র এই খসড়া প্রস্তাবের মাধ্যমে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলেই আঘাত করার চেষ্টা হচ্ছে। সবরকম আইন এবং সংবিধানকে কীভাবে কুক্ষিগত করা যায় এই প্রস্তাব তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শিক্ষামন্ত্রীর মতে, এই প্রস্তাব অনুমোদিত হলে রাজ্যের কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের কোনও ভূমিকাই থাকবে না।

গন্তব্য বাংলাই, একমত দেবী শেঠি

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বাংলা মানেই ব্যবসা। রাজ্য সরকারের এই স্লোগানে সিলমোহর দিয়ে গেলেন বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দেবী শেঠি। বৃহস্পতিবার নিউটাউনে ১১০০ শয্যার একটি হাসপাতালের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের মঞ্চে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বসিয়ে নারায়ণা হেলথের চেয়ারম্যান ডাঃ শেঠি বললেন, 'আপনাকে জানিয়ে রাখি, আপনার সরকারের ক্লার্ক থেকে মন্ত্রী সবাই আপনার স্বপ্নপূরণের জন্য কাজ করে চলেছেন। আমি এর আগের বছরের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এসে আপনাকে বলেছিলাম, আমাদের বড় জমি দিলে এখানে আমরা সাধারণ মানুষের জন্য হাসপাতাল করতে পারি। যে কোনও রাজ্যে এইসব কাজে বছরখানেক লাগে। কিন্তু সবাই মিলে আমাদের এমনভাবে সাহায্য করলেন যে আমরা তিনমাসে জমি পেয়ে গেলাম। আর ছ'মাসের মধ্যে আমাদের হাতে হাসপাতাল বিল্ডিং তৈরির সমস্ত কাগজপত্র চলে এসেছে। তাই আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলছি, সত্যিই বাংলা মানেই ব্যবসা।'

মুখ্যমন্ত্রী রিমোট কন্ট্রোলে শিলান্যাস করে ডাঃ শেঠিকে পালটা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'আমি আশা করব এই হাসপাতাল সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের উপকারে আসবে। এটি হবে সারা দেশের অন্যতম বৃহত্তম হাসপাতাল।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এদিন ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, হিডকোর চেয়ারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, রাজ্য সরকারের উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম প্রমুখ।

মমতা ডাক্তারদের এই প্ল্যাটফর্মে রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য মাইলফলকগুলি তুলে ধরেন। জানিয়ে দেন, ডোমজুড়ে একজনের পোলিও হওয়ায় বিশ্বের দরবারে দেশ কালো তালিকাভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। পোলিও টিকা খাওয়ানোর ব্যাপারে অনেকেই কুসংস্কারে ভুগছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি এই রাজ্যে পুরোহিত ও ইমাম ভাতা চালু করি। সেই সঙ্গে বলে দিই, আপনাদেরও এমন কিছু কাজ করতে হবে, যাতে সমাজের ভালো হয়।' ইমাম ভাতা নিয়ে সমালোচনার জবাবে মমতা এদিন পোলিও নির্মূলকরণের কাজকে জুড়ে দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তার সুদূরপ্রসারী ফলকে। সব ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার বিষয়টিও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। ভোটের মতো স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও যে সমাজের সব স্তরের মানুষের ভরসা অর্জন করা জরুরি, তাও উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, 'এই রাজ্যে ৬ শতাংশ আদিবাসী, তপশিলি জাতির মানুষ রয়েছেন ২৫ শতাংশ, ৩৩ শতাংশ মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়। সবাইকে নিয়ে চললেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনা সম্ভব। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।'

> যে কোনও রাজ্যে এইসব কাজে বছরখানেক লাগে। কিন্তু সবাই মিলে আমাদের এমনভাবে সাহায্য করলেন যে আমরা তিনমাসে জমি পেয়ে গেলাম।
>
> **-ডাঃ দেবী শেঠি**

তৃণমূল সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় আসার আগের স্বাস্থ্যচিত্রের সঙ্গে এখন কতটা ফারাক হয়েছে, তার খতিয়ানও তুলে ধরেন তিনি। সন্তানের জন্মের সময়ে মায়ের মৃত্যুর কারণে অসহায় হয়ে পড়া শিশুদের জন্য এরাজ্যে মাতৃদুগ্ধের ব্যাংক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগে বাড়িতে ডেলিভারি হত ৬০ শতাংশ মায়েদের। এখন সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য ওয়েটিং সেন্টার করার ফলে ৯৯ শতাংশ শিশুর জন্মই হচ্ছে হাসপাতালে। এছাড়া জেলায় জেলায় ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট সহ নানা উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন।

ডাঃ শেঠি বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠানে বহু নিম্ন আয়ের মানুষ চাকরি করে। আমরা বহুদিন থেকেই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে খরচ কমানোর চেষ্টা করছি। আমরা এমন স্বাস্থ্য পলিসি এনেছি যাতে ১০ হাজার টাকা বার্ষিক প্রিমিয়ামে এক কোটি টাকার চিকিৎসা ও অপারেশন খরচ পাওয়া সম্ভব। দু'টি পর্যায়ে এই হাসপাতালকে ১১০০ শয্যায় উন্নীত করা হবে বলে তিনি জানান।

সমবায় ব্যাংকে নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টে পড়ে ৫৮৩ কোটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : জানুয়ারিতে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সমবায় ব্যাংকের দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকা অ্যাকাউন্টগুলি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, সমবায় ব্যাংকের ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে কালো টাকা গচ্ছিত রাখা আছে। গত ৩ জানুয়ারি রাজ্যের সব সমবায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে রেজিস্ট্রার অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটির স্বাক্ষরিত চিঠি পাঠায় সমবায় ডিরেক্টরেট। তারপরই দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকা অ্যাকাউন্টগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু হয়।

এখনও পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, রাজ্যের সমবায় ব্যাংকগুলির দীর্ঘদিন লেনদেন না হওয়া অ্যাকাউন্ট বা ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টে প্রায় ৫৮৩ কোটি টাকা গচ্ছিত রাখা আছে। তার মধ্যে ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের অনুমতি রয়েছে এমন কৃষি সমবায় সমিতির খাতাতেই প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা রয়েছে। ওই অ্যাকাউন্টগুলির কেওয়াইসি নতুন করে চাওয়া হয়েছে।

রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'সমবায় ব্যাংকগুলিতে যে নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টগুলি রয়েছে, সেগুলি কারা ব্যবহার করে বা এত টাকা কেন দীর্ঘদিন লেনদেন না করে রেখে দেওয়া হয়েছে, তা আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।'

সমবায় দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, মূলত কালো টাকা নিরাপদে গচ্ছিত রাখতেই সমবায় ব্যাংকগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের টাকাও থাকতে পারে, আবার কালো পথে রোজগার করা ব্যবসায়ীদের টাকাও থাকতে পারে। নতুন করে কেওয়াইসি জমা পড়লে সেই ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে।

সমবায় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষি সমবায় সমিতিতে প্রাথমিকভাবে ৭৬.৫ শতাংশ কেওয়াইসি জমা হয়ে আছে। রাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং জেলা সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলিতে ৯৬ শতাংশ কেওয়াইসি জমা আছে। আরবান কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলিতে ৭২.৪৮ শতাংশ কেওয়াইসি জমা হয়ে রয়েছে। রাজ্য এবং প্রাথমিক স্তরে সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকগুলিতে ৬১.৮২ শতাংশ কেওয়াইসি জমা আছে। অর্থাৎ কোনও ক্ষেত্রেই ১০০ শতাংশ কেওয়াইসি জমা নেই। এরপরই চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই গ্রাহকদের কেওয়াইসি সংক্রান্ত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য সমবায় ব্যাংক, জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং আরবান কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলির ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টে পড়ে থাকা টাকা রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা। তবে এই পদক্ষেপ করার আগে রাজ্য সরকার এই অ্যাকাউন্টগুলির যাবতীয় তথ্য আরও একদফা যাচাই করে করে নিতে চাইছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ ঢাকে কালো মেঘে। বেলা বাড়তেই বেশ কয়েকটি জায়গায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে জনজীবন বেশ খানিকটা ব্যাহত হয়। রবিবার পর্যন্ত এই আবহাওয়া চলবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। ছবি : আবির চৌধুরী

গুলিবিদ্ধ চণ্ডীতলার আইসি

রহস্যময়ী নারীতে জল্পনা

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বুধবার গভীর রাতে হাওড়ার নেতাজি সুভাষ রোডে গুলিবিদ্ধ হলেন হুগলির চণ্ডীতলা থানার আইসি জয়ন্ত পাল। পেশায় পানশালার নৃত্যশিল্পী বান্ধবী টিনাকে নিয়ে বুধবার বিকালে হাওড়ার একটি শপিং মলে প্রায় ৩০ হাজার টাকার কেনাকাটা করেছিলেন জয়ন্তবাবু। তারপর বান্ধবীকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। হাওড়ার ঘোষপাড়া এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে তাঁকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর তাঁরাই তাঁকে আন্দুল রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু হুগলির এই পুলিশ অফিসারের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ রহস্য দানা বাঁধছে। ইতিমধ্যেই হাওড়া সিটি পুলিশ একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমও গঠন করেছে। পাশাপাশি তদন্ত করছে শিবপুর থানার পুলিশ। গত কয়েক মাস ধরেই সাঁকরাইল থানা এলাকার বাসিন্দা ইতি দাম ওরফে টিনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় জয়ন্তবাবুর। সেই সূত্রেই তিনি হাওড়ায় একটি ফ্ল্যাটও ভাড়া নিয়েছিলেন। মাঝেমধ্যেই সেই ফ্ল্যাটে টিনাকে নিয়ে যেতেন। তবে গুলি কে করল, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। জয়ন্তবাবুর কাছে তাঁর সার্ভিস রিভলভারটিও উদ্ধার হয়েছে।

ইতিমধ্যেই পুলিশ ওই বান্ধবী সহ তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী থানার আইসি তাঁর এলাকার বাইরে গেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। এমনকি তাঁর সার্ভিস রিভলভারও জমা রাখতে হয়। কিন্তু তিনি কোনওটিই করেননি। একটি গাড়িতে পুলিশ স্টিকার মেরে তিনি এসেছিলেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বিপুল পরিমাণে কেনাকাটা নিয়েই টিনার সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। তারপরই জয়ন্তবাবুর বাঁ-হাতে গুলি লাগে। কিন্তু গুলি কে করল, তা নিয়েই ধন্দ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পক্ষ থেকে এই নিয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের কর্তারা জানিয়েছেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই পুলিশ ওই গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালিয়েছে। সেখানে একটি ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে। ওই ব্যাগে যৌনতাবর্ধক ওষুধ ও কন্ডোম পাওয়া গিয়েছে। বুধবার রাতে বান্ধবীকে নিয়ে হাওড়ায় ভাড়া করা ফ্ল্যাটে জয়ন্তবাবুর যাওয়ার কথা ছিল কি না, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পাশাপাশি বাকি যে দুই তরুণ সেখানে ছিলেন, তাঁদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ।

দুয়ারে উচ্চমাধ্যমিক
বাড়তি চাপ একদম নয়

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য
প্রধান শিক্ষক
বানারহাট উচ্চবিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

শিক্ষকতার দীর্ঘ জীবনে অনেক পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবকদের বলতে শুনেছি, সারাবছর ঠিকঠাক পড়াশোনা করেও নাকি পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল হয়নি। আরেকদল আবার আশাতীত ভালো রেজাল্ট করেছে। শুধুমাত্র বইয়ে মুখ গুঁজে থাকলে সাফল্য আসবে, এর কিন্তু কোনও গ্যারান্টি নেই। রুটিন মেনে লেখাপড়ার পাশাপাশি চাই সঠিক পরিকল্পনা ও টাইম ম্যানেজমেন্ট। উচ্চমাধ্যমিক দাঁড়িয়ে দুয়ারে। দিন যত এগিয়ে আসছে, পড়ুয়াদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বাড়ছে। তবে বাড়তি মানসিক চাপ ঝেড়ে ফেলতে পারলেই মঙ্গল।

পুরো সিলেবাস শেষ করতে পারিনি, মেধাতালিকায় নাম তুলতে হবে কিংবা স্কুলে ফার্স্ট হতে হবে গোছের প্রত্যাশা, পরিবারের চাপ, পরীক্ষা-ভীতি ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের ওপর মানসিক চাপ তৈরি করে। একেবারে শেষ মুহূর্তে ‘স্টেজে মেরে দেওয়ার’ মানসিকতা কাউকে আবার পথে বসিয়ে দেয়। যতটা প্রস্তুত হয়েছ তুমি, এখন সেটা রিভিশনের ওপর জোর দিতে হবে। নতুন কিছু পড়তে বসলে বাকিটা ঘেঁটে ঘ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিভিন্ন বিষয়ের মূল টপিকগুলো একটি খাতায় পরপর লিখে নাও। তারপর সেটা ধরে রিভিশন দাও।

বিগত বছরের প্রশ্নপত্র অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখো। প্রশ্নপত্রের প্যাটার্ন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। কোন অধ্যায় থেকে কত নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে, তার একটা ধারণা তৈরি হয়ে যাবে। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শ নাও।

আমার মতে, একনাগাড়ে না পড়াই উচিত। একদিনে কোন কোন বিষয় পড়বে, প্রথমে সেটা আগে ঠিক করো। তারপর কত ঘণ্টা পড়বে, সেটা নির্দিষ্ট করে সময়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নাও। ন্যূনতম ২৫ মিনিটের স্ল্যাব হতে পারে। ২৫ মিনিট পড়ে তিন থেকে চার মিনিটের বিরতি, তারপর আবার ২৫ মিনিটের পাঠ। এভাবে ৪টি স্ল্যাব শেষ করে একটা দীর্ঘ বিরতি নাও। তবে বিরতিপর্বে অন্য কোনও দিকে মন দেওয়া চলবে না। জল খাওয়া, হাঁটাচলা কিংবা চোখ বন্ধ করে স্থির থাকতে হবে।

এখন থেকে রাত জাগা বন্ধ। পর্যাপ্ত ঘুমের সঙ্গে হালকা ব্যায়াম দরকার। হালকা ব্যায়ামে শরীরে প্রাকৃতিক স্ট্রেস রিলিভার ‘এন্ডোরফিন’ নিঃসরণ হয়, যা প্রাক্ষোভিক শিথিলতা ও সুস্থতার সুখানুভূতি নিয়ে এসে চাপমুক্ত রাখে। এইসময় খাওয়াদাওয়া নিয়ে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। বেশি তেল-ঝাল-মশলাযুক্ত খাবার, জাঙ্ক ফুড থাকুক দূরে। ভিটামিন-সি যুক্ত ফল, শাকসবজি বেশি করে খেতে হবে (ফল খেলে যাদের হজমে সমস্যা হয়, তারা বাদে)। যেমন- পেয়ারা, লেবু, কমলা, পেঁপে, ক্যাপসিকাম, টমেটো, ব্রোকোলি ইত্যাদি। পড়তে পড়তে খিদে পেলে মুড়ি, সুজি, পোহা জাতীয় হালকা খাবার খেতে পারো। ডার্ক চকোলেটও খাওয়া যেতে পারে। চা বা দুধ খেতে হলে চিনি কম। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষা ভালো দিতে হলে শরীর ও মন- দুইই সুস্থ রাখা জরুরি।

সোশ্যাল মিডিয়ার দরজা আপাতত তোমাদের জন্য বন্ধ। মন যেন কোনও পরিস্থিতিতেই অন্যদিকে না যায়। মোবাইল ব্যবহার করলেও তা প্রস্তুতির স্বার্থে এবং সীমিত সময়ের জন্য। পরীক্ষার দিনে শুরুর ন্যূনতম এক ঘণ্টা আগে বই দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। অযথা টেনশন একেবারে নয়।

প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পর সেটা ভালোমতো পড়ে নিতে হবে আগে। সেখানে লেখা সমস্ত নির্দেশিকা দেখার পর কোন বিভাগের জন্য কত সময় বরাদ্দ করবে সেটা ভেবে নিও। এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটির উত্তর সহজ তোমার কাছে, সেটা আগে লেখা উচিত। সম্পূর্ণ লেখা শেষ করার পর প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত মিলিয়ে নাও। কোনও জানা প্রশ্ন বাদ পড়ল কি না, সব উত্তর লিখেছ কি না, প্রশ্নের নম্বর সঠিক লিখেছ কি না ইত্যাদি দেখার জন্য হাতে যেন দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় থাকে। এই টাইম ম্যানেজমেন্টেরও প্রস্তুতি দরকার আগে থেকে। ঘড়ি ধরে বাড়িতে যখন মকটেস্ট দেবে, তখন সেটা যেন হলের মতো হয়। অর্থাৎ প্রথমে প্রশ্ন নিয়ে পড়া, তারপর উত্তরপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য লেখা, উত্তর লেখা শেষে মেলানো এবং বাকি সমস্ত কাজ শেষ করতে কতক্ষণ সময় লাগছে, সেটা দেখে নাও। বেশি সময় খরচ হলে সেটা কমিয়ে আনতে কী করতে হবে, শিক্ষকের কাছ থেকে সেই সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে হবে। বারবার মকটেস্ট তাই অপরিহার্য।

নিজের প্রস্তুতি অনুযায়ী চেষ্টা করা তোমার ওপর। শুধু ভরপুর আত্মবিশ্বাস চাই। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধীর-স্থিরভাবে চলো। মাথা ঠান্ডা রাখো। যে কোনও সমস্যায় বাবা-মা, অভিজ্ঞ শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলো। ভালো থেকো। সকলের পরীক্ষা ভালো হোক।

অভীক দাস

২০২৪ সালের উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম। আলিপুরদুয়ারের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের প্রাক্তন পড়ুয়া।

১. গতবছর ‘শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিপর্বে’ কতটা চাপ ছিল তোমার ওপর?

অভীক : বাড়তি চাপ ছিল না একেবারেই। সারাবছর পড়াশোনা ও অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার সুবাদে আগে থেকে প্রস্তুতি ছিল ভালো। পরীক্ষা ভালো হবে, সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। তাই চাপ নিতে হয়নি। সাধারণভাবে কেটেছে শেষ কয়েকটা দিন।

২. চাপ নেওয়া কতটা ঝুঁকিপূর্ণ এখন?

অভীক : বেশি চাপ নিলে পুরোনো পড়া ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই হালকা মুডে কাটানো উচিত। শুধুমাত্র রিভিশন দেওয়া যেতে পারে।

৩. যে ক’টা দিন বাকি, তার রুটিন কেমন হতে পারে?

অভীক : পরীক্ষার আগে রাত জাগা ঠিক নয়, আবার খুব সকালে উঠে পড়তে বসারও প্রয়োজন নেই। সাধারণ রুটিনে থাকা ভালো। দুপুরে ও সন্ধ্যায় বেশি পড়া যেতে পারে। ঘুম নষ্ট করবে না। পরীক্ষার কয়েকদিন আগে থেকে রিভিশন, মক টেস্ট দেওয়া যেতে পারে। বিষয় ধরে ধরে যে ভুলগুলো সামনে আসবে, সেগুলো ঠিক করে নাও।

৪. এবারের পরীক্ষার্থীদের জন্য আর কোনও পরামর্শ?

অভীক : যাদের ভালো প্রস্তুতি রয়েছে, তারা নিজেদের ভালো-খারাপ দুটো দিক জানে। এমনকি শিক্ষকরা নিশ্চয় ধরিয়ে দিচ্ছেন। যে ভুলভ্রান্তিগুলো রয়ে গিয়েছে এখনও, সেসব কাটিয়ে নিতে হবে। বিষয়ভিত্তিক মক টেস্টে জোর দাও। বিগত বছরের প্রশ্ন আরও একবার ভালো করে দেখে যেতে পারে। কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে, তা থেকে আন্দাজ মিলতে পারে।

৫. মক টেস্ট ও রিভিশনে তোমার স্ট্র্যাটেজি কী ছিল?

অভীক : আমার উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতি বেশ কয়েকদিন আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষার কয়েকদিন আগে সময় ধরে মহড়া পরীক্ষা দিতাম। যেভাবে কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হয়, ঠিক তেমন। পুরো ঘড়ি ধরে। কোনও বিষয় বাদ দিইনি। রিভিশন সেভাবে দিয়েছি। যেগুলো বেশিক্ষণ মনে থাকত না, সেগুলো বারবার রিভিশন দিতাম।

৬. যারা সারাবছর প্রস্তুতি নেয়নি বা নিতে পারেনি, তাদের এখন কী করা উচিত?

অভীক : শেষমুহূর্তে পুরো বই তো পড়া সম্ভব নয়, তবে কিছু পড়া যেতে পারে পরিকল্পনামাফিক। এক্ষেত্রে শিক্ষকের পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন বিষয়ে কোন ধরনের প্রশ্ন প্রায় প্রতিবছর বেশি আসে, সেসবের ওপর জোর দিতে হবে। যে প্রশ্নগুলো বেশি আসে, সেগুলোর সহজ উত্তর শিখতে হবে। শেষ সময় অনেক বেশি কিছু একবারে পড়তে গিয়ে গুলিয়ে যেতে পারে। তাই সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন।

ভাষা দিবসে শামিল হোক নতুন প্রজন্ম

মেহেবুব আলম

২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। গর্বের বিষয় হল, এর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ভাষা জড়িত। গোটা বিশ্বজুড়ে চর্যাপদের সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাংলা ভাষা আজ একবিংশ শতাব্দীর দুটি দশক পেরিয়ে এসেছে। স্বাধীনতা উত্তর পূর্ব পাকিস্তান, অসম ও পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষীরা নানা প্রতিকূলতায় পড়েছিলেন। পূর্ববঙ্গে অন্য একটি ভাষার আগ্রাসন থেকে মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে এবং মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার অর্জন করতে ভাষাপ্রেমী বাঙালিরা প্রাণ দিয়েছিলেন। আবার মানভূমেও বিশাল ভাষা আন্দোলন হয়েছিল এবং মাতৃভাষার জন্য অসমের কাছাড়ে ‘জান দিব, জবান দিব না’ স্লোগান দিয়ে এগারোজন বাংলাভাষী প্রাণ দিয়েছিলেন। বাঙালি হিসেবে এমন ইতিহাস আমাদের কাছে কম গর্বের নয়।

একজন বাংলা ভাষার শিক্ষার্থী হিসেবে আজকের দিনে মনে প্রশ্ন জাগে, আমাদের কাছে বাংলা ভাষার গুরুত্ব কতটুকু? ইংরেজি-হিন্দিমাধ্যমের বিদ্যালয়ে অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের পাঠাচ্ছেন, যেখানে বাংলা ভাষাকে সেকেন্ড বা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে দেখা যায়। শিক্ষিত অভিভাবকরা সন্তানদের বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইংরেজি ভাষাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, ফলে বাংলা ভাষা বিপদগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। লেখাপড়া, সরকারি কাজ, প্রেম নিবেদন বা ক্ষোভ প্রকাশে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য থাকার কারণে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব সংকটের মুখে। বাঙালি সন্তানরা মা-বাবাকে মম-ড্যাড বলতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং অভিভাবকরা সন্তানের বাংলার দুর্বলতা নিয়ে তৃপ্তি পান। বাংলা ভাষা তাঁদের কাছে আর ‘মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা’ নয়। এ আত্মঘাতী চিন্তা শিশুদের শৈশব থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মানসিকতা তৈরি করে। ‘আতা গাছে তোতা পাখি’র পরিবর্তে এখন শিশুরা ‘টুইংকেল টুইংকেল লিটল স্টার’ শিখছে। বাংলা ছড়া, বই, গান এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন প্রজন্মের শিকড়ের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। একজন বাংলা শিক্ষার্থী হিসেবে এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে ব্যাংক বা সরকারি দপ্তরে গেলে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার প্রবল দাপটের মুখোমুখি হতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি হিন্দি ভাষার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়, যেখানে আঞ্চলিক ভাষা অবহেলিত। যদিও হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা নয়।

আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উদযাপিত হচ্ছে। আশা করি, ভাষা নিয়ে এই উদযাপন সকল বাঙালির মধ্যে ভাষার গুরুত্বের ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াবে। আন্তর্জাতিক ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি মাতৃভূমির বাংলা ভাষাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে এবং নতুন প্রজন্মকে বেশি করে মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করালে এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে।

(লেখক কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষণা করছেন)

ফ্রেম ইন

প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক নাটকে চিকিৎসক ও রোগীর সাজে পড়ুয়ারা। ইসলামপুরে বৃহস্পতিবার। ছবি : রাজু দাস

উৎসাহ বাড়াচ্ছে ‘মাসের সেরা পড়ুয়া’

গৌতম দাস

রমণীকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ে ঢুকেই বাঁদিকে বাগানে ফুটে রকমারি ফুল। পাশের দেওয়ালে লেখা, ‘দর্শনে অনুভব করুন, স্পর্শে নয়’। মাঠের চারদিক সবুজে ঘেরা। দেবদারু, নিম, আমলকী সহ কত কী গাছ। ডানদিকে মিড-ডে মিল রান্নার ঘরের পাশেই সবজি বাগান। জৈব পদ্ধতিতে সারাবছর চাষাবাদ হয় সেখানে। লাউ, কুমড়ো, লেবু ও পেঁপের মতো নানা সবজি ফলেছে। সেসব রান্না হয় মিড-ডে মিলে। পড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতেই বাগানের ভাবনা মাথায় এসেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষের। মাঝেমধ্যে লেবু থাকছে মেনুতে। এছাড়া বিশেষ দিনগুলোতে পিঠে, পায়েস কিংবা পনির পাতে পড়ে খুদেদের। সেদিন আবার খাবার পরিবেশন করা হয় তাজা কলাপাতায়।

বিদ্যালয়ের ভেষজ উদ্যানে কালমেঘ, ব্রাহ্মী, কুলেখাড়া, থানকুনি, তুলসী, অ্যালোভেরা, পাথরকুচি সহ বিভিন্ন ঔষধি চোখে পড়ল। প্রতিটির পাশে গাছের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি লেখা বোর্ডে। মূলত পড়ুয়ারাই সব গাছের পরিচর্যা করে। একইসঙ্গে তাদের গুণাবলি শেখা হয়ে যায়। গতবছর কোচবিহার জেলা আয়ুষমেলায় ভেষজ বাগানের জন্য সেরা পুরস্কার জিতে নেয় স্কুলটি।

শ্রেণিকক্ষের বাইরের দেওয়ালের বিভিন্ন জায়গায় কালো হরফে লেখা সচেতনতামূলক বার্তা। যেমন, ‘প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ব্যবহার করা ঠিক নয়’, ‘বিদ্যালয়কে রোগমুক্ত রাখতে শৌচালয়ে জল ব্যবহার করতে হবে’, ‘মাঠ, শ্রেণিকক্ষ ও শৌচালয়ে প্লাস্টিক বা কাগজ ফেলে নোংরা করা উচিত নয়’ ইত্যাদি। দুপুরের খাওয়ার আগে হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে নেয় ছোটরা। বেসিনের ওপরে দেওয়ালে ছবি সহ পাঁচটি ধাপে হাত ধোয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। পুরো বিষয়টির ওপর অবশ্য কড়া নজর রাখেন শিক্ষকরা।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামগঞ্জে ১৯৯৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল রমণীকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়। আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠান আর পাঁচটা সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুল থেকে আলাদা।

ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেসরকারি স্কুলের দাপটে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। এখানে অবশ্য উলটো ছবি। আহামরি না হলেও, সংখ্যা আশা জাগায়। পাঁচ বছর আগেও প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪২। বর্তমানে সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ৮১। আরও বাড়ানোর নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষকরা।

বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা পাঁচ। বেসরকারি স্কুল থেকে প্রতিবছর কিছু কিছু পড়ুয়া এসে ভর্তি হচ্ছে। ছবিটা বদলাতে শুরু করল কবে থেকে?

২০২০ সাল থেকে শিক্ষকদের নিত্যনতুন পরিকল্পনা, খেলার ছলে পড়াশোনা, নাচ-গান-কুইজ প্রতিযোগিতা, ‘স্টুডেন্ট অফ দ্য মান্থ’, আনন্দ পরিসর (সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান) ইত্যাদি শুরু হল। তারপর থেকে ধীরে ধীরে প্রতিটা শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়া সংখ্যা বাড়ছে। জানুয়ারিতে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন দ্বিজেন রায়। তাঁর কথায়, ‘শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে পড়াশোনা সহ সার্বিক বিকাশে জোর দেওয়া হচ্ছে। তাদের আগ্রহ বাড়াতে প্রতিমাসে প্রতিটি শ্রেণি থেকে সেরা পড়ুয়া নির্বাচন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার।’

বিদ্যালয়ে দেখা হল প্রাকপ্রাথমিকের তীর্থ বর্মন, প্রথম শ্রেণির রেখা বর্মনের সঙ্গে। সকলের এক কথা, ‘স্কুলে খেলাধুলো, নাচ-গান, কবিতা, যোগ শেখানো হয়। আমাদের ভীষণ ভালোলাগে তাই রোজ আসতে। ক্লাসে খুব ভালো পড়ান স্যাররা।’

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে গঠিত হয় ‘শিশু সংসদ’। সেখানে প্রধানমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনোনীত হয়। তারা এক বছর দায়িত্বে থাকে। পড়ুয়াদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে ‘ধানসিঁড়ি’ নামের একটি দেওয়াল পত্রিকা। বাছাই করা লেখাগুলো ছাপানো হয় সেখানে। এতে ওরা উৎসাহ পায়। এছাড়া শরীর সুস্থ রাখার পাঠ দেওয়া হচ্ছে স্কুলে। সপ্তাহে একদিন প্রশিক্ষক এসে যোগ প্রশিক্ষণ দেন ছোটদের। ‘স্টুডেন্ট অফ দ্য মান্থ’ শিরোপা পেয়েছে। জুয়েলের বাবা মৃণাল দাসের কথায়, ‘আমার ছেলেকে একটি বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করেছিলাম। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনার মান, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি যত্ন, নতুন ধরনের উদ্যোগ বাকি বাচ্চাদের বেশ উৎসাহ দিচ্ছে দেখে ওকে এখানে নিয়ে এলাম।’

প্রতিটি শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালজুড়ে আঁকা পাঠক্রমের বিষয়বস্তু। স্বাধীনতা দিবসে মনীষীদের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যা উদ্বুদ্ধ করে বাচ্চাদের। প্রতিবছর খুদেদের নিয়ে বনভোজনে যান শিক্ষকরা। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নানা বিভাগে অংশ নেয় পড়ুয়ারা। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্য শিক্ষকদের নিজস্ব তহবিল রয়েছে। মাসমাইনে থেকে টাকা বাঁচিয়ে সেখানে তাঁরা জমান বছরভর।

গত মাসে তৃতীয় শ্রেণি থেকে জুয়েল দাস, চতুর্থ শ্রেণির রিয়া মোদক, পঞ্চমের শ্রীজিতা বর্মনরা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে জমি দান করেন প্রয়াত রমণীকান্ত দেবনাথ। তিনি এলাকায় শিক্ষানুরাগী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রমণীকান্ত ছাড়া এলাকার আরও বহু মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে রজত জয়ন্তী বর্ষে পা রেখেছে এই বিদ্যালয়। বিভিন্ন কারণে সুনাম ছড়ালেও কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়ে গিয়েছে এখনও। সীমানা প্রাচীর নেই, বড় ডাইনিং হল প্রয়োজন, দরকার পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা। শিক্ষা দপ্তর এবং ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া যা সম্ভব নয়।

ভালোবাসার ভাষা

হীনম্মন্যতা সরিয়ে চলুক মাতৃভাষার চর্চা

উৎপল মণ্ডল

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক যদিও একটু ঘনিষ্ঠ কিন্তু আসলে এই দিনটি পৃথিবীর যে কোনও দেশেরই মাতৃভাষাকে চর্চা এবং চর্যা করে তোলার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ জামানির একটি গবেষণা সংস্থার বিচারে পৃথিবীতে নাকি প্রতি ১৪ দিনে একটি করে ভাষার অপমৃত্যু ঘটে চলেছে। তাহলে তো প্রতি ১৪ দিন অন্তর কোনও না কোনও মায়ের মৃত্যু ঘটছে! এবং সেই হিসেবে বাংলা ভাষাও শ-খানেক বছরের মধ্যে অন্তত বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাবে বলে আশঙ্কা।

কেন এমন হয়? হচ্ছে? এটা আসলে দ্বিমুখী ক্রিয়া। কনজিউমারিজমের এই যুগে একদিকে যেমন আগ্রাসন, ব্যবসায়িক স্বার্থে, উলটো দিকে তেমনি কিছুটা বাধ্যতাও বাঁচার তাগিদে। এটা শুধু বাংলা ভাষা নয়, যে কোনও ভাষার ক্ষেত্রেই সত্য। বিশেষত আমাদের উত্তরবঙ্গে এটা অনুভূত হয় টোটো, সাদরি, রাভা, মেচ, রাজবংশী... এইরকম আরও অনেক ভাষার দিকে তাকালে।

জীবন যেহেতু পাকস্থলীতে বাঁধা, অতএব অন্য ভাষা শিখতে হবে প্রয়োজনের তাগিদে। একাধিক ভাষা জানা তো ভালো। কিন্তু মাতৃভাষাকে রক্ষার দায়িত্বও তো পালন করা উচিত! কীভাবে করব? ক্ষমতার ধর্মই যে আগ্রাসন চালানো! আর ব্যবসায়নের এই যুগে ভাষার ক্ষেত্রে এ একেবারে মহামারি! বাংলা আক্রান্ত হচ্ছে ইংরেজি, হিন্দির কাছে। আবার উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অনেক ভাষা (উপরোক্ত) তেমনি আক্রান্ত বাংলার কাছে! তাহলে উপায়?

উপায় আছে। ভাবতে হবে তিন দিক থেকে। আত্মশক্তি, যৌথ প্রয়াস এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাশক্তি। আত্মশক্তি মানে হীনম্মন্যতা দূর করে মাতৃভাষা ব্যবহারের আত্মবিশ্বাস যা সাধারণত বেশিরভাগ বাঙালি করে না, সরকারি সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, অন্য ভাষা বলার মধ্যে আত্মশ্লাঘা বোধ করে। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। আর এটা এককভাবে করাও ফলপ্রসূ হবে না, দরকার যৌথ প্রয়াস। কিন্তু সাধারণত এই হীনম্মন্য জাতি এর উলটোটাই করে থাকে। আর এগুলো শুধু বাংলা নয়, যে কোনও ইন্ডেঞ্জারড ল্যাঙ্গুয়েজ-এর ক্ষেত্রেই সত্য।

সব থেকে বড় উপায়— চিন্তাশক্তি, চিন্তার উৎকর্ষ, কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। গ্লোকালাইজেশনের (গ্লোবালাইজেশন নয় কিন্তু) এই যুগে, চিন্তার উৎকর্ষ যদি থাকে তাহলে আমাকে বিশ্বের কাছে যেতে হবে না বিশ্ব আসবে আমার কাছে। সত্যজিৎ রায় বাংলাতে ফিল্ম করেই অস্কার জিতেছেন, যামিনী রায় কিংবা রামকিঙ্কর বেইজ অন্য কোনও ভাষাই জানতেন না, অথচ বিশ্বের কাছে পরিচিত সেই সময়! আর এখন তো কোয়ালিটি থাকলে ভাইরাল হওয়া মুহূর্তের ব্যাপার, সে পৃথিবীর যে প্রান্তেরই বিষয় হোক। অজস্র উদাহরণ মোবাইলেই। গুপি বাঘার কথা ভাবুন– 'মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন আর ভাষা জানা নাই'— গানে বলছেন এই কথা কিন্তু পৌঁছে গিয়েছেন রাজদরবারে! এটাই কোয়ালিটি। এটা আমার মনে হয়, যে কোনও ভাষার ক্ষেত্রেই সত্য। অতএব আজ এটাই শপথ হোক। না হলে ঘটা করে উদযাপন করে ভাবের ঘরে চুরি ঠেকাতে না পারলে, বৃদ্ধাশ্রম অনিবার্য, এবং ক্রমশ অবলুপ্তি।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক)

উচ্চশিক্ষায় রাজবংশী, কামতাপুরিতে পঠনপাঠন চাই

নগেন্দ্রনাথ রায়

অরুণাচলপ্রদেশে তিন বছর আগে বৃদ্ধ দম্পতির অমানবিক মৃত্যু আজও মনের কোণে দগদগে ঘা করে রেখেছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এলে, ওই ঘটনা নতুন করে চোখের কোণ ভিজিয়ে দেয়। বৃদ্ধ দম্পতির ভাষা ওই প্রদেশের কেউ জানতেন না। দুজনে কাতর কণ্ঠে জল চাইলেও কেউই তা বুঝতে না পারায়, সাহায্যের হাত বাড়াতে পারেননি। এমনকি, স্বামী-স্ত্রীর শরীরের ভিতরে যে মারণ কোনও ব্যাধি বাসা বেঁধেছে, সেটাও কেউ টের পায়নি। হয়তো নিজেদের ভাষায় তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন, অজানা ভাষায় কেউ বুঝতে পারেননি। বছরের পর বছর নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা কিন্তু মাতৃভাষাকে ত্যাগ করেননি। মাতৃভাষার শিক্ষাটা এখানেই। সকলেই চান, তাঁর মাতৃভাষা যেন সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

সে কারণেই রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষাকে সামনে রেখে নানা আন্দোলন। অষ্টম তফশিলে কেন আমার মাতৃভাষা অন্তর্ভুক্ত হবে না, নতুন করে সেই দাবি উঠেছে। আমার ভাষা যাতে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত হয়, তার জন্য মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে দরবারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন না হয়, সেই আন্দোলন বা দাবির প্রসঙ্গে নাই বা ঢুকলাম। কিন্তু উত্তরবঙ্গেই যেখানে দেড়-দু'কোটি মানুষ রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষায় কথা বলে, সেখানে কেন মাধ্যমিক স্তর, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষায় পঠনপাঠন হবে না? এটাই কিন্তু সময়ের দাবি। আমার মনে হয়, রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষায় পাঠ্যবই হওয়া উচিত। সাহিত্যচর্চা যখন হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে, তখন এই ভাষা নিয়ে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মশালা হওয়া উচিত।

আসলে নিজের আক্ষেপ থেকে বুঝতে পেরেছি না পাওয়ার যন্ত্রণাটা কতটা। বাড়ি বা সমাজে কথা বলতাম মাতৃভাষায়। কিন্তু পড়তে হত বাংলায় (বাংলা ভাষাকে অশ্রদ্ধা করছি না। সেই দুঃসাহস আমার নেই।)। প্রাথমিক থেকে কলেজ জীবন, পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভাষার পরিবর্তন ঘটেনি আমার জীবনে। মাতৃভাষা দিবস এলে, বিষয়টি নিয়ে যন্ত্রণা পাই।

মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করা হলেও, প্রাপ্যটুকু কিন্তু আমাদের সমাজ পায়নি। এই তো রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার জন্য এবছর আমাকে পদ্মশ্রী সম্মানের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। কিন্তু আক্ষেপ হল, চিঠিপত্র এবং বিভিন্ন নথিপত্র পাঠাতে পারছি না মাতৃভাষায়। চাই প্রতিটি নরনারী তাঁর মায়ের ভাষা নিয়ে গর্ববোধ করুক। তৈরি হোক তাঁদের শব্দকোষ। স্বীকৃতি পাক পারিভাষায় (সরকারি পরিভাষা)। এই তো মাতৃভাষা দিবসের ২৪ ঘণ্টা আগে ছিলাম কলকাতার রাজভবনে। গোয়ার রাজ্যপালের লেখা বইয়ের প্রকাশ অনুষ্ঠান। বাংলায় অনুবাদ করা বইয়ের প্রকাশ অনুষ্ঠান। কিন্তু গোয়ার রাজ্যপালকে দেখলাম পরিচিতদের সঙ্গে দক্ষিণী ভাষায় কথা বলছেন। এটাই মাতৃভাষার সার্থকতা।

মায়ের ভাষার মতো কি মিষ্টি আর কিছু আছে? নেই। তাই চাই সমস্ত মায়ের ভাষা বিকশিত হোক। কেননা, ভাষার মধ্যে দিয়েই জাতির মুক্তি ঘটে। সব ভাষার বিকাশ ঘটলে নিশ্চয় অরুণাচলপ্রদেশে মাথা গোঁজা ওই দম্পতির এমন অসহনীয় মৃত্যু হত না।

(লেখক পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত ভাষাকর্মী)

অনুলিখন - সানি সরকার

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কুরুখ ভাষা রক্ষা ও বিস্তারে কাজ করে যাব

বিমল কুমার টপ্পো

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মাতৃভাষা রক্ষার দিন। অন্যান্য ভাষার মতো আমার মাতৃভাষা 'কুরুখ' নানাভাবে আক্রান্ত। কিন্তু এই ভাষা রক্ষা ও বিস্তারে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই কাজ করে যাব।

বর্তমানে কুরুখ ভাষা পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সরকারি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। এই ভাষায় দেবনাগরী এবং 'তোলং সিকি' নামে নিজস্ব লিপির প্রচলন রয়েছে। ওরাওঁ ও কিষান জনজাতির শিক্ষার হার যথাক্রমে ২৩ এবং ১৭ শতাংশ। ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড় রাজ্যে কুরুখ ভাষায় স্কুলের পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। আমরা বারবার দাবি জানিয়ে আসছি আমাদের রাজ্যে ওরাওঁ অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে অন্তত কুরুখ ভাষাতে প্রাথমিক স্তরে সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হোক। এই জীবদ্দশায় সেটা দেখে যেতে চাই।

তবে আমরা কুরুখ ওরাওঁ লিটারারি অ্যান্ড কালচারাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের ওরাওঁ জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কুরুখ ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র চালাচ্ছি। সেটা কুরুখ ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ভালো কাজ হচ্ছে।

অন্যান্য ভাষার মতো কুরুখ ভাষাও নানাভাবে আক্রান্ত। ওরাওঁ এবং কিষান জনজাতির মানুষ মূলত কুরুখ ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু এ রাজ্যের ওরাওঁ বা কিষান সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের মাতৃভাষা ভুলে যাচ্ছেন। তাঁরা সাদরি অথবা অন্য ভাষায় কথা বলছেন। আমরা সেইসব মানুষকে কুরুখ ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রে এনে তাঁদের মাতৃভাষা শেখাচ্ছি।

এক্ষেত্রে ব্যাকরণ এবং নামতা বইয়ের সমস্যা ছিল। ঝাড়খণ্ড থেকে আমরা ব্যাকরণ বই এনেছিলাম। কিন্তু সেটি নতুন শিক্ষানবিশদের জন্য কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। তাই আমি নিজে সরল ব্যাকরণ বই লিখেছি। নামতা বইটি এক্ষেত্রে ভীষণ কাজে লাগছে। এছাড়া রামপ্রসাদ তিরকে অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী, তিনিও একটি বই লিখেছেন। সেই বইটিও আমরা কুরুখ ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রে পড়াচ্ছি।

নতুন প্রজন্মের মধ্যে কুরুখ ভাষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে আমরা নিয়মিত সেমিনার করছি। এছাড়া সাহিত্য রচনা, কবিতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ এগুলি লিখে সেগুলি নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে সেগুলি তাদের পড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছি।

আমার লেখা গল্প, কবিতা, নাটক রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে। তবে কুরুখ ভাষায় সাহিত্যচর্চা এ রাজ্যে সেভাবে হচ্ছে না। বালুরঘাট, বীরভূমের কয়েকজন হাতেগোনা এবং ডুয়ার্সের আমি সহ মাত্র ক'জন কুরুখ ভাষায় সাহিত্যচর্চা করছি।

এর মধ্যেও আমরা কুরুখ সাহিত্যচর্চার বিকাশ ঘটাতে সাহিত্যসভার আয়োজন করে চলেছি। নতুন প্রজন্মকে সেই সাহিত্যসভাগুলিতে শামিল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ভাষা একটি জাতির সব থেকে বড় পরিচয়। ভাষা বেঁচে থাকলে সেই জাতি বেঁচে থাকবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে একটিই কথা বলব, কুরুখ ভাষার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত মাতৃভাষা রক্ষা হোক, উৎকর্ষ সাধিত হোক, সব জাতি তাদের মাতৃভাষায় কথা বলুক।

লেখক : কুরুখ ভাষার সাহিত্যিক, অনুলিখন : রাজু সাহা

স্কুলে পড়ানো হোক টোটো ভাষায়

ভক্ত টোটো

২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস। বিশ্বজুড়ে এদিন পালিত হবে ভাষা দিবস। পৃথিবীর সব জাতি চায় তাদের নিজেদের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে। কেননা সব জাতির ক্ষেত্রেই ভাষা হল তাদের প্রাণ ও পরিচিতি। ভাষা আমাদের মায়ের মতোই হৃদয়ের বড় কাছাকাছি থাকে। আমি চাই আমাদের টোটো ভাষাকে পৃথিবীর বুকে একটা আলাদা পরিচিতি দিতে। কারণ আমরা পৃথিবীর আদিম জনজাতির মানুষ। আমাদের ভাষাকে সংরক্ষণ না করলে ধীরে ধীরে কালের বিবর্তনে বিলুপ্তির পথে চলে যাবে। সেইজন্য আমাদের টোটো ভাষার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

বহু বহু বছর ধরে টোটোদের কোনও লিপি ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যাপারে গবেষণা করেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত ধনীরাম টোটো। অবশেষে তিনি ২৬টি টোটো ভাষার অক্ষর তৈরি করে ইতিহাস রচনা করেন। রাজ্য তথা কেন্দ্র সরকারের কাছে আমার আবেদন, টোটো ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন। আর সেইজন্য টোটোপাড়ার সব প্রাথমিক স্কুল এবং হাইস্কুলে অন্তত একটি বিষয় টোটো ভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর শিক্ষিত টোটো ছেলেমেয়েদের শিক্ষক-শিক্ষিকার পদে রাখা হোক।

আমি নিজে টোটো শব্দ সংগ্রহ করে 'টোটো শব্দ সংগ্রহ' নামে একটি বই লিখেছি। বইটিতে টোটো শব্দগুলির বাংলা ও ইংরেজিতে অনুবাদ রয়েছে। আর বাংলা হরফে টোটো শব্দ লেখা রয়েছে। আমার মূল উদ্দেশ্য হল, টোটো ভাষার শব্দগুলি লিখিত আকারে সংরক্ষিত করে রাখা। আর নতুন প্রজন্মের টোটো ছেলেমেয়েদের হাতে তা পৌঁছে দেওয়া।

টোটো ভাষার নতুন লিপি নিয়ে টোটোপাড়ার চিত্তরঞ্জন মেমোরিয়াল এডুকেশন সেন্টারে পড়ানোর ব্যবস্থা চলছে। আমি চাই সরকারি স্কুলেও এই লিপি নিয়ে পঠনপাঠন চালু হোক। আমি টোটোবিকো লোইকো দেরিং নামে একটি ছোট্ট পত্রিকায় নিয়মিত লিখে চলেছি। টোটো শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে এই পত্রিকায়। আবার টোটো ভাষায় গানের মাধ্যমে টোটো ভাষাকে প্রচারের চেষ্টা করছেন টোটো ছেলেমেয়েরা।

লেখক : সাহিত্যিক, অনুলিখন : নীহাররঞ্জন ঘোষ

আজ শহরে

- রবীন্দ্র চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে প্যারেড গ্রাউন্ডে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান সকাল ৯টায়।
- আলিপুরদুয়ার সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং বীণাপাণি শিশুনিকেতনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সকালে এডওয়ার্ড লাইব্রেরি থেকে শোভাযাত্রা।
- ডিএটিএম পরিবারের তরফ থেকে সন্ধ্যায় নিউ আলিপুরদুয়ার এলাকায় আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান।
- সকাল ১১টা থেকে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আলোচনা সভা।
- ফালাকাটা ড্রামাটিক হলের পক্ষ থেকে ভাষা দিবস পালন করা হবে।
- পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ হাইস্কুলের ভাষা শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষা দিবস পালন করা হবে।

সচেতনতা

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ে জাতীয় সেবা প্রকল্প ও মেন্টাল হেলথ সমিতির উদ্যোগে এবং ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতির সহযোগিতায় 'মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা' নিয়ে একটি শিবির হয়। বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক জয়দীপ সিং। প্রধান বক্তা ছিলেন সাইকিয়াট্রিস্ট দেবারতি বাগচী। মানসিক সমস্যা, তার কারণ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'মন ভালো রাখা সুস্থ জীবনের অন্যতম চাবিকাঠি। মানসিক স্বাস্থ্য অবহেলা করলে শারীরিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে।' অধ্যাপক অমিতাভ রায় বলেন, 'প্রতি বছর এই ধরনের শিবির আয়োজন করা হয়, যা ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।' এই কর্মশালায় ৮৫ জন ছাত্রী অংশ নেন। প্রশ্নোত্তরপর্বে ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা যায়। এই উদ্যোগ মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সুস্থ মানসিকতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার শহরের এলআইসি অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও এক ঘণ্টার সাময়িক কর্মবিরতি পালন করলেন বিমাকর্মীরা। এদিন অল ইন্ডিয়া ইনসুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করে তাঁদের দাবি জানান। এলআইসি অফিসে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী দ্রুত নিয়োগের দাবি, সংগঠনকে একটি কর্মচারী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের দাবিতে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এই বিষয়ে সংগঠনের তরফে বিশ্বজিৎ রায় বলেন, 'আগামী বছর তিনেকের মধ্যে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে। তাই নতুন নিয়োগের দাবিতে সারা রাজ্যের মতো এখানেও এই কর্মসূচি পালন করা হয়।'

হার ছিনতাই

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : ফের আলিপুরদুয়ার শহরে হার ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল। তবে বৃহস্পতিবার যে হারটি ছিনতাই হয়েছে, সেটি ইমিটেশনের হার বলে জানা গিয়েছে। ছিনতাইয়ের অভিযোগকারী মহিলা শহরের একটি প্রাথমিক স্কুলের মিড-ডে মিলের রাঁধুনি। ছুটির পর বাড়ি ফিরছিলেন। তখন এক তরুণ তাঁর হার ছিনতাই করে সাইকেল নিয়ে চম্পট দেয়। মহিলার চিৎকারে কয়েকজন ওই তরুণের পিছু ধাওয়া করলেও ধরতে পারেননি। এদিন রাত পর্যন্ত ওই মহিলা থানায় কোনও অভিযোগ জানাননি। সম্প্রতি দিনদুপুরে শহরের এক স্কুল শিক্ষিকার হার ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছিল।

প্রস্তুতি

ফালাকাটা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার ফালাকাটা কলেজে ভাষা দিবসের প্রস্তুতি চলে। এদিন পড়ুয়াদের একাংশ গানের অনুশীলন করেন। শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে কলেজের কালচারাল কমিটির উদ্যোগে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হবে। সেখানে বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত বিভাগের পড়ুয়ারা গান ও ভাষা দিবসের তাৎপর্য সংক্রান্ত বক্তব্যে শামিল হবেন।

হল থেকে বেরিয়ে রিলসে নজর

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : মেয়ে পরীক্ষা দিয়ে বের হবে, গেটের বাইরে ক্যামেরা নিয়ে অপেক্ষায় মা। গেট খুলে কয়েকজন বেরিয়ে আসার পর মেয়েকে দেখেই তার দিকে ফোকাস করলেন মোবাইলের ক্যামেরা। এ তো গেল অভিভাবকের কথা। এক পরীক্ষার্থী আবার পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসেই মায়ের ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করে ভিডিও করতে শুরু করল। এত তাড়াহুড়ো কেন? প্রশ্ন করতেই ভিডিও করতে করতেই ওই ছাত্রীর উত্তর, 'সবাই তো বেরিয়ে পড়ছে গেটের বাইরে। এই মুহূর্তের ভিডিওটা তো আর পাওয়া যাবে না। তাই দ্রুত করে নিলাম। এই রকম আরও কিছু ভিডিও করে সবগুলো দিয়ে রিলস বানাব।'

ছবিটা বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার শহরের। মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল বিষয়ের শেষ পরীক্ষার দিনে ম্যাক উইলিয়াম স্কুলের বাইরে এই ছবিই নজরে এল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সেখানে বেশ কয়েকজন ছাত্রীকে দেখা গেল 'কনটেন্ট'-এর খোঁজে ভিডিও বানাতে ব্যস্ত। আবার পিছিয়ে ছিলেন না মায়েরাও। কেউ সেগুলোকে ব্যবহার করবে রিলসে, কেউ আবার ব্লগে। বর্তমানে ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে রিলসে ট্রেন্ডিং হওয়ার নেশায় পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল তারা। ম্যাক উইলিয়াম স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক অভিভাবিকা রিতা বিশ্বাসের বক্তব্য, 'মেয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হল। ও বেশ খুশি। এই মুহূর্তটা তো বারবার আসবে না। তাই এটার ভিডিও করে নিলাম।' একই রকম কথা শোনা গেল দেবযানী দেব নামে আরেক অভিভাবিকার কাছেও। জানালেন, এই কয়েকদিন পরীক্ষার জন্য মেয়ে বেশ চাপে ছিল। এদিন বাড়ি ফিরে মেয়েকে এক আত্মীয়র বিয়েতে নিয়ে যাবেন।

এদিন উল্লাস, আনন্দের ছবি উঠে এল বিভিন্ন স্কুলের সামনে থেকে। আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে আসা কয়েকজন পরীক্ষার্থী তো ব্যাগে ব্লুটুথ স্পিকার নিয়ে গিয়েছিল। স্কুলের গেট পার হতে না হতেই তাতে গান বাজিয়ে হুল্লোড়ে মাতল তারা। পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে অনেকেই জানাল, আগামী কয়েকদিন এদিক-ওদিক ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে অনেকের। আলিপুরদুয়ার গার্লস স্কুলের ছাত্রী শিখা সিংহ ওরাওঁয়ের কথায়, 'পরীক্ষার জন্য অনেকদিন কোথাও ঘুরতে যাইনি। আজ পরীক্ষা শেষ হল। আপাতত বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নেব। তারপর ঠিক করব কোথায় ঘুরতে যাব।'

আবার পছন্দের স্ট্রিট ফুডে মজে উঠতে দেখা গেল কয়েকজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে। বিএম ক্লাবের মাঠের পাশে থাকা ফুচকার দোকানে তো লাইন পড়ে যায়। ফুচকা খেতে খেতে মৃন্ময় চক্রবর্তী নামে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জানাল, পরীক্ষা শুরুর আগে থেকে বাড়ির কড়া শাসনে ফুচকা-মোমো কিছুই খাওয়া হয়নি। সেই 'নিয়ম' ভঙ্গ করল এদিন। পরীক্ষা শেষে পার্ক রোডের পাশের দোকানগুলো থেকে ফুলের চারা কিনে বাড়ি ফিরল পরীক্ষার্থীদের কেউ কেউ। আবার কোথাও কোথাও বিশৃঙ্খলার ছবিও সামনে এল। শহর সংলগ্ন বীরপাড়া রবিকান্ত হাইস্কুলের বাইরে টুকলি ছিঁড়ে উড়িয়ে উল্লাস করতে দেখা গেল কয়েকজন ছাত্রকে। রাস্তা ভরে যায় ওই কাগজের টুকরোয়।

ফুলের গাছ কিনে বাড়ির পথে পরীক্ষার্থীরা। আলিপুরদুয়ারে।

পরীক্ষা শেষের উচ্ছ্বাস...

মাধ্যমিকের ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়ার পর বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দের লাফ। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটায় ছবি দুটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী ও ভাস্কর শর্মা।

শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২০ ফেব্রুয়ারি : টানা কয়েক মাসের পড়াশোনা। এর পর প্রায় এক সপ্তাহ ধরে পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার ছিল মাধ্যমিকের শেষ 'সিরিয়াস' পরীক্ষা। ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা এখনও বাকি থাকলেও এদিন ফিজিকাল সায়েন্সের পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এসে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল পরীক্ষার্থীরা। আবার শুক্রবারই তো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তাই এদিন পরীক্ষা শেষে কেউ কেউ ভাষা শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করল।

পারঙ্গেরপার হাইস্কুল চত্বরেই রয়েছে সেই শহিদ বেদি। এদিন পারঙ্গেরপার হাইস্কুলে সিট পড়া অনেক পরীক্ষার্থীই পরীক্ষা শেষে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

পরীক্ষা শেষে ফালাকাটার স্কুলগুলির সামনে গিয়ে দেখা গেল, ছাত্রছাত্রীরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। অনেক পড়ুয়াই এদিন বন্ধুদের জড়িয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। কেউ কেউ স্কুল থেকে বের হতেই জলের বোতল থেকে জল ছিটিয়ে আনন্দ করেছে। তবে কোথাও আবিরখেলার দৃশ্য চোখে পড়েনি। পরীক্ষার্থীরা জানান, কড়া গার্ড থাকায় কেউ আর আবির বা কোনও ধরনের রং নিয়েও যেতে পারেনি, সেসব ছড়িয়ে আনন্দও করতে পারেনি।

মাধ্যমিকের পরে অনেকেই স্কুল বদলে ফেলে। এতদিন ধরে যে বন্ধুর সঙ্গে সপ্তাহে ছয়দিন করে দেখা হয়েছে, গল্প হয়েছে, খেলা হয়েছে, এরপর হয়তো তার সঙ্গে আর দেখাই হবে না। বা হলেও কালেভদ্রে। তাই বন্ধুত্বের স্মৃতি ধরে রাখতে এদিন দেখা গিয়েছে অটোগ্রাফ সংগ্রহের হিড়িক। স্কুল ইউনিফর্মের ওপরেই পেন দিয়ে স্বাক্ষর করে দিয়েছে বন্ধুরা। সেটাই রয়ে যাবে স্মৃতি হিসেবে।

একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদে এদিন ফালাকাটা শহরের স্কুলগুলিতে নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছে পরীক্ষা। তাই পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদেরও হাসিমুখ দেখা গিয়েছে। পরীক্ষা শেষে রীতিমতো সন্তানদের আদর করে বাড়ি নিয়ে গিয়েছেন তাঁরা। আবার ফেরার পথে কেউ কেউ মা-বাবার কাছে আবদার করেছে ভালোমন্দ কিছু খাবার। সেই আবদারও পূরণ করেছেন অভিভাবকরা।

সবে মাধ্যমিক শেষ হল। এখনও সামনে অনেক পথচলা বাকি। সেকথা জানে পরীক্ষার্থীরাও। তাই এখন থেকেই ভবিষ্যৎ, কেরিয়ার নিয়ে সচেতন তারা। আগামী আড়াই-তিন মাস কী করবে? এই প্রশ্নের উত্তর একেকজন পরীক্ষার্থী দিল একেকরকম। পরীক্ষা শেষে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল ফালাকাটা হাইস্কুলের ছাত্র তুহিন ঘোষ। আপাতত যে ছুটি মিলল, সেই সময়টায় কী করবে? এ প্রশ্নের উত্তরে তুহিন জানাল, 'দু'তিন মাস কম্পিউটার শিখব। আর সেইসঙ্গে বাবার ব্যবসায় হাত লাগাব।' তুহিনের মতোই বাবার থেকে ব্যবসা শেখার এটাই সেরা সময় বলে মত আরেক পরীক্ষার্থী প্রতীক বসুর। রাহুল বর্মন নামে আরেক পরীক্ষার্থী জানাল, 'রেজাল্ট বের হওয়ার আগে পর্যন্ত কম্পিউটার শিখব। গল্পের বই পড়ব।' দেশবন্ধুপাড়ার স্নিগ্ধা সাহা আবার রেজাল্ট বেরোনোর জন্য অপেক্ষা করবে না। এক সপ্তাহের মতো ছুটি কাটিয়েই একাদশ শ্রেণির পড়াশোনা শুরু করে দেবে সে। আর শ্রেয়া রায়ের কথায়, 'মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য গান প্র্যাকটিস বন্ধ ছিল। এবার টানা দু'তিন মাস গানের তালিম নিতে পারব।'

ভাষা শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন পরীক্ষার্থীদের। ফালাকাটায়।

রাস্তা আটকে বিয়ের প্যান্ডেল, অন্ধকারে প্রশাসন

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ারের বড়বাজার সংলগ্ন কালজানি নদীর বাঁধের ওপর গুরুত্বপূর্ণ সড়কে বাঁশ দিয়ে বানানো হয়েছে বিয়ের প্যান্ডেল। এই ঘটনায় যেমন স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, তেমনই প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে। আশ্চর্যের বিষয়, এভাবে রাস্তা দখল নিয়ে প্রশাসন, আলিপুরদুয়ার পুরসভা, এমনকি ট্রাফিক পুলিশও কিছুই জানে না।

এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে ট্রাফিক ওসি জাকারিয়া আলি বলেন, 'আমি বিষয়টি জানতাম না। তবে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কোনওরকম প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়াই শহরের অন্যতম ব্যস্ত এই সড়কের একধারে বিশাল প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে। ফলে রাস্তাটি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। যান চলাচলে মারাত্মক সমস্যা তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

যে বাড়ির বিয়ে, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তবে ওই এলাকার বাসিন্দা মনোজ পাসোয়ান জানিয়েছেন, বিয়ের অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবারই। তাড়াতাড়ি শেষ করে প্যান্ডেল সরিয়ে দেওয়া হবে। সেই পরিবারের লোকজন বিষয়টিকে সাময়িক অসুবিধা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, অনুমতি ছাড়া এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সড়কে প্যান্ডেল গড়ে তোলা কতটা আইনসংগত?

এই ঘটনার ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছিল ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ঝুমা মিত্রের কাছে। তাঁর কথা, 'এসম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। তবে খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেব।' এমনকি পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করও এই বিষয়ে কিছু স্পষ্ট করে জানাতে পারেননি। তিনিও আশ্বাস দেন যে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সেই এলাকায় এদিন গাড়ি চলাচল করতে সমস্যা হয়েছে। এদিন সকালে ওই রাস্তা দিয়ে অফিস যাচ্ছিলেন অরুণাভ দাস। বললেন, 'প্রতিদিন এই রাস্তা ব্যবহার করি। কিন্তু এদিন প্যান্ডেলের জন্য প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। রাস্তায় এমন আয়োজন হলে আগাম অনুমতি নেওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে এলাকায় যান চলাচলে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণও থাকা উচিত।'

এক মোটর সাইকেলচালক সৌরভ ঘোষ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এভাবে রাস্তা দখল করে বিয়ের প্যান্ডেল করলে তো শহরের আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না। প্রশাসনকে আরও তৎপর হতে হবে।'

শহরের মূল সড়কের ওপর এমন একটি বড়সড়ো প্যান্ডেল প্রশাসনের নজরে এল না কেন, সেই প্রশ্ন উঠেছে। নাগরিকরা বলছেন, এধরনের ঘটনাকে প্রশ্রয় দিলে ভবিষ্যতে আরও বড় সমস্যা তৈরি হবে। তাই প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং যে কোনও দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

> আমি বিষয়টি জানতাম না। তবে এখন তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **জাকারিয়া আলি** *ট্রাফিক ওসি*

বিডিও স্যরের ক্লাসে মুগ্ধ খুদেরা

ফালাকাটা, ২০ ফেব্রুয়ারি : শিক্ষকতা তাঁর নেশা। তবে পেশায় তিনি ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক। তাই শিশুশিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে এসে নিজেকে সামলাতে পারলেন না। পড়ুয়াদের ক্লাস নিলেন ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়।

তাঁর পড়ানোর স্টাইল দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যান সহায়িকা সহ ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা। ক্লাসের ফাঁকে নতুন স্যর পড়ুয়াদের জিজ্ঞেস করলেন, তারা বড় হয়ে কী হতে চায়? তখন অকপটে পড়ুয়ারা দাঁড়িয়ে বলল, তারা তাঁর মতো প্রশাসনিক অফিসার হতে চায়। কেউ কেউ আবার বলল পুলিশ হতে চায়, তো কেউ ডাক্তার।

বৃহস্পতিবার ফালাকাটার বিডিও হঠাৎ হরিনাথপুর শিশুশিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে যান। ওই সময় দিদিমণিরা পড়ুয়াদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। যা দেখে শিক্ষকতার 'লোভ' সামলাতে পারেননি বিডিও। তিনিও রীতিমতো চক-ডাস্টার নিয়ে বাচ্চাদের ক্লাস নিতে শুরু করেন। ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি আঁকলেন ঘোড়ার, পাশে গাছ। পড়ুয়াদের কাছে জানতে চাইলেন, এটা কোন পশুর ছবি। এর পর ঘোড়া সম্পর্কে পড়ুয়াদের প্রশ্ন করেন নতুন শিক্ষক। তাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উত্তরও দিতে থাকে খুদে শিক্ষার্থীরা। পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন জয়েন্ট বিডিও জ্যোতির্ময় সরকার, শিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকা মিনা সরকার ও দীপ্তি বসাক।

এদিন ক্লাসের পরে বিডিও বলেন, 'জেলা প্রশাসনের নির্দেশেই এদিন ওই এসএসকে পরিদর্শনে যাই। বাচ্চারা কী শিখছে তা পরখ করতে ক্লাস নিই। পাশাপাশি মিড-ডে মিল, শিক্ষাকেন্দ্রের অবস্থা সবকিছুর তথ্য সংগ্রহ করা হয়।'

হরিনাথপুর শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকা মিনা সরকার বলেন, 'আমরা ভাবতেই পারিনি যে বিডিও আমাদের স্কুলে এসে ক্লাস নেবেন। তাঁর পড়ানোর কায়দা দেখে বাচ্চারা তো উচ্ছ্বসিত। আমরাও অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। পাশাপাশি এসএসকের সমস্যার ব্যাপারেও তাঁর কাছে জানিয়েছি।'

বিডিও চলে যাওয়ার পর এসএসকে'র পড়ুয়া সায়ন্তন রায়ের কথায়, 'দিদিমণি বলেছেন আজ যিনি আমাদের ক্লাস নিয়েছেন তিনি বিডিও। আমার ইচ্ছে বড় হয়ে তাঁর মতো বিডিওই হব।' আরেক পড়ুয়া সায়ন দাসের কথায়, 'নতুন শিক্ষক জানতে চেয়েছিলেন আমি বড় হয়ে কী হব। আমার ইচ্ছে আমি পুলিশ হব। সেকথাই স্যরকে জানিয়েছি।'

এদিন বিডিও ক্লাস নিচ্ছেন শুনে আশপাশের অভিভাবকরাও চলে আসেন। মিড-ডে মিলও খেয়ে দেখেন তিনি। সূত্রের খবর, এদিন ওই এসএসকে-তে কোনও অসংগতি নজরে পড়েনি বিডিও'র।

গত জানুয়ারি মাসে আলিপুরদুয়ারে এসে প্রশাসনিক বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সময় সরকারি আধিকারিকদের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত পরিদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই জেলা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা পরিদর্শন শুরু করেছেন।

এসএসকের পড়ুয়াদের ক্লাস নিচ্ছেন বিডিও। বৃহস্পতিবার ফালাকাটায়।

আলোচনাচক্র

ফালাকাটা, ২০ ফেব্রুয়ারি : শিব জয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে 'ঈশ্বরীয় দিব্য সন্দেশ' পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হল। বৃহস্পতিবার ফালাকাটা ধূপগুড়ি মোড়ে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন সন্ধ্যায় থেকে আলোচনাচক্র ও ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান শুরু হয়। মূল বক্তা ছিলেন রাজযোগ মেডিটেশন সেন্টারের বিকে শম্পা। দুঃখ, অশান্তি, দুশ্চিন্তা, হতাশা, মনোবিকার তথা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে কীভাবে সুখ ও শান্তিসম্পন্ন সংসার ও জীবন গড়ে উঠবে সেবিষয়ে এদিন বক্তা আলোকপাত করেন। আলোচনা শোনার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের শতাধিক মানুষ শামিল হয়েছিলেন।

সাইনবোর্ডে বাংলা কমছে আলিপুরদুয়ারে

তরুণ প্রজন্মের চোখ টানতে ভরসা ইংরেজি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : ধরুন এক অভিভাবক, বিদ্যাসাগরের পাগল ভক্ত। সন্তান হওয়ার পর থেকে তাঁর একটাই ধ্যানজ্ঞান তাকে বিদ্যাসাগর বানাবেন। শৈশব থেকে জীবনের শেষ অবধি বিদ্যাসাগর যা যা করেছেন সেই সমস্ত কিছু করাবেন এবং সুযোগ পেলে কিছু অতিরিক্তই করাবেন। যেই ভাবা, সেই কাজ। প্রথমে বাংলা অক্ষরজ্ঞানের জন্য ঠিক করলেন সাইনবোর্ড পড়াবেন, ঠিক যেভাবে বিদ্যাসাগর মাইলস্টোন দেখে সংখ্যা চিনেছিলেন। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়েই বেশ বড়সড়ো একটা ধাক্কা খেলেন। সাইনবোর্ডজুড়ে লেখা মিট ইউ দেয়ার, চিক অ্যান্ড রোলস, দ্য রেড কাপ, হেয়ার রিপাবলিক, স্টাইলস।

এগুলোর কোনওটা আলিপুরদুয়ার শহরের রেস্তোরাঁ কোনওটা আবার স্যালন। আর এই প্রতিষ্ঠানগুলো এই নামের সঙ্গে দিব্যি নিজের খ্যাতি তৈরি করেছে। আর মূলত নতুন প্রজন্মকে আকর্ষিত করার জন্যই এই রাস্তা বেছে নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা, বলে তাঁদের দাবি।

শহরের এক রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার অনীক দাসের কথায়, 'এখন ব্যবসা করতে গেলে যেমন খাবারের মান ভালো হতে হবে, তেমনি দোকানের পরিবেশ এবং নামকেও আকর্ষণীয় রাখতে হবে। বর্তমানে ইংরেজি নামের আকর্ষণ বেশি। সেজন্যই সেই নামগুলো বেশি ব্যবহার হচ্ছে।' এমনকি দোকানের বাংলা নাম হলেও সেগুলোর সাইনবোর্ডে লেখা থাকছে ইংরেজিতে। আর এরই মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে বাংলা লেখায় সাইনবোর্ড এবং বাংলার নামের বিভিন্ন দোকান।

শহরের রেলগেট থেকে শোভাগঞ্জ এবং চৌপথি থেকে কোর্ট মোড়, এই এলাকায় অনেক নতুন দোকান হচ্ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে সেগুলোর নামে যেমন বিভিন্ন ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। দোকানের সামনের সাইনবোর্ডগুলোও দখল করছে ইংরেজি লেখা। সেখানে আবরণী, মনোরমা, বেতার ভবনের মতো বাংলা লেখা সাইনবোর্ড দেখা গেল হাতেগোনা কয়েকটি দোকানে। সেগুলিও পুরোনো দোকান।

সম্প্রতি শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন, সেখানে সব সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে বাংলা লেখা বাধ্যতামূলক করা হবে। কয়েকদিনের মধ্যে বোর্ড মিটিংয়ে সেটা চূড়ান্তও হয়ে যাবে। আলিপুরদুয়ার সেই পথে হাঁটবে কবে? সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন মহল কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু করে দিয়েছে। অনেকেই মত দিচ্ছেন সাইনবোর্ডে বাংলায় লেখা বাধ্যতামূলক করার পক্ষে। শহরের বিশিষ্ট কবি মানবেন্দ্র দাসের মতে, 'প্রাদেশিক ভাষাকে অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সব জায়গায় এটাই করা হয়। আমাদের এখানেও এটা করা উচিত।'

যদিও এর বিরুদ্ধ মতও যে একেবারেই নেই এমনটা নয়। যেমন শহরের এক বাসিন্দা আকাশ পাসোয়ান মনে করেন, কেউ নিজের দোকানে বাংলায় সাইনবোর্ড রাখতে চাইলে তাকে যখন কেউ বাধা দেয় না, ঠিক একইভাবে কারও ওপর কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়াও যায় না।

ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিও এই বিষয়ে খানিক দ্বিধান্বিত। আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রানা চক্রবর্তীর কথায়, 'বাংলা আমাদের গর্বের ভাষা। এই ভাষায় বোর্ড থাকুক সেটা তো অবশ্যই চাইব। তবে শহরে বাইরে থেকে পর্যটকরাও আসেন। তাদের সুবিধার জন্যই হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় বোর্ড থাকে।'

অন্যদিকে, এই বিষয়টি ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ নিজস্ব সিদ্ধান্ত বলেই মনে করেন নিউটাউন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তাপসচন্দ্র সিংহ। তিনি জানান, প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদি কোনও নির্দেশ আসে তবে ব্যবসায়ীরা অবশ্যই সেই বিষয়টি ভেবে দেখবেন এবং আলোচনা করবেন। তবে আপাতত ব্যবসায়ীরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিচ্ছেন।

শুধু ইংরেজিতে লেখা রয়েছে খাবার দোকানের নাম। আলিপুরদুয়ারে।

খাবারে ভাগাভাগি

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ।। বৃহস্পতিবার কোচবিহার দেবীবাড়ি রোডে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

লোকো নিয়ে ছুটবেন ক্ষুধার্ত চালকরা

রেলের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ, শুরু হরতাল

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : রেলমন্ত্রকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ভুখা হরতাল শুরু করলেন লোকো পাইলটরা। অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে এনজেপি স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে অবস্থানে বসেন শতাধিক লোকো পাইলট। একইভাবে উত্তরবঙ্গের মালদা, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার সহ রাজ্য ও দেশব্যাপী এই কর্মসূচি চলছে।

শুক্রবার রাত আটটা পর্যন্ত এই ভুখা হরতাল ও অবস্থান কর্মসূচি চলবে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে। সংগঠনের এনএফ রেলওয়ে জোনের সম্পাদক প্রেমবন্ধু কুমারের হুঁশিয়ারি, 'কর্মসূচি চলাকালীন ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই ডিউটি করবেন লোকো পাইলটরা। এর মাঝে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সেই দায় রেল কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে।'

লোকো পাইলটদের অভিযোগ, রেলমন্ত্রক তাঁদের সঙ্গে বঞ্চনা করছে, কেন্দ্রীয় হারে অন্য কর্মীদের সমান ডিএ দেওয়া হচ্ছে না। ওভারটাইম করানো হচ্ছে, ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। বিগত বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ লোকো পাইলটদের দায়ী করেছে বলে আক্ষেপ প্রকাশ করছেন তাঁরা।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি শিবশংকর ঠাকুর বলছেন, 'রেলের খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের জন্য দীর্ঘ ৪০০-৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে লোকো পাইলটদের। এছাড়া রেলের অন্যান্য রানিং স্টাফদেরও একইভাবে কাজের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। বহুদিন থেকে সঠিকভাবে কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে না। এসবের ফলে কর্মীদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে।'

রেলের সিদ্ধান্তে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন রানিং স্টাফরা, মত রামবিলাস যাদব, রামকিষানপ্রসাদ সিং, মিথিলেশ কুমারের মতো অনেকের। মিথিলেশ বলছেন, 'বহুদিন থেকে বিভিন্ন দাবি তোলা হলেও রেল সে সবে কর্ণপাত করেনি। সেই কারণে লোকো পাইলটরা ভুখা হরতালের পথ বেছে নিয়েছেন।'

এছাড়াও ট্রেনের ইঞ্জিনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর তীব্র সমালোচনা করেছেন রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন অংশের লোকো পাইলটরা। এই প্রসঙ্গে সংগঠনের এক কর্মকর্তার বক্তব্য, 'সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোয় গোপনীয়তা ভঙ্গ হচ্ছে।'

গত কয়েক বছরে প্রচুর নতুন ট্রেন চালু হয়েছে। আগের তুলনায় লোকো পাইলটদের যাত্রাপথ বেড়েছে অনেকটাই। সেই কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কাকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন সংগঠনের সদস্যরা। প্রভাকর নায়ক নামে এক লোকো পাইলটের বক্তব্য, 'বন্দে ভারত, রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনগুলিতে বহুদূর যাত্রা করতে হয়। এতে তো শারীরিকভাবে অসুবিধা হওয়ারই কথা।'

এনজেপির এডিআরএম অজয় সিং অবশ্য এই আন্দোলনকে তোয়াক্কাই করছেন না। তিনি বলছেন, 'কোনও সমস্যা নেই। আমাদের পরিষেবা ঠিকঠাকই চলছে।'

এনজেপিতে ভুখা হরতালে লোকো পাইলটরা।

অভিযোগের ঝুলি

- ৪০০-৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে লোকো পাইলটদের
- কাজের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে রানিং স্টাফদেরও
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওভারটাইম করানো
- কেন্দ্রীয় হারে অন্য কর্মীদের সমান ডিএ দেওয়া হচ্ছে না

কোঅপারেটিভ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত

পশুপালনের জন্যও মিলবে ঋণ

সোনাপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : পশুপালনের জন্যও এবার থেকে ঋণ দেবে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক। ঋণ সময়মতো শোধ করলে সুদের উপর মিলবে বড় ছাড়ও। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর এলাকায় ব্যাংকের সোনাপুর শাখা থেকে এক সভায় এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানালেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। সৌরভ ছাড়াও সেখানে ব্যাংকের অন্য আধিকারিক, বিভিন্ন সমবায় ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন।

এদিন সৌরভ বলেন, 'এতদিন এই সুবিধা ছিল না। পশুপালনের জন্য লোন দেওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। কৃষিকাজ করলে ঋণ দেওয়া হত। তবে পশুপালন করলে ঋণ দেওয়া হত না। এবার সেটা করা হবে। আলিপুরদুয়ার থেকে এটা শুরু হল।'

জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের সব শাখায় এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। এছাড়াও শুধু আলিপুরদুয়ার জেলাতেই ১৬টি সমবায় সমিতিকেও ওই ব্যাংক থেকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। সেখান থেকেও ঋণ পাওয়া যেতে পারে। জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক সূত্রে জানা গেল, সমবায় দপ্তরের তরফে নতুন এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। যেখানে বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন সমবায় ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে এই ঋণ দিতে পারে। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের কাছে এই ঋণ নেওয়ার জন্য প্রায় ৩০০ আবেদন জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু আবেদন গ্রহণও করা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁরা ঋণও পেয়ে যাবেন।

গ্রামীণ এলাকায় যেন পশুপালন বাড়ে সেজন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ব্যাংক থেকে ১৭ হাজার থেকে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে। এই টাকার উপর ৮ শতাংশ সুদ নেওয়া হবে। তবে কেউ যদি সময়মতো ঋণ শোধ করে দেন তবে সুদের উপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় রয়েছে। এই ঋণ নিয়ে অনেকেই পশুপালন করবেন। যাঁদের ঋণের আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে তাঁদের এই ব্যাংকের পক্ষ থেকে উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পে পশুপালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কয়েক মাস আগে।

সমবায় সমিতি নিয়ে বৈঠক জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকে।

ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু

জয়গাঁ, ২০ ফেব্রুয়ারি : ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল জয়গাঁর রামগাঁও এলাকার বাসিন্দা ধর্ম গুরুংয়ের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন তিনি। গত এক সপ্তাহ আগে সিকিম নামচির পিঙ্কিথাম এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার কাজ করতে করতে তিনি দেখেন একটি বড় পাথর পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে আসছে। তা দেখে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ঝাঁপ দেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত খাদে পড়েন। তার ওপর পাথরটি পড়ে।

বুধবার তাঁকে উদ্ধার করে সিকিম পুলিশের উদ্ধারকারী দল। খোঁজ আসে পরিবারের কাছে। এদিন সকালে ধর্ম গুরুংয়ের দেহ আনতে সিকিম চলে যান পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকাজুড়ে।

বিদেশি এলে

প্রথম পাতার পর

অবস্থা ভালো না থাকায় সেই পাট চুকিয়ে দিতে হয়েছিল। বক্সায় প্রায় ১৫ বছর ধরে গাইডের কাজ করার সুবাদে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁরও। ছোটবেলায় যা ইংরেজি শিখেছিলেন, মূল ভরসা ছিল সেটাই। তারপর লোকজনের মুখে শুনে, সিনেমা দেখে ইংরেজি বলার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন।

সুভাষ বলছিলেন, 'আমেরিকা বা ইংল্যান্ড থেকে আসা পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলার থেকে ফ্রান্স, জাপান বা চিন থেকে আসা পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলা বেশি সমস্যার। কারণ তাঁরা একটু অন্যভাবে ইংরেজিতে কথা বলেন।'

আর একান্তই বিদেশি উচ্চারণ বুঝতে না পারলে জেমস ও সুভাষ ইশারায় বোঝার চেষ্টা করেন পর্যটকরা কী বলতে চাইছেন। সেইসঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে যান আলাদা আলাদা উচ্চারণও শিখে নিতে, যাতে পরে আর সমস্যা না হয়।

পৃথক রাজ্যের জিগির শিখার

প্রথম পাতার পর

উন্নয়নের দায়িত্ব সেখানকার মানুষের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।' পরে এই দাবিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেন পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পালটা যুক্তি, 'বিজেপি বরাবর বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি তোলে। আগেও বিজেপি বিধায়করা এই দাবি বিধানসভায় তুলেছিলেন। কিন্তু এ রাজ্যের সরকার যা কাজ করেছে, তা কোনও সরকার করতে পারেনি।'

'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পগুলি মানুষকে এমনভাবে স্পর্শ করেছে যে, ওদের আর জেতার সম্ভাবনা নেই' মন্তব্য করে শোভনদেব বলেন, 'উত্তরবঙ্গ ভাগ করার দাবি ওই কারণেই। উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিককালে আমরা সবক'টি আসনে জিতেছি। আগামীদিনে উত্তরবঙ্গে বিজেপি একটাও সিট পাবে না।' আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীও বলেন, 'আমরা বাংলাভাগের বিরুদ্ধে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ অর্থ খরচই হচ্ছে না। সে কারণেই বঞ্চনার অভিযোগ উঠছে।'

দল যে তাঁর পাশে থাকবে না বুঝেই সম্ভবত শিখা বলেন, 'উত্তরবঙ্গকে আলাদা করার কথা মানুষ বলছেন। আমি মানুষের প্রতিনিধি। জনগণের কথা বলার জন্য আমি এখানে এসেছি। নদী ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু ভাঙনের প্রতিকার নেই। কর্মসংস্থান নেই। মানুষ বলছে, আপনারা বিধানসভায় আমাদের কথা বলুন। রাজ্য যদি করতে না পারে, তাহলে উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় আসুক। আমরা উন্নয়ন চাই।'

উত্তরবঙ্গের অন্য বিজেপি বিধায়করা কিন্তু সেই যুক্তিতে গলা মেলাননি। তবে কোচবিহারের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, 'এটা স্লিপ অফ টাং। মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছে। আসলে আমরা তো সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, যন্ত্রণার অংশীদার। মাঝেমধ্যে তাই তাদের কথা বলে ফেলি।'

ঘরোয়া আলাপচারিতায় অবশ্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'শিখাদি যা বলেছেন, সেটা আমাদের কথা। উন্নয়নের প্রশ্নে এই দাবি মানুষের।' নিজের মন্তব্যে অনড় থাকলেও শিখা মানছেন, পৃথক রাজ্যের দাবি তাঁর দল সমর্থন করে না। তবে বক্তব্য সম্পর্কে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়কের মন্তব্য, এটা 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হতে যাবে কেন? বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কথা নয়। আমার কাজ সাধারণ মানুষের বক্তব্যকে বিধানসভায় পৌঁছে দেওয়া। আমি সেটাই করেছি।'

প্রশিক্ষণ শুরু

শামুকতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জেলার ভাটিবাড়িতে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হল বৃহস্পতিবার। সেখানে কৃষি আধিকারিক, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। ভাটিবাড়ি-আলিপুরদুয়ার ভেষজ সুরক্ষা ভাণ্ডারের সম্পাদক সায়নী রায় জানান, ভেষজ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

তিস্তা তোর্ষায় আগুন আতঙ্ক

সালার, ২০ ফেব্রুয়ারি : ফের ট্রেনে আগুন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের সালার স্টেশনের কাছে আপ তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসে এই ঘটনা। শিয়ালদা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যাওয়ার সময় ট্রেনে আগুন আতঙ্কে যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ভয়ে অনেকে অনেকে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। প্রায় আধঘণ্টা পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে ট্রেনটি ফের যাত্রা শুরু করে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ইঞ্জিন সংলগ্ন একটি অসংরক্ষিত কামরার পাইপে আগুন লেগেছিল। তবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি।

প্রশ্নে জেলা প্রশাসন

প্রথম পাতার পর

২২ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রশাসনিক সভা করেন। সেই সভায় তিনি পর্যটকদের জঙ্গলে প্রবেশের জন্য বন দপ্তরের নেওয়া এন্ট্রি ফি বন্ধ করতে বলেন। সেই মতো গত ২৩ জানুয়ারি থেকে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ এন্ট্রি ফি'র পাশাপাশি অনলাইনে জঙ্গল সাফারিও বন্ধ করে দেয়।

আগে জলদাপাড়া প্রবেশে পর্যটকদের মাথাপিছু ২০০ টাকা এবং গাড়ি বাবদ ৪৮০ টাকা আদায় করত বন দপ্তর। গাড়ি প্রতি ছয়জন পর্যটক জঙ্গল সাফারি করতে পারতেন। এছাড়াও গাইডদের জন্য ৩৫০ টাকা এবং চালক ও গাড়ির ভাড়া মিলিয়ে ১,৭৫০ টাকা দিতে হত। সব মিলিয়ে জঙ্গল সাফারির জন্য ছয়জন পর্যটকের দলকে গুনতে হত ৩,৪৩০ টাকা। অনলাইনে বুকিংয়ের জন্য পর্যটকদের মাথাপিছু ২৮০ টাকা করে জমা করতে হত। বর্তমানে জঙ্গলে অর্ধেকেরও কম টাকায় জঙ্গলে আসার কথা বলা হলেও বাস্তবে অনলাইন বুকিং বন্ধ থাকায় প্রায় পর্যটকশূন্য জলদাপাড়া।

বন দপ্তরের একটি সূত্র জানিয়েছে, এখন গেটে শুধুমাত্র পর্যটকদের একটি পাশ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গাইডরা নিজেরাই টাকা সংগ্রহ করছেন। গাড়ির চালকদের গাড়ির ভাড়া পর্যটকদের কাছ থেকে সরাসরি নিতে হচ্ছে।

ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, 'আমরা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছি। আমাদের একটাই দাবি দ্রুত অনলাইন ব্যবস্থা চালু করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে উদ্যোগ নিন।'

পাঁচদিনের সিআইডি হেপাজতের নির্দেশ

সংখ্যালঘু বৃত্তির টাকা তছরুপে গ্রেপ্তার দুই

বিশ্বজিৎ সরকার ও বরুণ মজুমদার

করণদিঘি, ২০ ফেব্রুয়ারি : সংখ্যালঘু দপ্তরের কোটি কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে ফের দুজনকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। বৃহস্পতিবার ভোররাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ও মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম পঞ্চু বসাক ও অশোক বসাক। বাড়ি করণদিঘি থানার মেহেন্দাবাড়ি গ্রামে। পেশায় গৃহশিক্ষকের পাশাপাশি এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী বলে পরিচিত।

পঞ্চু বসাককে ২২ সালের ডিসেম্বর মাসে আরও একবার গ্রেপ্তার করেছিল সিআইডি। সেই সময় হায়াত আলি নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখন পঞ্চু বসাকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল ছয়শো দশটি বিভিন্ন ব্যাংকের এটিএম কার্ড।

স্কলারশিপ কাণ্ডে ও ট্যাব কেলেঙ্কারিতে জড়িত মূল মাথা মাঝিয়ালি হাইস্কুলের ধৃত ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহম্মদ মুফতাজুল ইসলামকে জেরা করতে চায় সিআইডি। আপাতত তিনি ইসলামপুর মহকুমা সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন। অবশ্য ট্যাব কাণ্ডে অভিযুক্তরা তৃণমূলের দাপুটে নেতা হওয়ায় সকলে পুলিশের জালে ধরা পড়েনি। গত বছরের ১৭ মে এই ঘটনায় দুই অভিযুক্ত আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। তাদের নাম মহম্মদ ফাইজুল রহমান ও আব্দুস সালাম। তাদের বাড়ি করণদিঘি থানার আলতাপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবধান গ্রামে। এরপর একে একে আরও গ্রেপ্তার করে সিআইডি। তাদের নাম শেখ জাকারিয়া, আব্দুল রশিদ, রাজিবুল ইসলাম তাদেরও বাড়ি আলতাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবধান গ্রামে। এই নিয়ে মোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি।

ধৃতদের ফোন ট্র্যাক

পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি আইনেও মামলা রুজু হয়েছে। ওই ঘটনায় একটি ব্যাংকের চারটি গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি টাকা তোলা হয়। ২০১৬ সাল থেকে সাবধান হাইস্কুলের মাইনরিটি স্কলারশিপের টাকা ধাপে ধাপে তোলে তৃণমূলের এই দাপুটে নেতারা। বয়স্ক লোকেদের ছাত্র বানিয়ে এই দুষ্কর্ম চালায়। বেশ কয়েক বছর ধরে এই জালিয়াতি কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছিল সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী তথা তৃণমূলের দাপুটে নেতা। উল্লেখ্য বিভিন্ন সময় মেন্দাবাড়িতে পঞ্চু বসাকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে অ্যাকাউন্ট খুলতে আসত গ্রাহকরা। ওই অ্যাকাউন্টের এটিএম কার্ড মূল শাখা থেকে পৌঁছাত সিএসপির কাছে। বিভিন্ন নামের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হত স্কলারশিপ ফর্মে। মাইনরিটি সহ তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং বিশেষভাবে সক্ষম কোটার বৃত্তি পাওয়ার জন্য নানা কৌশলে টাকা তোলার কথা জানিয়েছিল সিআইডি।

ভবানী ভবন সূত্রের খবর, চক্রের মূল ৯ জন পান্ডার বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে জামিন নাকচ করার জন্য উচ্চআদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল গোয়েন্দা দপ্তর।

উচ্চআদালত পঞ্চু সহ একাধিক ব্যক্তির জামিন খারিজ করেছিল। তার পরেই অভিযান চালিয়ে বুধবার রাতে পঞ্চু বসাক ও অশোক বসাককে গ্রেপ্তার করেছে। এই মাইনরিটি মামলায় সাবধান স্কুলের এক পার্শ্বশিক্ষক সহ সাহা আলম জেল হেপাজতে রয়েছে।

পঞ্চু বসাক ও অশোক বসাক ভুয়ো কাগজপত্র দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করত।

এরপর অ্যাকাউন্টের এটিএম কার্ড হাতিয়ে মাইনরিটি স্কলারশিপের পোর্টালে ভুয়ো ছাত্রছাত্রীদের নাম এন্ট্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা বিভিন্ন এটিএম ব্যবহার করে তুলে আত্মসাৎ করত। ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতের ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ কোর্টে তোলা হলে পাঁচ দিনের সিআইডি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

কুমারগ্রাম, ২০ ফেব্রুয়ারি : বাগান কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে জেলা ও ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার বহুমুখী স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হল সংকোশ চা বাগানে। শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দাদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতেই এই শিবির। সংকোশ চা বাগানের সিনিয়ার মেডিকেল অফিসার ডাঃ শ্যামগোপাল নাগ বলেন, 'শিবিরে ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। চা বাগানের তিন শতাধিক মানুষ উপকৃত হয়েছেন।' কুমারগ্রাম ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সৌম্য গাইন জানান, শিবিরে ৮০ জন বয়স্ককে বিসিজি টিকা দেওয়া হয়েছে। ৭৮ জনকে চশমা দেওয়া হয়। ২০ জনের এক্স-রে করা হয়েছে।

রাজবংশী তাস

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গে থাকা বিজেপির ২৫ জন বিধায়কের মধ্যে ২৪ জন সই করেছেন। ইংরেজবাজারের শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী দিল্লিতে থাকায় সই করতে পারেননি। তবে দলবিরোধী কাজ করায় অভিযুক্ত এবং যার জেরে বিজেপির সক্রিয় সদস্যপদ না পাওয়া কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা সই করেছেন। যদিও তাঁর দাবি, তিনি বিজেপিতে আছেন এবং থাকবেন।

শা-কে পাঠানো চিঠিতে অষ্টম তফশিলে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষার অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতার ক্ষেত্রে পঞ্চানন বর্মা, চিলারায়ের অবদান যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনই ইতিহাসের পাতা থেকে নানান ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন বিআর আম্বেদকরের সঙ্গে সংবিধান রচনায় প্রাক্তন সাংসদ উপেন্দ্রনাথ রায়ের অংশগ্রহণ, শরৎচন্দ্র সিনহার অসমের মুখ্যমন্ত্রী থাকা। বাদ যায়নি ধর্মনারায়ণ বর্মা, নগেন্দ্রনাথ রায়, প্রতিমা বড়ুয়া সহ পদ্মশ্রী পাওয়া। আনন্দময়ের বক্তব্য, 'আমাদের সমাজে মণিমুক্তোর অভাব নেই। কিন্তু আক্ষেপ, ভাষার স্বীকৃতি পেলাম না। তবে এই দাবির সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই।'

নির্বাচনের সম্পর্ক যে আছে, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভার বক্তব্যে। তিনি বলছেন, 'রাজবংশী, কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি এবং বিভিন্ন কমিটি গঠন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তা আমাদের কোনও কাজেই আসছে না। তৃণমূল শুধু রাজনীতি করছে। রাজবংশীদের জন্য কিছু করলে, তা করবে বিজেপি।'

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজবংশীদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলছেন, 'আমাদের সুশীল বর্মন যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর বাচনভঙ্গি নিয়ে কটাক্ষ করতে থাকেন তৃণমূল বিধায়করা। আমরা প্রতিবাদ করি। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তাঁর দলের বিধায়কদের শান্ত করেন। কিন্তু রাজবংশীদের সম্পর্কে তৃণমূলের মনোভাব কী, এই ঘটনায় স্পষ্ট।' রাজবংশীদের এই দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করেন মালদার বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহাও।

ভাঙল ফ্যান

প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা শুরুর প্রায় ১ ঘণ্টার মাথায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনভিজিলেটর লক্ষ করেন এক ছাত্র পকেটে মোবাইল ফোন রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তিনি ভেনু ইনচার্জকে জানান। পরে ওই ছাত্রকে মোবাইল ফোন সমেত পরীক্ষা রুম থেকে প্রধান শিক্ষকের ঘরে নিয়ে আসা হয়। বোর্ডের অন্য সদস্যদেরও খবর দেওয়া হয়। এমনকি বিষয়টি থানাতেও জানানো হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'সিসিটিভি ক্যামেরার তার ছেঁড়ার বিষয়টি নজরে আসতেই আমরা সতর্ক হয়ে যাই। পরে পরীক্ষা রুম থেকে মোবাইল ফোন সমেত এক ছাত্রকে ধরা হয়। বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার বোর্ড বৈঠক ডেকেছে। তার পরেই ওই ছাত্রের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

এখানেই শেষ নয়, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তাঁরা লক্ষ করেন দুটি ক্লাসরুমের মোট ৯টি ফ্যান বাঁকিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে। একটি ক্লাসরুমের সিসিটিভি ক্যামেরার তার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ওই স্কুলে এমন ঘটনা ঘটলেও ফালাকাটার বাকি স্কুলগুলিতে নির্বিঘ্নেই পরীক্ষা শেষ হয়েছে।

জল্পেশে ফের টিকিটের দাম বদল

ময়নাগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : শিবরাত্রি থেকে পুরোনো দামেই ফিরছে জল্পেশ মন্দিরে প্রবেশের জন্য পুণ্যার্থীদের টিকিট। ১০০ টাকার বিশেষ টিকিটের পাশাপাশি থাকছে ২০ টাকার সাধারণ টিকিটের ব্যবস্থা। গত শ্রাবণীমেলার সময় ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে ৫০ টাকা দামের টিকিটের ব্যবস্থা করেছিল মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড। সেই দাম শিবরাত্রি থেকে পরিবর্তন করা হচ্ছে। জল্পেশ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'পুণ্যার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে একাধিক টিকিট কাউন্টার খোলা হচ্ছে। সব কাউন্টারেই দুই রকম দামের টিকিট পাওয়া যাবে।' গত বছর শ্রাবণীমেলার সময় অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় জল্পেশে। মেলা চলাকালীনই তড়িঘড়ি ১০০ টাকার বিশেষ টিকিট ও ২০ টাকার সাধারণ টাকার টিকিট বাতিল করে পুণ্যার্থীদের জন্য ৫০ টাকার টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়। বুধবার জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা জল্পেশ মন্দির পরিদর্শন করে দুর্ঘটনা এড়াতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেসময় মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সঙ্গেও আলোচনা হয় প্রশাসনের কর্তাদের। ট্রাস্টি বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, পরীক্ষামূলকভাবে স্কাইওয়াক চালু হলে সেখান দিয়েই ১০০ টাকার বিশেষ টিকিটের পুণ্যার্থীদের মন্দিরে প্রবেশ করানো হবে। মূল গেট বন্ধ থাকায় বিকল্প গেট দিয়ে ২০ টাকার টিকিট কাটা পুণ্যার্থীরা মন্দিরে চত্বরে প্রবেশ করবেন।

জিতলেন গিল

প্রথম পাতার পর

রানআউট, স্টাম্প মিসের দৃষ্টিকটু প্রদর্শনী। উইকেটকিপিংয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ালেন গৌতম গম্ভীরের তথাকথিত 'একনম্বর উইকেটকিপার' লোকেশ। শূন্যতে বেঁচে যাওয়া জাকেরের একারই গোটা তিনেক সুযোগ হাতছাড়া।

তৌহিদ হৃদয়ের হাফ চান্সও কাজে লাগানো যায়নি। নিটফল, ১৫৪ রানের জুটিতে একপেশে ম্যাচে উত্তেজনার পারদ। ৮.৩ ওভারে ৩৫/৫। ষষ্ঠ উইকেটের জন্য ৪৩তম ওভার পর্যন্ত অপেক্ষা। জাকেরকে (৬৮) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন সামি। যার সুবাদে মিচেল স্টার্ককে (৫৩৪০ বল) পিছনে ফেলে দ্রুততম ২০০ উইকেটের নজির। জাহির খানকে (৫৯) টপকে ভারতীয় বোলার হিসেবে আইসিসি ওডিআই টুর্নামেন্টে সর্বাধিক উইকেটের মালিকানাও।

তৌহিদ (১১৮ বলে ১০০) ফেরেন লড়াকু শতরানের পর। শেষদিকে পায়ের ক্র্যাম্পে ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারছিলেন না। বারবার মাঠে ফিজিওকে দৌড়োতে হল। প্রতিকূলতা সরিয়ে একসময় একশোর মধ্যে গুটিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগতে থাকা বাংলাদেশকে দুইশো পার করে দেন। সামির পাঁচ শিকারের পাশে হর্ষিত তিনটি উইকেট নেন।

২২৯ রানের লক্ষ্যে শুভমানের ৯টি চার ও ২টি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে জয় এলেও অনেক প্রশ্ন রেখে গেল এদিনের ম্যাচ। ঝোড়ো শুরু করেও ইনিংসকে লম্বা করতে না পারার রোহিতের বদভ্যাস ভারতকে বারবার ভোগাচ্ছে। বিরাটকে অফস্টাম্পের বাইরের বলে উইকেট দেওয়ার ভুল দ্রুত শুধরে নিতে হবে।

দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফর্ম্যাট যে আলাদা- বুঝতে হবে শ্রেয়স, অক্ষরদের। নাহলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রোহিতের স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়বে বাস্তবের মাটিতে। ২৩ তারিখ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণে কতটা পরিবর্তন আসে রোহিত-বিরাটদের ভাবনা- আপাতত সেটাই দেখার।

দুই নেতার মুখে ধর্ম, বিচারপতির মুখে

প্রথম পাতার পর

উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের সময় হিন্দুর পরিবর্তে এই শব্দটি চালু হয়। অথচ কয়েক বছর আগেও এর জনপ্রিয়তা ছিল না। এখন অনেকে বলছেন, হিন্দু শব্দটা আসলে ফারসি শব্দ। বিজেপি সংস্কৃতির হাত ধরে বরিষ্ঠ, কার্যকর্তা শব্দগুলোও ঢুকে পড়ছে বাংলা অভিধানে।

এইভাবে সনাতনী, ব্রাহ্মণ, সন্ত্রাসকারী, দাঙ্গাকারী, হিন্দুত্বের অপমান কথাগুলো রাজ্যের দুই প্রধান পার্টির সর্বোচ্চ নেতা ব্যবহার করে চলেছেন প্রকাশ্যে। স্রেফ লোককে বোঝাতে, দেখুন, দেখুন, আমি কতটা হিন্দু। এসব কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন সম্প্রীতির বাংলাকে? কত বছর পিছনে টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন আসলে? এটা সেই ভিড় বাসে কনডাক্টরের সংলাপ হয়ে গেল, পিছনের দিকে এগিয়ে চলুন।

উন্নয়ন, পরিকাঠামো, দূর ভবিষ্যতের ভাবনার কথা নেতাদের মুখে নেই। শুধু ধর্ম, ধর্ম আর ধর্ম। বিবেকানন্দ, নেতাজি, গান্ধিজি সবার জন্মদিনে এখন সব নেতা ছবি পোস্ট করেন নিজের প্রোফাইলে। অথচ কেউই বলেন না, সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপর নাই। বরং কথা শুনে মনে হয়, সবার ওপরে ধর্ম সত্য।

মমতা ও শুভেন্দু, দুজনেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ দায় রয়েছে। তাই হিন্দুত্ব নিয়ে 'তুই না মুই' যুদ্ধে। মমতাকে বোঝাতে হচ্ছে, তিনি শুধুই মুসলিম তোষণকারী নন। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির বানাচ্ছেন পুরীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াক করেছেন। শুভেন্দুকে বোঝাতে হয়, তৃণমূলের অনেকটা পাপের পিছনে তিনি নেই। দিল্লির বিজেপি নেতাদের বোঝাতে চান, দ্যাখো আমি একেবারে হিন্দুত্ব ছাড়া কিছুই বোঝাই না। সবচেয়ে রামভক্ত আমিই। কপালে লাল সিঁদুর মাস্ট, মাথায় তাই উত্তর ভারতীয় পদ্ম নেতাদের ঢংয়ে পাগড়ি।

দ্যাখো আমি বাড়ছি মাম্মি!

দুই বড় পার্টির আস্ফালন-হুংকারের পাশে সিপিএম বা কংগ্রেস এখনও ডুবজলে খাবি খাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তড়পানিতেই শেষ। আপনারা কি খেয়াল করেছেন, মমতা এবং শুভেন্দুর ধর্ম নিয়ে দড়ি টানাটানির দিনই বাংলার পরিকাঠামো নিয়ে কত বড় কামান দেগেছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম? সেখানেও স্বধর্ম পালনের কথা বলা হয়েছে। এই ধর্ম বাঙালির রক্তে মিশে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের ধর্মের মতো, আজকের নেতা-নেত্রীর ধর্মকথা নয়। 'ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান/ নীরব হয়ে, নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ।'

তামিল শিবজ্ঞানমের অনেক পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আক্ষেপ মিশে যায় অনেক বাঙালির। জনতার অধিকাংশেরই মনের কথা। তাতে কি মমতা বা শুভেন্দুর কিছু এসে যায়? যায় না।

এজলাসে প্রধান বিচারপতির আত্মোপলব্ধি মনে করিয়ে দেওয়া যাক। এসব তো আসলে বলা উচিত ছিল নেতাদের। ১) আপনারা পার্ক স্ট্রিটের আলোকসজ্জা নিয়ে গর্ব করেন। অথচ মথুরাপুরের হাসপাতালের পাইপ ভেঙে গিয়েছে। বাড়ি ভগ্নদশা। পুরো এলাকা অপরিচ্ছন্ন। ২) কেন মানুষকে করমণ্ডল এক্সপ্রেস ধরতে হবে? আমার হোমটাউন, স্টেট দেখে আসুন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কীরকম। ৩) আপনারা ভোট নিয়ে চিন্তিত, ভোটারদের নিয়ে নয়। মানুষ আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়েছেন। আপনাদের উচিত, তাঁদের কিছু ফিরিয়ে দেওয়া। ৪) রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে আমলাদের কাজ করতে সমস্যা হয়। ভক্তি ছাড়া রথ টানা কঠিন। ১৯৭৬ সালেও বাংলায় হাসপাতালে যত বেড ছিল, ২০২৫ সালে এসেও স্বাস্থ্যসচিব সেই সংখ্যার কথা বলছেন।

এর থেকে আরও কড়া কথা আর কী বলতে পারতেন প্রধান বিচারপতি? তিনি চন্দননগর, পুরুলিয়া ও মুর্শিদাবাদের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা বলেছেন। মানুষ এ সব জানেন। মমতা, শুভেন্দু, সেলিম, অধীররা কি এসব জানেন না? এঁরা কিন্তু এই কথাগুলো টানা তুলে ধরেননি।

শিবজ্ঞানম কলকাতা এসেছিলেন ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর। প্রধান বিচারপতি হন ২০২৩ সালের ২১ মে। তিনি বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্দরমহল নিয়ে যা জেনেছেন, তা অনেক বিপ্লবী ডাক্তারও জানেন না। তাঁরা ব্যস্ত ওই একমেবাদ্বিতীয়ম রাজনীতি নিয়ে।

যদি সত্যিই মনুষ্যসেবার তুলনায় ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার প্রভুত্ব করে নেতাদের ওপর, তা হলে আরও সর্বনাশ অপেক্ষা করছে বাংলার জন্য। জোড়াফুল এবং পদ্মফুল, সবাই চেষ্টা করবে বাংলাদেশের টালমাটাল পরিস্থিতিকে ভোট প্রচারে কাজে লাগাতে। নেতারা কেউ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আওড়ে বলবেন না, 'বারবার নষ্ট হয়ে যাই/ একবার আমাকে পবিত্র/করো প্রভু, যদি বাঁচাটাই/ মুখ্য, প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই'।

শক্তির এই চিরস্মরণীয় কবিতার নামও আজকের এই বাংলায় রীতিমতো প্রাসঙ্গিক। প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই।

রোহিতদের ম্যাচেও ফাঁকা গ্যালারি দুবাইয়ে!

প্রশ্নে ওডিআইয়ের ভবিষ্যৎ

দুবাই স্টেডিয়ামে শুনসান গ্যালারির সামনে চলছে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ।

দুবাই, ২০ ফেব্রুয়ারি : করাচির পর দুবাই। পাকিস্তানের পর ভারত।

ছবিটা একই। সঙ্গে প্রশ্নও একটাই। একদিনের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কি কমছে ক্রমশ?

জবাব সময়ের গর্ভে। তবে চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ও জল্পনা উসকে দিয়েছে নতুনভাবে। বৃহস্পতিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করল রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। এহেন ম্যাচেও দুবাই ক্রিকেট স্টেডিয়ামের গ্যালারির একটা বড় অংশ খালি ছিল। শুরুতে মনে করা হয়েছিল, ছুটির দিন নয় বলে হয়তো গ্যালারি ফাঁকা। কিন্তু বাংলাদেশ ইনিংস শেষের পর রোহিতদের রান তাড়া শুরুর পরও ছবিটা তেমন বদলায়নি। অথচ, ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফে দিন কয়েক আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারতের সব ম্যাচের টিকিটই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠের গ্যালারির দর্শকাসন ২৫ হাজার। দুনিয়ার যেখানেই টিম ইন্ডিয়ার খেলা হয়, শুরুর আগেই গ্যালারি ভর্তি হয়ে যায়। ব্যতিক্রমী হিসেবে হাজির হল দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম ম্যাচের আসর। রোহিত, বিরাট কোহলিদের দেখার জন্য ফাঁকা গ্যালারি, এমন ঘটনা বিরল। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে। যদিও সেই প্রশ্নের জবাব আপাতত কোথাও নেই।

গতকাল করাচির ন্যাশানাল স্টেডিয়ামে পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছিল চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি। ঘরের মাঠে বাবর আজমদের ম্যাচেও ছিল ফাঁকা গ্যালারি। যা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ। আজ দুবাইয়ের মাঠে ভারত বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের আসরে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখল দুনিয়া। সঙ্গে একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা চরমে পৌঁছে গেল। রবিবার দুবাইয়ে ভারত-পাক মহারণের আসরে ছবিটা বদলায় কিনা, সেটাই দেখার।

হ্যাটট্রিকের আনন্দে ছুটছেন কিলিয়ান এমবাপে। তাঁকে ছোঁয়ার চেষ্টায় সতীর্থ জুডে বেলিংহাম। মাদ্রিদে বুধবার।

এমবাপের হ্যাটট্রিকে প্রি-কোয়ার্টারে রিয়াল

সিটির বিদায়, সাত গোল পিএসজি-র

মাদ্রিদ ও প্যারিস, ২০ ফেব্রুয়ারি : এক তারকা বেঞ্চে বসে দলের আত্মসমর্পণ দেখলেন। আরেকজন হ্যাটট্রিক করে জেতালেন দলকে। প্রথম জন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি'র আর্লিং ব্রাউট হালান্ড। আরেকজন কিলিয়ান এমবাপে।

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ৩-১ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
প্যারিস সাঁ জাঁ ৭-১ ব্রেস্ট
পিএসভি আইন্দহোভেন ৩-১ জুভেন্তাস
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ০-০ স্পোর্টিং লিসবন

মরশুমের শুরুতে তাঁকে ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সেই এমবাপেই বুধবার রাতে ঝড় তুললেন স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুর মাঠে। ফরাসি তারকার হ্যাটট্রিকেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে ৩-১ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। আর দুই লেগ মিলিয়ে ৬-৩ ব্যবধানে জিতে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করল কার্লো আন্সেলোত্তির দল। বিদায় নিল নীল ম্যাঞ্চেস্টার। ৪, ৩৩ এবং ৬১ মিনিটে তিনটি গোল করলেন তিনি। উলটোদিকে ম্যাচের সংযুক্তি সময় সিটির হয়ে একমাত্র গোলটি করেন নিকো গঞ্জালেস। এদিকে, গত শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে হাঁটুতে চোট পাওয়ায় এদিন প্রথম একাদশে ছিলেন না হাল্যান্ড। যদিও ম্যাচের পর তা নিয়ে কোনও অজুহাত দিতে চাননি ম্যান সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। বলেছেন, 'যোগ্য দল হিসাবেই জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। এই মরশুমটা আমাদের সত্যিই খারাপ যাচ্ছে। হয়তো এটাই সবচেয়ে খারাপ মরশুম।' জয়ের নায়ক এমবাপে বলেছেন, 'রিয়াল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় খেলবে, এটাই স্বাভাবিক। আমারও এই ক্লাবে ভালো খেলাই লক্ষ্য।'

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিদায় নেওয়ার পর পেপ গুয়ার্দিওলা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে দুর্বল ব্রেস্টকে ৭-০ গোলে হারাল প্যারিস সাঁ জাঁ। দুই লেগ মিলিয়ে ১০-০ ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় খেলা নিশ্চিত করল প্যারিসের ক্লাবটি। স্কোরশিটে নাম তুললেন সাতজন আলাদা আলাদা ফুটবলার। ম্যাচ শেষে পিএসজি কোচ লুইস এনরিকের ব্যাখ্যা, 'দলগত প্রচেষ্টাতেই এই সাফল্য।'

এখনই অবসর নিতে চাইছেন না ধোনি

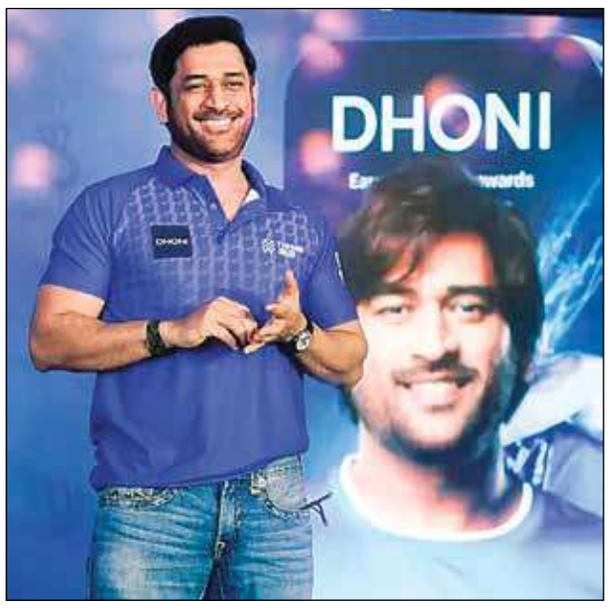

নিজের নামাঙ্কিত অ্যাপের প্রকাশ অনুষ্ঠানে মহেন্দ্র সিং ধোনি। মুম্বইয়ে।

মুম্বই, ২০ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন আইপিএল সম্ভবত শেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট আসর। তারপর ব্যাট তুলে রাখবেন। যদিও অবসর নিয়ে চলতি বিতর্কে নয়া মশালা যোগ করলেন স্বয়ং মহেন্দ্র সিং ধোনি। জানিয়ে দিলেন, ক্রিকেটকে এখনই বিদায় বলার ইচ্ছে তাঁর নেই। অবসরের কথা ভাবছেনও না! আর যতদিন খেলবেন, ছোটবেলার মতো ক্রিকেটকে উপভোগ করতে চান।

ভক্তদের জন্য নতুন অ্যাপের উদ্বোধনে এসে কিছুটা হেঁয়ালি রেখে ধোনি বলেছেন, '২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছি। এরপর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। আর যতদিন ক্রিকেট খেলতে পারব, যে কয়টা বছর খেলা সম্ভব হবে, ক্রিকেটকে পুরোপুরি উপভোগ করতে চাই।'

এরপর ছোটবেলার ক্রিকেট খেলার স্মৃতি উসকে নিয়ে আরও বলেছেন, 'স্কুলে পড়ার সময় যেভাবে ক্রিকেট উপভোগ করতাম, সেভাবেই এখন উপভোগ করতে চাই। তখন বিকেল চারটে থেকে খেলা শুরু করতাম। প্রতিদিন ঠিক ওই সময়ে নিয়ম করে মাঠে যেতাম। আবহাওয়া খারাপ হলে ফুটবল খেলতাম। যে শিশুসুলভ মানসিকতা নিয়ে তখন খেলতাম তখন বাকি কেরিয়ারে সেভাবেই খেলতে চাই। তবে বলা যতটা সহজ, তা করা ততটাই কঠিন।'

দেশের জার্সিতে বরাবর নিজের সেরাটা দিয়েছেন। অধিনায়ক হিসেবে দিশা দেখিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটকে। মাহির কথায়, 'জাতীয় দলের হয়ে খেলার সময় সর্বদা নিজের পুরোটা দেওয়া লক্ষ্য ছিল। সবাই দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পায় না। ব্যক্তিগত প্রাপ্তি যাই হোক, যতই সাফল্য পাই না কেন, আসল কথা দেশকে কতটা গর্বিত করতে পারলাম, দেশের জন্য কতটা সাফল্য আনতে সক্ষম হলাম।'

আগামীর ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যেও 'ক্যাপটেন কুলের' বিশেষ পরামর্শ, নিজের জন্য কোনটা সবচেয়ে ভালো, তা খুঁজে বের করতে হবে। ক্রিকেটকে সবটুকু দিয়েছিলাম। কখন ঘুমোবো, কখন উঠব, এর প্রভাব ক্রিকেটে কতটা পড়বে, সবকিছু মাথায় রাখতেন। বন্ধুত্ব, মজা করার সময় অনেক মিলবে। কিন্তু লক্ষ্য স্থির করে এগোতে হবে। এই নিয়ে কোনরকম সমঝোতা চলে না। চাপটাকে কখনও চেপে বসতে দিও না। মুখে হাসি রেখে কঠিন সময় পেরোতে পারলে ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছোনো সক্ষম।

> ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছি। এরপর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। আর যতদিন ক্রিকেট খেলব, যে কয়টা বছর খেলা সম্ভব হবে, ক্রিকেটকে পুরোপুরি উপভোগ করতে চাই।
>
> **মহেন্দ্র সিং ধোনি**

অর্ধশতরান পেলেও সমালোচনার মুখে বাবর আজমের মন্থর ব্যাটিং।

স্বার্থপর ব্যাটিং, বাবরকে তোপ আক্রামদের

করাচি, ২০ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তান দল, সমর্থকদের আশঙ্কাই সত্যি। শুরুতেই বড় ধাক্কা। গোটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকেই ছিটকে গেলেন তারকা ওপেনার ফখর জামান। বুধবার উদ্বোধনী ম্যাচে ফিল্ডিং করার সময় চোট পান। ফকরের বদলি হিসেবে দলে ঢুকছেন ইমাম-উল-হক।

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন ইমাম। ঘরোয়া ক্রিকেটে সাফল্য পেলেও ডাক পাননি। ফখর জামানের চোট দরজা খুলে দিল ইমামের। ছিটকে যাওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে ফখর জানিয়েছেন, ঘরের মাঠে আইসিসি টুর্নামেন্ট থেকে এভাবে ছিটকে যাওয়া মানতে পারছেন না। তবে উপরওয়ালার ওপর বিশ্বাস রয়েছে। আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবেন।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বড় হারের পর প্রাক্তনদের তোপের মুখে মহম্মদ রিজওয়ানের দল। নির্বিষ বোলিং, নেতিবাচক ব্যাটিং নিয়ে ওয়াঘার ওপারে সমালোচনার ঢেউ। আঙুল উঠছে ৩২০ তাড়া করতে নেমে বাবর আজমের ঘুমপাড়ানি ব্যাটিং নিয়ে।

বুধবার ছিল উদ্বোধনী ম্যাচ। তিন দশক পর আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজনের সুযোগ। করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম উৎসবের চেহারা নেয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারি। যদিও সেই উৎসবের জল ঢালে শাহিন শা আফ্রিদি, নাসিম শা, বাবর আজমদের পারফরমেন্স।

ওয়াসিম আক্রাম চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন। কিংবদন্তির তোপের মুখে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড, নির্বাচকরাও। দাবি, যোগ্যতা নয়, পছন্দে ক্রিকেটারদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ফল চোখের সামনে।

টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেলেন ফখর, বদলি ইমাম

আক্রম বলেছেন, 'পাক ক্রিকেট সংস্কৃতির কঠিন সত্যটা হল, কারওর সমালোচনা করা যাবে না। কিন্তু বাস্তব হল, যে সেরা, তাকে দলে রাখতে হবে। যদিও তা হয়নি। পছন্দের ক্রিকেটাররা ঢুকে পড়েছে। ১৫ জনের দল বাছতে ৫-৬ নির্বাচক! এরা সবকিছু জটিল করে দিচ্ছে। দরকার ঘরোয়া ক্রিকেটের খোলনলচে বদলানও।'

বাবরের মন্থর ব্যাটিং নিয়ে আক্রমের অভিযোগ, দলের সেরা ব্যাটারকে ৯০ বলে ৬০ রান করতে দেখাটা বিরক্তিকর। তার চেয়ে ৩০ বলে ৩৫ দলের জন্য অনেক বেশি কার্যকর। বর্তমান ক্রিকেটে এহেন মন্থর ব্যাটিং অচল। বাসিত আলির অভিযোগ, বাবর দল নয়, নিজের জন্য খেলছিল। এরপরও বাবরের সমালোচনা করলে, সমালোচকদেরই তুলোধোনা করা হয়।

চেতেশ্বর পূজারা আবার বাবরের টেকনিকে গলদ দেখছেন। জানিয়েছেন, স্পিনারদের বিরুদ্ধে ফুটওয়ার্ক ঠিক ছিল না। পায়ের ব্যবহার করছিলই না। আক্রমণাত্মক শটের বদলে খুচরো রানে যেভাবে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছিল, তাতে তিনি অবাক। ব্যর্থতার জের পাকিস্তান দলের মধ্যেও। ম্যাচ চলাকালীনই অধিনায়ক রিজওয়ান আর শাহিনের মধ্যে ঝামেলা লেগে যায়। ৪৭তম ওভারের ঘটনা। উত্তেজিত হয়ে শাহিনকে কিছু বলতে দেখা যায় রিজওয়ানকে। পালটা দেন শাহিনও। জল বেশিদূর না গড়ালেও ঘটনাটি দলের মধ্যে ফাটল প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে।

বদলার অপেক্ষায় বিদর্ভ

নাগপুর ও আহমেদাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি : রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে চতুর্থ দিনের শেষেও চাপ কাটাতে পারল না মুম্বই।

গতবার রনজি ফাইনালে মুম্বইয়ের কাছে হেরেই স্বপ্নভঙ্গ হয় বিদর্ভের। সেই বিদর্ভই এবার প্রতিশোধের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। সেমিফাইনালে মুম্বইকে হারাতে শেষদিনে তাদের প্রয়োজন ৭ উইকেট। চতুর্থ দিনের শুরুতে ইনিংসে আরও ১৪৫ রান যোগ করে বিদর্ভ। সব মিলিয়ে ২৯২ রান করে তারা। আগের ইনিংসে বিদর্ভের ১১৩ রানের লিড ছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫১ রান করেন যশ রাঠোর। ফলে মুম্বইয়ের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৪০৬। দিনের শেষে মুম্বইয়ের স্কোর ৮৩/৩। জয়ের জন্য প্রয়োজন ৭ উইকেটে ৩২৩ রান। যা মোটেও সহজ নয়। প্রথম ইনিংসে এই মুম্বই যে তিনশো রানের গণ্ডিও পেরোতে পারেনি। অন্য সেমিফাইনালে চতুর্থ দিনের শেষেও লড়াই জারি রেখেছে গুজরাট। কেরলের ৪৫৭ রানের জবাবে দিনের শেষে তাদের স্কোর ৪২৯/৭। গুজরাট এখনও পিছিয়ে ২৮ রানে।

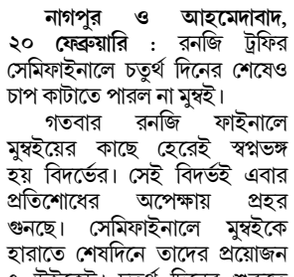

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে শতরান করে বিদর্ভের যশ রাঠোর। বৃহস্পতিবার।

ভারতের মেয়েদের জয়

শারজা, ২০ ফেব্রুয়ারি : দাপুটে জয় দিয়ে পিঙ্ক লেডিস কাপে অভিযান শুরু করল ভারতের মহিলা ফুটবল দল। প্রথম ম্যাচেই জর্ডনকে ২-০ গোলে হারাল ভারতের মেয়েরা। ম্যাচের দুই অর্ধে দুইটি গোল করেন নাওরেম প্রিয়াংকা দেবী ও মনীষা। বুধবার এই টুর্নামেন্টের অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগেও জর্ডনকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ভারত।

ফিট মনবীর অনুশীলনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের নকআউট পর্যায়ে কি খেলতে পারবেন ক্লেইটন সিলভা?

এখনও পর্যন্ত আইএসএল এবং এএফসি-র ম্যাচ নিয়ে রীতিমতো চিন্তায় লাল-হলুদ শিবির। কারণ ৫ মার্চ ঘরের মাঠে তুর্কমেনিস্তানের এফকে আকাদাগের বিরুদ্ধে খেলার তিনদিনের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলকে আইএসএলের ম্যাচ খেলতে শিলংয়ে যেতে হবে। ফিরতি এএফসি-র ম্যাচ ১২ তারিখ তুর্কমেনিস্তানে। শিলং থেকে কলকাতায় ফিরে যাওয়া নিয়েই এখন ভাবনায় অস্কার ব্রুজোঁ। ক্লাব সূত্রের খবর, তিনি গুয়াহাটি হয়ে দিল্লি যেতে নারাজ। কারণ তাতে শিলং থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা বাস সফর করতে হবে। ইস্টবেঙ্গল কোচ সেটা চাইছেন না। ইতিমধ্যেই ৮ মার্চের ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছে। কিন্তু তাতে এখনও কর্ণপাত করেনি এফএসডিএল। আইএসএল সূত্রে খবর নিয়ে জানা যাচ্ছে, সূচি বদলের কোনও সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত নেই। যা নিয়ে এদিন অসন্তোষও প্রকাশ করেন অস্কার। কারণ এদেশ থেকে তুর্কমেনিস্তান যেতে অনেকটা সময় লেগে যায়। তবে ওই ম্যাচ নিয়ে যে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন, সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় যখন বলেছেন, 'ক্লেইটনকে খেলানোর চেষ্টা করছি। আশা করি ও দ্রুত ফিট হয়ে যাবে। ওর মতো একজন ফুটবলারকে প্রয়োজন দলে।' টানা কয়েকদিনের অনুপস্থিতির পর এদিনের অনুশীলনে আসেন ক্লেইটনও। তবে মাঠে নামেননি। বলেছেন, 'আরও দুই-তিনদিন লাগবে চোট কী অবস্থায় আছে সেটা জানতে। তবে আশা করছি, এএফসি-র ম্যাচে মাঠে নামতে পারব।' আপাতত আইএসএল নিয়ে আর ভাবছেন না কোচ-ফুটবলাররা কেউই। সাউল ক্রেসপোও স্বীকার করলেন, 'পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ না জিততে পারলে আমাদের যাবতীয় আশা শেষ হয়ে যাবে। তাই এই ম্যাচ জিততেই হবে। তারপর তাকিয়ে থাকতে হবে অন্যদের দিকে।'

এদিকে, এদিন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে স্বস্তি ফেরে মনবীর সিং দলের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পড়ায়। তাঁকে রেখেই হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা দল সাজাচ্ছে বলে মনে হয়েছে। এর অর্থ সাহাল আবদুল সামাদ ছাড়া ওডিশা এফসি-র বিপক্ষে সবাইকেই পাচ্ছেন মোলিনা।

এএফসি-তে খেলতে চান ক্লেইটন

ঘরে ফের হার মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০ জামশেদপুর এফসি-২ (ঋত্বিক, নিখিল)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলে হারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে জামশেদপুর এফসি-র কাছে ০-২ গোলে হারল তারা। এই ম্যাচ জিতে ২১ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্স কার্যত নিশ্চিত করল খালিদ জামিলের দল।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই জামশেদপুর দুই প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ শানিয়ে নাভিশ্বাস তুলে দেয় মহমেডান রক্ষণভাগের। ৫ মিনিটের মধ্যে প্রথম গোলটি পেয়ে যায় তারা। জটলার মধ্যে দিয়ে জাভি হার্নান্ডেজের শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের। ফিরতি বলে গোল করে যান বঙ্গতনয় ঋত্বিক দাস। ১৫ মিনিটে জো জোহেরলিয়ানার ভুলে প্রায় গোল পেয়ে গিয়েছিলেন ঋত্বিক। পরিস্থিতি কোনওক্রমে সামাল দেন গোলরক্ষক পদম ছেত্রী। বস্তুতপক্ষে, এদিন ঋত্বিককে আটকাতে হিমসিম খেলেন ভানলালজুইডিকা চাকচুয়াকরা। ৫২ মিনিটে দ্বিতীয় গোল প্রায় পেয়েই গিয়েছিল জামশেদপুর। জাভিয়ের সিভেরিওর বাড়ানো পাস থেকে জর্ডন মারের শট ক্রসপিসে লেগে বেরিয়ে যায়। মিনিট দুয়েকের মধ্যে জাভির দুরন্ত শট ততোধিক দক্ষতায় বাঁচিয়ে দেন পদম। এদিন পদম না থাকলে বড় লজ্জার মুখে পড়তে হত মহমেডানকে। ম্যাচের ৮২ মিনিটে ইমরান খানের পাস থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন জামশেদপুরের নিখিল বারলা। এই গোলের ক্ষেত্রে দায় এড়াতে পারবেন না অধিনায়ক আদিঙ্গা।

কাজে এল না অ্যালেক্সিস গোমেজের চেষ্টা।

চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত একটিও হোম ম্যাচ জিততে পারেনি মহমেডান। এই ম্যাচে পরাজয়ের পর ২১ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে সবার শেষেই থেকে গেল তারা।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব : পদম, আদিঙ্গা, ফ্লোরেন্ট, জোহেরলিয়ানা, জুইডিকা, ইরশাদ, মাফেলা (মাকান), অ্যালেক্সিস, রেমসাঙ্গা (মনবীর), ফ্রাঙ্কা (জেরেমি) ও রবি (মার্ক)।

ড্র লিভারপুলের

লন্ডন, ২০ ফেব্রুয়ারি : অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট করল লিভারপুল। প্রথমে এগিয়ে গিয়েও ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র করে আর্নে স্লটের ছেলেরা। ২৯ মিনিটে মহম্মদ সালাহর গোলে এগিয়ে যায় তারা। ৩৮ মিনিটে সমতা ফেরান ইউরি টিয়েলেম্যান্স।

প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে ওলি ওয়াটকিন্সের গোলে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় ভিলা। তবে ৬১ মিনিটে গোল করে লিভারপুলের হার বাঁচান ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড। এই নিয়ে টানা ২২ ম্যাচ অপরাজিত রয়েছে আর্নে স্লটের দল। আপাতত লিভারপুল ২৬ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনাল এক ম্যাচ কম খেলে ৫৩ পয়েন্ট পেয়েছে। শনিবার ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জিতে লিভারপুলের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমানোই লক্ষ্য তাদের।

বাভুমাদের আজ চমক দিতে চান আফগানরা

করাচি, ২০ ফেব্রুয়ারি : মাঠের ভিতরের বিষয়গুলিই শুধু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমরা। আর সেটাই আমাদের কাজ।

বিকেলের দিকে করাচির ন্যাশানাল স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে আফগানিস্তান অধিনায়ক হাশমাতুল্লাহ শাহিদি যখন কথাগুলি বলছিলেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মনের অন্দরের যন্ত্রণার কথা। বেশ কয়েক বছর হয়ে গিয়েছে, নিয়মিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছে আফগানিস্তান। কিন্তু এখনও তারা তাদের যোগ্য সম্মান পায়নি। আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন ব্যবস্থা নিয়ে বাকি দুনিয়ার প্রবল আপত্তিও রয়েছে। যার প্রমাণ, বিভিন্ন দেশের আফগানিস্তান সফর বয়কট করার মতো ঘটনা।

ছবিটা বদলানোর লক্ষ্যে বাইশ গজের যুদ্ধের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চমক দিতে চাইছেন আফগানরা। সেই লক্ষ্যেই শুক্রবার করাচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করছে আফগানিস্তান। ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে ইংল্যান্ড, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চমক দিয়েছিলেন আফগানরা। শুক্রবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে টেম্বা বাভুমাদের একইভাবে চমক দিকে বদ্ধপরিকর আফগানিস্তান।

CHAMPIONS TROPHY 2025 • PAKISTAN
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আজ

আফগানিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট, **স্থান :** করাচি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

শর্ত অমান্যের অভিযোগ, আইএফএ-কে চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : চুক্তির শর্ত অমান্য করেছে আইএফএ। এমনই অভিযোগ তুলে বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থাকে আট পাতার দীর্ঘ চিঠি পাঠাল শ্রাচী।

গত বছর রাজ্যের ফুটবল নিয়ামক সংস্থার সঙ্গে তিন বছরের জন্য গাঁটছড়া বাঁধে শ্রাচী স্পোর্টস। আইএফএ-র সঙ্গে যৌথভাবে কলকাতা লিগ, আইএফএ শিল্ড ও ফুটসল লিগ আয়োজনের ব্যাপারে চুক্তি হয়। সম্প্রচার স্বত্বও দেওয়া হয় শ্রাচীকে। তবে বছর ঘোরার আগেই দুই পক্ষের মধ্যে কার্যত দ্বন্দ্ব লেগে গেল। বৃহস্পতিবারই আইএফএ-কে চিঠি দিয়ে নিজেদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছে শ্রাচী। অভিযোগ, একমাস আগে লিগের প্রতিটা ম্যাচের সূচি ঘোষণার কথা থাকলেও তা হয়নি। সম্প্রচারের সমস্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ম্যাচ না হওয়ায় বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। এছাড়াও একাধিক ক্ষেত্রে আইএফএ-র প্রতি গাফিলতির অভিযোগ রয়েছে। ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেবিষয় সতর্কও করা হয়েছে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ হেসে খেলে **কুশল** তুমি করলে দ্বাদশ বছর পার। এরূপভাবে তোমার জীবনে জন্মদিন আসুক শতবার। - **বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুমা, দাদু, দিদা ও লাল ঠাকুরের আশীর্বাদ।**

সংঘশ্রীর টি২০ ক্রিকেট শুরু

জলপাইগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : সংঘশ্রী ক্লাবের টি২০ ক্রিকেট বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে এসপি রায় ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ৭ উইকেটে জেএসিসি-কে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে টসে জিতে জেএসিসি ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২১ রান তোলে। আবীর ঘোষ ২৫ রান করেন। অনুপ রায় ৩০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে এসপি রায় ৩ উইকেটে ১২২ রান তুলে নেয়। এএল আকাশ ৪৬ রানে অপরাজিত থাকেন। অন্য ম্যাচে আয়োজকরা ৮০ রানে বানারহাট তরুণ সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে সংঘশ্রী ৭ উইকেটে ১৯৫ রান তোলে। মৃণাল মুখোপাধ্যায় ৯০ রান করেন। গৌরব প্রধান ৩২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে তরুণ ১১১ রানে গুটিয়ে যায়।

মনে হয়েছিল আর খেলতে পারব না সামি

দুবাই, ২০ ফেব্রুয়ারি : আরও একটা আইসিসি টুর্নামেন্ট। মেগা ইভেন্টে আবারও স্বমেজাজে মহম্মদ সামি। ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে যেখানে শেষ করেছিলেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শুরুটা সেখান থেকেই। প্রথম স্পেলে জোড়া শিকারে বাংলাদেশের টপ অর্ডারকে টলিয়ে দেন মহম্মদ সামি। জাঁকিয়ে বসা জাকের আলিকে সরিয়ে ওডিআই ফরম্যাটে ২০০ উইকেট প্রাপ্তি। ম্যাচে পাঁচ শিকার।

অথচ, ২০২৩ বিশ্বকাপের পর অস্ত্রোপচার, প্রায় দেড় বছর মাঠে বাইরে থাকার জেরে হতাশা ঘিরে ধরেছিল। সংশয় ছিল, ফের জাতীয় দলের জার্সি চাপিয়ে মাঠে নামতে পারবেন কি না। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযানে নামার আগে সেই কঠিন সময়ের স্মৃতি রোমন্থনে আবেগতাড়িত সামি।

আইসিসি ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা থেকে রাতারাতি অপারেশন টেবিলে নিজেকে খুঁজে পাওয়া, দুর্দান্ত ফর্ম থেকে চোটের জন্য লম্বা সময় মাঠের বাইরে ছিটকে যাওয়া কঠিন ছিল আমার জন্য। শুরুর দিকে নিজেরই সন্দেহ হত, আবার খেলতে পারব তো। এই ধরনের চোট কাটিয়ে ১৪ মাস পরে ফেরা মোটেই সহজ ছিল না।'

চিকিৎসকদের কাছে সামির প্রথম প্রশ্নই ছিল- কবে মাঠে ফিরবেন। আরও জানান, 'চিকিৎসকরা বলেছিল, আগে তো হাঁটা। তারপর জগিং। তারপর দৌড় শুরুর ব্যাপার। সময় সাপেক্ষ। সত্যি কথা বলতে, ওই সময় মাঠে ফেরা মনে হচ্ছিল অনেক দূরের ব্যাপার। অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। হাজারো প্রশ্ন ভিড় করত। ক্রাচ ছেড়ে মাঠে ফিরতে পারব, নাকি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই হাঁটতে হবে?'

প্রায় মাস দুয়েক বিছানায় শুয়ে কাটানো। ৬০ দিন পর মাটিতে প্রথম পা ফেলা। চিকিৎসকরা যখন বলে, এবার পা মাটিতে ফেলতে পারবে, কিছুটা ভয়ের মধ্যে ছিলেন সামি। পড়ে যাওয়ার ভয়। সেখান থেকে আস্তে আস্তে ছোট্ট বাচ্চার মতো করে নতুনভাবে হাঁটতে শেখা। দেশের হয়ে আবার খেলার ইচ্ছেটাই সাহস জুগিয়েছে সামিকে। সামির কথায়, 'দেশের হয়ে খেলা আমার কাছে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা ছিল। কঠিন সময়ে আমাকে যা লড়াই করতে সাহস জুগিয়েছে।'

দ্রুততম ২০০ ওডিআই উইকেট (বলের নিরিখে)

বল	ক্রিকেটার
৫১২৬	মহম্মদ সামি
৫২৪০	মিচেল স্টার্ক
৫৪৫১	সাকলিন মুস্তাক
৫৬৪০	ব্রেট লি
৫৭৮৩	ট্রেন্ট বোল্ট
৫৮৮৩	ওয়াকার ইউনিস

৫ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস মহম্মদ সামির।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেরা বোলিং ফিগার (ভারতের)

বোলিং ফিগার	ক্রিকেটার	প্রতিপক্ষ	সাল
৩৬/৫	রবীন্দ্র জাদেজা	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০১৩
৫৩/৫	মহম্মদ সামি	বাংলাদেশ	২০২৫
৩৮/৪	শচীন তেন্ডুলকার	অস্ট্রেলিয়া	১৯৯৮
৪৫/৪	জাহির খান	জিম্বাবোয়ে	২০০২

চাপের মুখে দলকে জিতিয়ে তৃপ্ত শুভমান

দুবাই, ২০ ফেব্রুয়ারি : মুকুটে এক নম্বর ওডিআই ব্যাটারের পালক।

কেন বোঝালেন শুভমান গিল। দুরন্ত ইনিংসে মর্যাদা রাখলেন ভারতীয় ওডিআই দলের সহ অধিনায়কের গুরু দায়িত্বের। রোহিত শর্মার ঝড় থেমে যখন চাপের মুখে ভারতীয় দল, প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেন বাংলাদেশ বোলারদের সামনে।

১২৯ বলে অপরাজিত ১০১। শুভমানের যে ইনিংসকে শুধু পরিসংখ্যানের ওজনদারিতে মাপতে যাওয়া বৃথা। প্রবল চাপের মুখে মাথা ঠান্ডা রাখা ব্যাটিংয়ে আবারও প্রতিভার বিচ্ছুরণ। ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে দলকে জেতানোর তৃপ্তি শুভমানের চোখেমুখে।

আইসিসি টুর্নামেন্টে প্রথম শতরান করে শুভমান গিল। দুবাইয়ে।

সামি-বন্দনায় রোহিত

ভারতের তরুণ ওপেনারের কথায়, আইসিসি টুর্নামেন্টে প্রথম শতরানের গুরুত্ব, অনুভূতি সবসময় আলাদা। যা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন। ক্রিজে নামার পর বুঝতে পারছিলেন রান করা সহজ হবে না। বিশেষত, পেসারদের বিরুদ্ধে শুরুতে ব্যাকফুটে চালানো কঠিন হচ্ছিল। তাই যখনই সুযোগ পেয়েছেন ক্রিজ ছেড়ে বেড়িয়ে শট খেলার দিকে নজর দিয়েছেন।

মাঝের ওভারে স্পিনারদের বিরুদ্ধে আবার স্ট্র্যাটেজিতে বদল। শুভমান বলেছেন, 'স্পিনারদের বিরুদ্ধে ফ্রন্টফুটে খুচরো রান নিয়ে স্কোরবোর্ড সহজ হবে না। তাই বিরাটভাই (কোহলি) এবং আমি ব্যাকফুটে জোর দিই। মাঝে একটা সময় চাপ তৈরি হচ্ছিল। সাজঘর থেকে বার্তা আসে একজনকে চান্স নিতে হবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী স্ট্র্যাটেজি বদলেছি। সুফল পেয়ে ভালো লাগছে। দলকে জিতিয়ে আমি তৃপ্ত।' রোহিতের কথায়, দলে আত্মবিশ্বাসের কোনও অভাব নেই। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ। বাড়তি উদ্দীপনা স্বাভাবিক। অতীতে এই রকম পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ বের করার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমাদের। দলে একঝাঁক অভিজ্ঞ প্লেয়ার। যে কোনও পরিস্থিতিতে লক্ষ্য স্থির রাখতে বদ্ধপরিকর যাঁরা। লোকেশ রাহুল, শুভমানরা আজ ঠিক সেই ভূমিকাই পালন করল।

গতকাল পিচ কিউরেটার দাবি করেছিলেন, বাউন্স থাকবে উইকেটে। রোহিত যদিও বলে দিলেন, পিচ কিছুটা মন্থর ছিল। ঘাস সেভাবে ছিল না। তবে পরিস্থিতি যেমনই হোক, দলগতভাবে সেই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। পিচ-ফ্যাক্টর নিয়ে ভাবতে নারাজ।

মহম্মদ সামি-গিলকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। রোহিত বলেছেন, 'সামির জন্য আমি খুশি। মাঠে ফেরার জন্য লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে ওকে। জানতাম দলের জন্য ও কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যখনই ওর হাতে বল তুলে দিয়েছি, একশো শতাংশ দিয়েছে। গিলের দক্ষতা সম্পর্কে আমরা সবাই অবহিত। দুর্দান্ত ব্যাটিং। তবে ওর এদিনের ইনিংসে আমরা মোটেই অবাক নই। সবথেকে ভালো লাগছে শেষপর্যন্ত ক্রিজে থেকে ম্যাচটাকে শেষ করল। অক্ষরের (প্যাটেল) জন্য খারাপ লাগছে ক্যাচটা ফেলে। আসলে ক্রিকেট এই রকমই।'

দ্রুততম ১১ হাজার ওডিআই রান (ইনিংসের নিরিখে)

ইনিংস	ক্রিকেটার
২২২	বিরাট কোহলি
২৬১	রোহিত শর্মা
২৭৬	শচীন তেন্ডুলকার
২৮৬	রিকি পন্টিং
২৮৮	সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

৩৬ বলে ৪১ রানের পথে বৃহস্পতিবার নতুন কীর্তি গড়লেন রোহিত শর্মা।

Central Bank of India

Tender Notice for New Premises

Sr. No. 01. Work : Publication towards invitation of bids for searching of alternate premises of RSETI at Alipurduar.
The deadline for submission of tenders 04.03.2025 upto 3.00 pm. Area Required 1500 sq.ft. to 2000 sq.ft.
Contact Numbers for bidders 9304906885 (Mr. Santosh Kumar, Manager), 9733183898 (Mrs. Lipika Roy, LDM, Alipurduar).
The final date for submission will be fixed on 04.03.2025 upto 3.00 p.m. at through our website.

Sd/- (Ashok Kumar)
Chief Manager, BSD
Central Bank of India
Regional Office Coochbehar

দাপট পার্থর

তুফানগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে সুপার লিগে বৃহস্পতিবার বিবেকানন্দ ক্লাব ১ উইকেটে বিবেকানন্দ ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে টসে জিতে বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমি ৩৩.১ ওভারে ১৫৯ রানে অল আউট হয়। ২৪ রান করেন বিশ্বদীপ সাহা। পার্থ বর্মন ১৮ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে ৩২.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬০ রান তুলে নেয় বিবেকানন্দ ক্লাব। সৈকত সূত্রধর ৩৩ রান করেন।

শীতলের ৪ উইকেটে জয়ী ডুয়ার্স

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও টাউন ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে সারা ভারত ডুয়ার্স কাপ মহিলা টি২০ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ২ উইকেটে বেলুড়ের শ্রীগুরু সংঘ ক্রিকেট কোচং সেন্টারকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে শ্রীগুরু টসে জিতে ৯ উইকেটে ১৩৫ রান তোলে। সুস্মিতা পাল ৪৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা শীতল ওরাওঁ ২০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ডুয়ার্স ১৯.২ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৮ রান তুলে নেয়। দিয়া দে ৪১ রান করেন। অস্মিতা চট্টোপাধ্যায় ১৬ রানে নেন ২ উইকেট। অন্য ম্যাচে সিকিমের অম্বা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১০ উইকেটে ক্যালকাটা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে ক্যালকাটা ১৭.৩ ওভারে ৫৫ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা রেশমা দাঙ্গাল ১৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে অম্বা ৬.৫ ওভারে বিনা উইকেটে ৫৮ রান তুলে নেয়। শেরিং অংমু লেপচা ৩০ রানে অপরাজিত থাকেন।

ম্যাচের সেরা শীতল ওরাওঁ। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সন্ধান চাই

আমার মেয়ে **চুমকি ইন্দ্রনীল দাস** গত 4/02/2025 তারিখে রাত্রি 6.30 P.M.-এর পর থেকে শিলিগুড়ি, রবীন্দ্রনগর, দাসপাড়া (Ward No-21) থেকে আমার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বয়স 44 বছর, উচ্চতা 5'-1", ফর্সা। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দেখে থাকেন দয়া করে যোগাযোগ করুন, **রবি দাস, M : 9320049545.**